রঙ্গলাল

"আমরা জীবন গড়ি,
মরণে মধুর করি,—
নিরাশায় দেই আশা।"
—অক্ষয় বড়াল

—:*:—

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M. A., F. S. S., F. R. E. S.,
বিরচিত

—০—

কলিকাতা
১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

মূল্য চারি টাকা মাত্র

প্রকাশক

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মানসী প্রেস

৭৭ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী,

অমায়িক, সদাপ্রফুল্ল, পরোপকারী ও উদার-হৃদয়

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ খুল্লতাত মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে—

খুড়ো,

এই হতভাগ্য ভাইপোর প্রতি তোমার ভালবাসা যেমন গভীর তেমনই অকৃত্রিম। এই স্বার্থপর প্রতারণাময় জগতে কে কাহার সন্ধান লয়, কে কাহাকে যথার্থ প্রাণের সহিত ভালবাসে? জীবন-পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই দেখিতেছি যে, তথাকথিত আত্মীয় বন্ধুগণের মৌখিক আদর আপ্যায়নের অন্তরালে কত ঈর্ষা, কত বিদ্বেষ, কত পরশ্রীকাতরতা, আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া হৃদয় যখন বিষাদ-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে, তখন কোথা হইতে অকস্মাৎ কতকগুলি অকৃত্রিম প্রেম, করুণা ও সহানুভূতির আলোকরশ্মি আসিয়া সে ঘন মেঘ অপসারিত করিয়া দেয়। যে কয়জন স্নেহময় ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় স্বজন আমার এই দীন ব্যর্থ জীবনের উপর অপার্থিব প্রেমালোকরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে তুমি একজন অগ্রগণ্য। আমি যাহা কিছু করি, ভালবাসার দৃষ্টিতে তাহাই তোমার নিকট নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার যোগ্য হইয়া উঠে। তুমি সকলের নিকট তোমার এই অযোগ্য ভাইপোর গর্ব্ব করিয়া বেড়াও। ইহাতে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও গর্ব্বের উদ্রেক হয়। লজ্জা এই জন্য

যে আমি সে প্রশংসার সহস্রাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে পারিলাম না ;—গর্ব্ব এই জন্য যে, আমি তোমার হৃদয়ে এতটা স্নেহের অধিকার লাভ করিয়াছি। সে স্নেহ যে আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ মূলধন, একথা ত কখনও বিস্মৃত হইবার নহে!

খুড়ো! জীবন-শৈলে আমরা প্রায় একসঙ্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আজ 'চড়াই'এর পথ শেষ হইয়া গিয়াছে, 'উত্‌রাই'এর পথে অবতরণ করিতেছি। আজ কিন্তু আমি আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত অনুভব করিতেছি। আমার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল, কম্পিত, এই চরণদ্বয় কখন স্খলিত হইয়া খাদে পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। বিস্মৃতির কুহেলিকার মধ্যে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে, ইচ্ছা হয়, কোন একটি নিদর্শন রাখিয়া যাই, যাহা কৌতূহলী উত্তরপুরুষগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে কত গভীর স্নেহ ও ভালবাসার দ্বারা তুমি একটি ব্যর্থ জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলে এবং সেই-জন্য এই অকিঞ্চিৎকর জীবনী গ্রন্থখানি তোমার চির-প্রিয় নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিলাম।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৬

তোমার চিরস্নেহাশ্রিত
'ভাইপো'
মন্মথনাথ।

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান প্রস্তাবটী সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে ১৩৩৫-৩৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থের উপকরণাদি সংগ্রহে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই অবসরে, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের পঞ্চম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। উহা ভূকৈলাস রাজবাটীতে রক্ষিত হস্তিদন্তোপরি নানা বর্ণে রঞ্জিত পুরাতন চিত্র দৃষ্টে ডি রতন কর্ত্তৃক অঙ্কিত পেন্সিল স্কেচ হইতে প্রস্তুত। কুমার সত্যমোহন্ন ঘোষাল—যাঁহার সৌজন্যে মূল চিত্রখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—বলেন যে এই চিত্রখানি রঙ্গলালের বলিয়াই তিনি আবাল্য শুনিয়া আসিয়াছেন। রঙ্গলালের পৌত্র চিক্কণলালের মতে উহা রাজবাটীর জামাতা (রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর) গণেশচন্দ্রের প্রতিকৃতি হওয়াই সম্ভব, কারণ রঙ্গলাল গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত ঘটনাটীর জন্য কখনও গোঁফ রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে রঙ্গলালকে যাঁহারা চাক্ষুষ দেখিয়াছেন এইরূপ প্রবীণ পাঠকগণের অভিপ্রায় জানিতে আমরা সমুৎসুক।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৩রা আশ্বিন, ১৩৩৬

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[অতি পুরাতন বিবর্ণ আলোকচিত্র হইতে
রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নির্দ্দেশানুসারে
নির্ম্মিত মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি হইতে]

রঙ্গলাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্যজীবন

(১৮২৭-১৮৪০)

উপক্রমণিকা। ঊষা চিরদিনই আমাদের নিকট আনন্দদায়িনী। প্রভাতের বিমল আলোক সুন্দর, মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি মোহনাশিনী ও তেজঃ সঞ্চারিণী, সন্ধ্যায় অস্তাচলগামী রবির কিরণমালা মাধুর্য্যময়ী, রজনীর গাঢ় নিস্তব্ধতা শান্তিপ্রদায়িনী, কিন্তু আমাদের নিকট ঊষাই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্ত-হারিণী। রজনীর গাঢ় তমিস্রা অপসারিত করিয়া ঊষা যখন ধীরে ধীরে শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়, তখন আমাদের প্রাণে কি এক অভূতপূর্ব্ব আশা ও আনন্দের উদ্রেক হয়। জানি, ঊষায় প্রভাতের সে উজ্জ্বলতা নাই, মধ্যাহ্নের সে প্রখরা দীপ্তি নাই, সন্ধ্যার সে কমনীয় মাধুর্য্য নাই, রজনীর সে সর্ব্বসন্তাপহারিণী শক্তি নাই, তথাপি

রঙ্গলাল

উষা আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিদায়িনী। উষা অন্ধকারের পর আলোকের প্রথম কিরণরশ্মি লইয়া আসে, সুপ্তির মধ্যে প্রথম চেতনা লইয়া আসে, অবসাদের পর উৎসাহ লইয়া আসে, নিরাশার মধ্যে আশার বাণী লইয়া আসে। উষাই তাহার মোহন স্পর্শে আমাদের আলস্য বিদূরিত করিয়া কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করিতে উদ্বোধিত করে। উষাই দিবসের ভবিষ্যৎ গৌরব-দীপ্তির আভাস প্রদান করে।

যখন 'অমৃতভাষী' ভারতচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ-কারিগণের অসার ও অশ্লীল কাব্যাদিতে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য পরিপ্লাবিত—কলুষিত, সেই অন্ধকার যুগের শেষে রঙ্গলালের আবির্ভাব। বঙ্গীয় কাব্যজগতে তমিস্রাময়ী রজনীর অবসানে রঙ্গলাল উষার ন্যায় পবিত্রতা, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য আনিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি-আশার প্রথম আলোকরশ্মি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীর কাব্য-সাহিত্যে নূতন আদর্শ আনিয়াছিলেন। মধুসূদনের প্রতিভা-প্রদীপ্ত কাব্যাবলী মনোমোহিনী ও চিরানন্দদায়িনী, হেমচন্দ্রের জ্বালাময়ী ও ওজস্বিনী রচনা সঞ্জীবনী ও প্রদাহিনী শক্তিবিশিষ্টা, রবীন্দ্রনাথের মধুর কান্ত পদাবলী

সন্তাপহারিণী ও চিত্তবিনোদিনী। রঙ্গলালে মধুসূদনের সে প্রতিভার দীপ্তি, হেমচন্দ্রের সে জ্বালাময়ী উদ্দীপনা, রবীন্দ্রনাথের সে শান্ত মাধুর্য্য নাই। তথাপি আজি বাঙ্গালা-কাব্যসাহিত্যের একটী গৌরবময় যুগের অবসান সময়ে যুগপ্রবর্ত্তক রঙ্গলালের জীবনের ও সাহিত্য-সাধনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদিগের নিকট অতীব প্রীতিকরী।

জন্ম ও বংশবিবরণ। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাল্না নগরীর সন্নিকটে বাকুলিয়া নামক একটী গ্রাম আছে। ১২৩৪ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে শুক্লা একাদশী তিথিতে (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে) বৃহস্পতিবারে এই গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন। রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সম্প্রতি পরলোকগতা নিত্যকালী দেবীর নিকট শুনিয়াছি যে তিনি কবিবরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পৌষ মাসে উক্ত তিথিতে নববস্ত্র আনাইয়া তাঁহাকে পরিধান করাইতেন।

যে রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটীবংশে যুগাবতার রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জাতীয় কবি হেমচন্দ্র, বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাস প্রভৃতি মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশেই কবিবর

রঙ্গলাল জন্মগ্রহণ করেন।* রঙ্গলালের পূর্ব্ব-পুরুষগণ রামেশ্বরপুরে বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র, শুনা যায়, অন্যূন দুইশত বিবাহ করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের পিতা রামনারায়ণও তৎ-কালীন প্রথানুসারে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন—তাঁহার ষোলটি পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন। রামনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের ছোট দেওয়ান ছিলেন এবং নবাবদরবারে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহার সর্ব্ব সমেত সাতটী পুত্র হয়, যথা—যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ, গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল, উমেশচন্দ্র, মধুসূদন ও হরিমোহন। ইঁহাদের মধ্যে গণেশচন্দ্র, রঙ্গলাল ও হরিমোহন সহোদর ছিলেন। ইঁহাদিগের জননীর নাম হরসুন্দরী দেবী।

মাতুলকুল। পিতার বহু বিবাহ এবং রঙ্গলালের আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ, এই দুই কারণে রঙ্গলাল ও তাঁহার সহোদরগণ বাকুলিয়া গ্রামে

---

* বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থের ২৯৭-৮ পৃষ্ঠায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ বিস্তারিত বংশলতা দেখিতে পাইবেন।

গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

মাতুলালয়েই শৈশবে লালিত পালিত হন এবং তাঁহার চরিত্রের উপর তাঁহার জননী ও মাতুলগণের প্রভাবই বেশী লক্ষিত হইয়াছিল।

রঙ্গলালের মাতামহ রামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাকুলিয়ায় তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা সেকালে তিনি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন।

রামনিধির পাঁচ পুত্র—রামকমল, রামকুমার মধুসূদন, দীননাথ ও চন্দ্রমোহন।

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ মাতুল অধ্যবসায়ের বলে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও তৎকালীন সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বাল্যকালে গুপ্তিপাড়ায় ইঁহার বিবাহের পর ইঁহার শ্বশুরমহাশয় জামাতাকে গৃহে রাখিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই বিদ্যাশিক্ষার জন্য অত্যন্ত তাড়না করায় একদিন রামকমল বিরক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বহু দেশ ভ্রমণান্তে অবশেষে তিনি পূর্ণিয়া নগরে উপস্থিত হন। এই স্থানে ঘটনাচক্রে তত্রত্য য়ুরোপীয় এঞ্জিনীয়ারের দৃষ্টিপথে তিনি পতিত হন। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক রামকমলের নিরাশ্রয় অবস্থা অবলোকন করিয়া,

এবং তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর প্রভৃতির পরীক্ষা লইয়া এঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহার প্রতি দয়াপরবশ হন এবং তাঁহার অধীনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও সততার পরিচয় পাইয়া উক্ত সাহেব তাঁহাকে উচ্চতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার প্রদান করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে রামকমল বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। এই সময়ে একবার দেশে আগমন করিয়া মহাসমারোহে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করেন। কয়েক বৎসর পরে উক্ত এঞ্জিনিয়ার কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়মে বদলি হইলে, রামকমলও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আগমন করেন এবং কার্য্যের সুবিধার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে খিদিরপুরে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানেই ক্রমে ক্রমে তিনি দশ বিঘা পরিমিত জমির উপর প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম আবাস-ভবন নির্ম্মিত করেন এবং অনেক ভূমিসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করেন। এখনও খিদিরপুরে (ইঁহার নামানুসারে আখ্যাত) রামকমল ষ্ট্রীটে ইঁহার আবাস-ভবন জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে (বাং ১৮ই শ্রাবণ ১২৫২ সালে) ইনি পরলোক গমন করেন। শুনা যায়, ইনি মৃত্যুকালে সাত আট লক্ষ টাকার সম্পত্তি

রাখিয়া গিয়াছিলেন। উহার অধিকাংশই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রী গোপাল জীউর নামে উৎসৃষ্ট করেন, কারণ রামকমলের কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই। পুত্রলাভের জন্য রামকমল প্রথমা পত্নী বরদাসুন্দরীর জীবিতকালে ৺মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন,সি-আই-ই,মহোদয়ের ভগিনী দুর্গামণিকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পরে সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ৺ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পিতৃস্বসা কৈলাসবাসিনীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু রামকমলের পুত্রলাভাশা সফল হয় নাই।

রামকমলের সংসারে রঙ্গলাল-জননী হরসুন্দরী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। বধূগণ সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, হরসুন্দরী বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং প্রকাণ্ড মুখোপাধ্যায়-পরিবারের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। রামকমলের জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বরদাসুন্দরীই কিন্তু রঙ্গলাল ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের অধিকতর তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং বাল্যকালেই সকলে মাতৃহীন হইলে তিনিই তাঁহাদিগের জননীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ইনি সেকালের কবিদিগের অনেক রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন এবং স্বয়ং রন্ধন করিতে করিতে বা অন্য কোনও

গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে অনর্গল পয়ার রচনা করিতে পারিতেন। গণেশচন্দ্র ও রঙ্গলালের কাব্যানুরাগ কতদূর ইঁহার নিকট হইতে লব্ধ, তাহা বলিতে পারা যায় না।

রামকমল কতদূর ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া যায় না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ১৫বৎসর গত হইল মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়কে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল পুস্তক মধ্যে ষ্টর্লিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। আমি গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করি, ইত্যাদি।" এতদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে, তিনি ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাঠ করিতেন, নতুবা মেজর্ কলনেট রামকমলকে ঐ সকল পুস্তক কখনও উপহার দিতেন না। ভাগিনেয়দিগের ইংরাজীশিক্ষার ব্যবস্থা করায় ইহাও বোধ হয় যে, তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

অপুত্রক রামকমল ভাগিনেয়দিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে বাস করিবার জন্য উপযুক্ত বাটী দিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরমপত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, তাঁহার ভাগিনেয়গণ যত দিন

ইচ্ছা তাঁহার নিজ বাটীতে বাস ও আহারাদি করিতে এবং তাঁহার গাড়ীঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন। রামকমল-প্রদত্ত বাটীটির সংস্কার ও কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া রঙ্গলাল উহাতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন এবং এই 'কবি রঙ্গলাল কুটীরেই' তাঁহার বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন।

রঙ্গলালের সহোদরগণ। রঙ্গলালের সহোদরগণের বিষয়ে এই স্থলে সংক্ষেপে কিছু বলা কর্ত্তব্য। রঙ্গলালের অগ্রজ গণেশচন্দ্র কাব্যানুরাগী ছিলেন। ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণের কনিষ্ঠা কন্যা বরাঙ্গী দেবীকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার সেরিফের আফিসে কর্ম্ম করিতেন। ইনি এককালে সুকবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১২৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ইঁহার "চিত্ত-সন্তোষিণী" নামক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্যসন্দর্ভে' বলিয়াছিলেন, "তাঁহার রচনায় প্রোজ্জ্বল সদ্ভাবপূর্ণ বর্ণনা আছে; তাঁহার রচনায় লালিত্য মনোহর হইয়াছে এবং বাক্‌চাতুর্য্য অবশ্য প্রশংসনীয় মানিতে হইবে।" উক্ত বৎসরেই প্রকাশিত উঁহার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে)

"ঋতুদর্পণ" ও "রহস্যসন্দর্ভের" সমালোচকের প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

রঙ্গলালের কনিষ্ঠ সহোদর হরিমোহন রেশমের ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনিই ইঁহাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের খিদিরপুরস্থ বাটী ক্রয় করেন। রঙ্গলালের ন্যায় হরিমোহনও মাইকেলকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার জননী জাহ্নবী দাসীকে মাতৃসম্বোধন করিতেন। মধুসূদনের বাটী ক্রয় করিবার পর একবার উক্ত বাটীতে হরিমোহন জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে মাইকেলকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি আসিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার স্বর্গগতা জননীর উদ্দেশে বলেন "মা! তুমি কোথায়? আজ আসিয়া দেখ, তোমার যোগ্য পুত্র তোমার বাটী কিরূপ সাজাইয়াছে—তুমি একবার স্বর্গলোক ত্যাগ করিয়া আসিয়া দেখ! তোমার কুপুত্র, আমি নরাধম, তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি।" হরিমোহনের সুযোগ্য পুত্র রায় মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক সৎ কীর্ত্তির কথা খিদিরপুরবাসিগণের স্মৃতিপটে এখনও জাগরূক আছে।
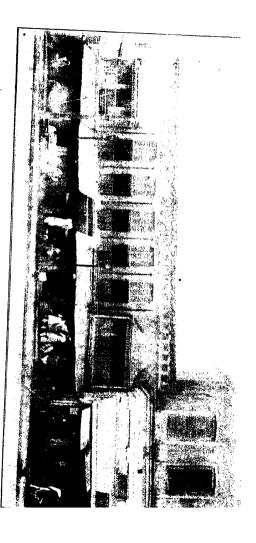
মাইকেল মধুসূদন দত্তের খিদিরপুরস্থ আবাসভবন (পরে হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্রীত)

পিতৃবিয়োগ—প্রাথমিক শিক্ষা।

পাঁচ বৎসর বয়সে রঙ্গলাল বাকুলিয়ার পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন এবং কিছুদিন পরে স্থানীয় মিসনারী স্কুলে প্রবেশলাভ করেন। কিন্তু গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তখন সামান্য শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। তাঁহার দূরদর্শী মাতুল রামকমল ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ও ভাগিনেয়দিগকে হুগলীতে (চুঁচুড়ায়) আনাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা দিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। রামকমলের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার শ্যালক সদর আমীন গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের বাটীতে অন্যান্য বালকগণের সহিত রঙ্গলালেরও থাকিবার ব্যবস্থা হইল। ইতঃপূর্ব্বেই, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, রঙ্গলালের পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং রামকমল ফোর্ট উইলিয়মে কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

হুগলী কলেজের ইতিহাস। এই দেশের রাজনীতিক ইতিহাসে, এইদেশের বাণিজ্যের ইতিহাসে, হুগলীর নাম চিরস্মরণীয়। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবক ও পাঠকগণের নিকট হুগলী একটি পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। যে বাঙ্গালা সাহিত্য আজি য়ুরোপীয় মনীষিগণেরও

প্রাচীন চঁচড়া নগরী—(কোল্স ওয়ার্দি গ্রাণ্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে)
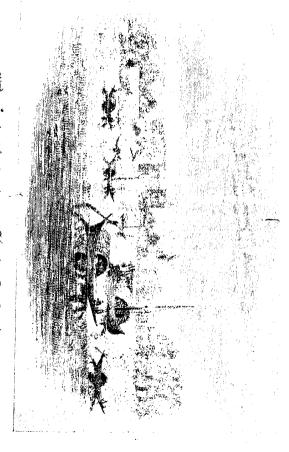
শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতেছে, যে বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালায় ও বৃহত্তর বাঙ্গালায় সভ্যতা ও মানসিক উন্নতির বীজ বপণ করিয়াছে, সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রচারকার্য্যে হুগলীই সর্ব্ব প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। হুগলীতেই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই স্থানেই মিষ্টার (পরে স্যর চার্লস) উইলকিন্সের উপদেশানুসারে পঞ্চানন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাঠের বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক হলহেড প্রণীত ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই হুগলী নগরীতে রঙ্গলাল যে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাহা এক্ষণে হুগলী কলেজ নামে পরিচিত এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে পরিচালিত। কিন্তু যেমন কলিকাতায় হিন্দুকলেজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নহে, দেশবাসীর দ্বারা এবং দেশবাসীর অর্থে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেইরূপ বর্ত্তমান হুগলী কলেজও একজন প্রাতস্মরণীয় দেশবাসীর অর্থে তাঁহারই চরমপত্রের নির্দ্দেশানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী বিচারপতি উদার ও ন্যায়পরায়ণ দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা হরচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাশিক্ষা

হাজি মহম্মদ মহসীন
(বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত প্রাচীন তৈলচিত্রের

করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা-হীনতায় মর্ম্মাহত কবি রঙ্গলাল বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে সুকবি গঙ্গাচরণ সরকার ও তাঁহার প্রসিদ্ধতর পুত্র সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, যে বিদ্যালয়ে 'ভারতউদ্ধারের' পরিহাসরসিক কবি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় মহম্মদ মহসিনের কলেজ নামেই পরিচিত ছিল এবং তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইত।

পুণ্যশ্লোক হাজি মহম্মদ মহসীনের বিচিত্র জীবন-কাহিনী প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং এস্থলে তাহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে স্বাক্ষরিত দানপত্রে পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহসীন তাঁহার ৪৫০০০ টাকা বার্ষিক আয়ের বিষয় সম্পত্তি ঈশ্বরের সেবার জন্য উৎসৃষ্ট করেন। মুসলমান ট্রষ্টিগণের আমলে কিছু অর্থ অপহৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ট্রষ্টীর কার্য্য গ্রহণ করেন এবং এই ব্যাপার লইয়া পুরাতন ট্রষ্টীগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা প্রিভি কৌন্সিলে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বহুবৎসরব্যাপী মোকদ্দমার একটী

সুফল এই হইল যে, বার্ষিক আয় ক্রমাগত জমিয়া ৮৬১১০ টাকা সঞ্চিত হইল। এই অর্থে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মহসীনের কলেজ বা হুগলী কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। ক্রমে প্রতি বৎসরের উদ্বৃত্ত অর্থ জমিয়া বার্ষিক আয় ৫১০০০৲ টাকায় দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান একটি আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন মহম্মদ মহসীন শিক্ষার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধার্ম্মিক মুসলমানগণ সেই শিক্ষাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করেন যে শিক্ষাদ্বারা মুসলমান শাস্ত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্বধর্ম্মে ভক্তি জন্মে। পক্ষান্তরে যে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন,যে শিক্ষায় হিন্দুগণই প্রধানতঃ শিক্ষালাভ করিয়া সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের পবিত্র ধর্ম্মের নিন্দা করিবে, সে শিক্ষা কোনও ধার্ম্মিক মুসলমানের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট মহসীন প্রদত্ত অর্থ সমস্তই মুসলমান দিগের জন্য তাঁহাদিগের উপযোগী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে হুগলী কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০০০০৲ বার্ষিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন।

হুগলী কলেজে রঙ্গলাল সম্ভবতঃ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলীর সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার টমাস আলেকজাণ্ডার ওয়াইজ, এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেম্‌স্‌ সাদারল্যাণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।* ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সিভিলসার্জ্জন জেমস্‌ ইস্‌ডেইল কছুকাল ডাক্তার সাদারল্যাণ্ডের স্থানে অস্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ক্লিন্ট সাহেব যখন অধ্যক্ষ হন,তখন রঙ্গলাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল (২৮শে চৈত্র ১২৫৩ সাল) দিবসের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে হুগলী কলেজের একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। উহার রচনা "একজন উক্ত পাঠ-

---

* ইনি নাবিক রূপে কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা জার্ণালের সহযোগী সম্পাদক হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বেঙ্গল ক্রনিকেল (বেঙ্গল হরকরা) 'কলিকাতা ক্রনিকেল' ও বেঙ্গলহেরাল্ডের সম্পাদকীয় চক্রে যোগদান করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপক হন এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উহার অধ্যক্ষ হন। ইনি ডাঃ ইসডেইলের এক শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়।

হুগলীর ইমাম বাড়ী—(কোলস ওয়ার্দি গ্রান্ট অঙ্কিত চিত্র হইতে।)

শালার পূর্ব্বতন ছাত্রস্থ।" রঙ্গলাল এই সময়ে সংবাদ প্রভাকরে প্রায় লিখিতেন, এবং এই রচনাটিও তাঁহার হওয়া সম্ভব। উহাতে রঙ্গলালের পঠদ্দশার সময়ের ইতিহাস বর্ণিত আছে বলিয়া আমরা উহা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি :—

"হুগলী কলেজের সমুদয় বিবরণ।

"ইংরাজী ১৮৩৬ শকে ১লা জুলাই দিবসে চুঁচুড়া নগরস্থিত মৃত হাজি মহম্মদ মহসীনের কলেজ সংস্থাপিত হয়। এই প্রধান বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওনের পূর্ব্বে চুঁচুড়া চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নগরে রাজপুরুষদের ভাষা কিম্বা দেশ ভাষায় সুচারুরূপে শিক্ষা হয় এমত কোন বিদ্যালয় বিরাজিত ছিল না, চুঁচুড়ানগরে লণ্ডন মিশনরীদের স্থাপিত যৎসামান্য এক অবৈতনিক পাঠশালা ছিল, তথায় যীশু খ্রীষ্টের গুণসংকীর্ত্তন যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা আছে, ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের প্রাচুর্য্য থাকাতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাভ্যাস করিত না, হুগলি এমামবাটীর অধীনস্থ মাদরসা সংক্রান্ত দাতব্য এক ইংরাজী পাঠশালা ছিল; এই পাঠশালার কার্য্য কেবল একজন শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাহ হইত এবং তত্ত্বাবধারণের অভাবে ও কোন বিশেষ নিয়মবদ্ধ না থাকাতে সুশৃঙ্খলারূপে পাঠনাকার্য্য নিষ্পাদন হইত না,

সুতরাং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত নগরত্রয়ে ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় ছিল না, উল্লেখিত মাদরসা ও তৎসংক্রান্ত ইংরাজী বিত্যালয়ের সমস্ত ব্যয় পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহসীনের ধন হইতে চলিত, ঐ মহল্লোকের উত্তরাধিকারী না থাকাতে উইলে অর্থাৎ মুমূর্ষু কালীনের দানপত্রে অন্যান্য সৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্মের মধ্যে সধন ও নির্ধন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের বালকগণের বিত্যাভ্যাস জন্য এক উপযুক্ত পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি লিখিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কেরা পূর্ব্বোক্ত ঐ সামান্য মাদরসা ও ইংরাজী বিত্যালয় স্থাপনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ পাঠশালাদ্বয়ের ব্যয় অত্যল্প ছিল, মহম্মদ মহসীনের বার্ষিক আয় ষষ্টি সহস্র মুদ্রার অধিক, কিন্তু এসমস্ত টাকা কেবল অপব্যয়ে শেষ হইত, কিয়ৎ কাল পরে দেশহিতৈষী শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলীস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দ্বারা এমামবাটীর সমস্ত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইতে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হুগলীর লোকেদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহম্মদ মহসীনের দানপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে উক্ত স্থানে এক উপযুক্ত কলেজ সংস্থাপিত করিতে বিত্যাধ্যাপক সমাজের প্রতি অনুমতি

করিলেন, উক্ত সভা উল্লেখিত শুভসময়ে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ করণার্থে ঐ প্রধান পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদনের ভার ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, পরে কথিত মহাশয়ের কায়িক পরিশ্রমে ও মানসিক যত্নে বিদ্যালয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতাতে ও নিয়মাদিতে শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বরং নিজাধীন শিক্ষাদাতাদের যাহাতে পদোন্নতি হয় এমত নিরন্তর চেষ্টা করিতেন অনন্তর তিনি বিদ্যাধ্যাপনা সভার সম্পাদকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত জেম্স্ সদরলেণ্ড সাহেব মহাশয় তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পাঠশালাস্থ সমুদয় ব্যক্তিরা আনন্দে পুলকিত হইল, ঐ মহাশয়ের সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ও বাক্যের মিষ্টতা ও স্বভাবের সরলতা ও দয়া এবং পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি যে গুণ তাহা বর্ণে বর্ণনা করা যায় না, তিনি অধীনস্থ ছাত্রগণকে স্বীয় প্রিয় সন্ততির ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী

হইতেন, অলৌকিক কথা বা অপ্রিয় বাক্য তিনি জানিতেন না, ছাত্রদের যাহাতে মঙ্গল হয় এমত বিষয়ে অশেষ বিশেষরূপে মনোযোগ করিতেন, শিক্ষক-বর্গের প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ দৃষ্টি ছিল, তিনি অনেককে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছেন, কোন শিক্ষক বা পণ্ডিত বা মৌলবি কোন কর্ম্মানুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ভবনে গমন করিলে তিনি তাহাদের সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট করাইতেন পরে সদালাপ ও মধুর বচনে তাহাদের পরিতোষ জন্মাইয়া বিদায় করিতেন, অপিচ হিন্দু ধর্ম্মের কোন অংশে হানি না হয় তাঁহার এমত বিশেষ মনোযোগ ছিল, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখুন, যৎকালীন চুঁচুড়ার একজন ধর্ম্মোপদেশক সাহেব হুগলী কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে বাইবেল পাঠ করাইবার আশায় কয়েকখানা ঐ গ্রন্থ ও এক অনুরোধলিপি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি কি পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ তাঁহার অধীনস্থ পাঠার্থিরা কেবল বলিতে পারেন, পরে তিনি পত্রের প্রত্যুত্তর সম্বলিষ্ট উক্ত কতিপয় ধর্ম্মপুস্তক প্রতিপ্রেরণ করিলে ধর্ম্মোপদেষ্টা সাহেবের সহিত সংবাদ লিপিতে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম

উপস্থিত হইয়া ছিল, তত্তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলে পত্রবাহুল্য হয়, এ জন্য এই মাত্র লিখিলাম যে ঐ ঈষু ধর্ম্ম শিক্ষকের পরাজয় হইয়াছিল, অপরন্তু গৌড়ীয় ভাষার উন্নতির নিমিত্তে তিনি পণ্ডিত ও ছাত্র বর্গকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন, এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে বালকদিগকে উত্থিতকরণের সময় যে বালক ইংরাজী ও দেশভাষায় তুল্য পরীক্ষা দিতেন তিনিই উত্থিত হইতেন, যিনি দুই ভাষায় তুল্য ব্যুৎপন্ন না হইতেন তিনি কদাচ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিতেন না, এবং এদেশের পর্ব্বোপলক্ষে পাঠ-শালার অবকাশ দেওনের পূর্ব্বে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমতানুসারে বিদ্যালয়ের পাঠনা-কার্য্য স্থগিত করিতেন, ফলতঃ তিনি বিদ্যামন্দিরস্থ সমস্ত লোকের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিতেন, ইতিমধ্যে সদরলেণ্ড সাহেব পীড়িত হইয়া যখন জন্মভূমিতে প্রস্থান করেন তখন সুবিজ্ঞ শ্রীযুত ডাক্তার ইস্‌ডেইল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনায় সকলে সন্তোষিত চিত ছিল, এবং তিনিও অনেক শিক্ষকের ও ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন, পরে সদরলণ্ড সাহেব স্বদেশ হইতে

প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডাক্তার সাহেব অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপণানন্তর অধ্যক্ষতা পদ হইতে অবসর হইলেন, তদনন্তর সদরলণ্ড সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অল্প অল্প দিবস পরে মেরিণের সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইলে কলেজাধ্যক্ষতা ভার শ্রীযুত এল ক্লিন্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, সদরলণ্ড সাহেব যখন পাঠশালার শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবী ও ছাত্রগণ ও নগরবাসি মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে এড্রেস অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্র পাইয়া বিদায় হয়েন তখন অনেকেই শোকাকুলিত হইয়া নয়ননীর নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীযুত ক্লিন্ট সাহেব মহাশয় হুগলি কালেজাধ্যক্ষ হইয়া কিঞ্চিৎকাল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কালেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোহর কুসুমোদ্যান ও পুস্তকালয় এবং তৎসংক্রান্ত পাঠার্থি সন্দোহ ও শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্ম্মকারক প্রভৃতি লোক তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন এবম্প্রকার বিবেচনা করতঃ আপনাকে ধন্য মানিয়া এককালে মদমত্ত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় এই মহাপুরুষ কালেজের অধ্যক্ষের আসনে উপবিষ্ট হইয়া জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারপতির ন্যায় (খোদাবন্দ

গিরী) ও কথায় কথায় পাঠশালাস্থ ভৃত্যদিগের নাম ও বেতন কর্ত্তন এবং ছাত্রেরা অনুপস্থিত হইলে তাহা-দিগকে অর্থদণ্ড করিতেন, অপর শিক্ষকদিগের পদ ও মান বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ যাহাতে তাঁহারা অপ্রতিভ ও অপমানিত হয়েন এমত পথানুসন্ধানে নিয়ত থাকিতেন, যদি কোন শিক্ষক ও পণ্ডিত প্রভৃতিরা তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তবে তিনি তাহাদিগকে সম্মান না করিয়া কুবাক্য-বাণ নিক্ষেপণ দ্বারা তাহাদিগের মর্ম্মভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করাইতে বাধ্য করিতেন, এবম্প্রকার ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি কালেজস্থ সমস্ত লোককে যেরূপ জর্জ্জরীভূত করিয়াছিলেন তাহা লিখনে লেখনী কম্পমানা হয়, আহা, এমত মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ও দয়াবান্ সদরলণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে যে এক কটুভাষী ও নির্দ্দয় ও পর-পীড়াদায়ক ক্লিণ্ট সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইহা আমাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। মহম্মদ মহসীনের কালেজ সংস্থাপনের মুখ্যোদ্দেশ্য এই যে দীন দরিদ্র সন্তানদিগকে বিনাবেতনে বিদ্যাদান করা কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সাহেবের দ্বারা এই পাঠশালা সম্পূর্ণ বৈতনিক হইয়াছে, অপিচ তিনি যে হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী তাহার অন্য

হুগলী কলেজ

প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক নাই এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে ঐ কালেজের ছুটি বিষয়ে কৌন্সেল অব এডুকেশনে অনুরোধ করিয়া যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই বিশেষ জানা যাইতেছে, যাহা হউক অধুনা তিনি যে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন ইহা উক্ত পাঠশালায় ছাত্র ও শিক্ষক প্রভৃতির সৌভাগ্যের বিষয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তিনি যেরূপ পুণ্যাত্মা ও যশস্বী তাহা তাঁহার বিদ্যাদান কালীন ব্যক্ত হইয়াছে। শুনিতেছি যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব অল্প দিনের মধ্যে উক্ত কালেজের সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি যে এই বিজ্ঞবর মহাশয় সদরলণ্ড সাহেবের ন্যায় যশস্বী হইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকারে নিয়ত রত হউন।"

হুগলী কলেজে প্রবেশ ও শিক্ষা। হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই রঙ্গলাল ও তাঁহার সহোদরগণ হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। হুগলী কলেজের উপরিধৃত বিবরণ হইতে প্রতীত হইবে যে, রঙ্গলালের ছাত্রাবস্থায় উক্ত বিদ্যালয়ে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ প্রদত্ত হইত এবং খ্রীষ্টীয় প্রভাব হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখা

৺রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর।

হইত। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন রঙ্গলাল বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। রঙ্গলালের কনিষ্ঠ সহোদর হরিমোহন, গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং কলেজের বার্ষিক বিবরণী হইতে প্রতীত হয় যে, ১৮৪০-১ খৃষ্টাব্দে উভয়েই উচ্চবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস ও ইংরাজী কাব্যের প্রতি রঙ্গলালের বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময়ে হুগলী কলেজে একজন সুপণ্ডিত বাঙ্গালী ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। ইঁহার নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু-কলেজে ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্ষ্টিটিউসনে সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ এবং গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে ইনিই প্রথম প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ অধিকার করেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী শিক্ষা-বিভাগে এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। ইনি হুগলী কলেজ-সংস্থাপকগণের অন্যতম। ইঁহার ইংরাজী অধ্যাপনা প্রণালী অতি সুন্দর ছিল এবং ছাত্রগণ ইঁহার নিকট পাঠ করিয়া ইংরাজী কাব্যা-

অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দির রস যথার্থ উপভোগ করিতেন। ইনি ইংরাজীতে সুলেখকও ছিলেন এবং Zarian ছদ্মনামে ইংরাজী সংবাদ পত্রাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তেত্রিশ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ করেন এবং অশীতি বৎসর বয়সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন দিবসে ইনি পরলোক গমন করেন।

বিবাহ ও মাতৃবিয়োগ। রঙ্গলালের পঠদ্দশাতেই, অনুমান ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে, মালিপোতার সন্নিকটস্থ ফুলিয়া গ্রামে ৺দেবীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা রাখালদাসী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাখালদাসী সুশিক্ষিতা না হইলেও বুদ্ধিমতী ও গৃহকর্ম্মে নিপুণা ছিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে রঙ্গলাল-জননী হরসুন্দরী দেহরক্ষা করেন। এই ঘটনার পর রঙ্গলাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন এবং সহোদরগণ সমভিব্যাহারে জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকমলের খিদিরপুরস্থ বাটীতে বাস করিতে থাকেন।

কাব্যানুরাগ ও সাধনা। বাল্যকালে রঙ্গলাল যাত্রা-গান শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সেকালের কথকতা ও যাত্রা লোকশিক্ষার একটি

প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ছিল। নিরক্ষর আবালবৃদ্ধবনিতা এই কথকতা ও যাত্রা শুনিয়া যে সন্নীতিশিক্ষা লাভ করিতেন, বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তদপেক্ষা অধিক নৈতিক শিক্ষা লাভ হয় কি না সন্দেহ। কবিবর হেমচন্দ্র বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার বাল্যস্মৃতিতে লিখিয়াছিলেন :—

"সে কালের প্রথা রামায়ণ-গান,
অপরাহ্নে শুনি, মোহিত হয়ে,
সমুদ্র-লঙ্ঘন, পুষ্পকে গমন,
শুনি স্তব্ধ হয়ে, বিস্ময়ে ভয়ে।

নিশিতে আবার শুনি যাত্রা-গান,
সমস্ত রজনী জাগিয়া থাকি,
শুনি যে আখ্যান না ভুলি কখন,
হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখি।

ষাটি বর্ষ আয়ু ফুরাইতে যায়,
সে সুখের দিন কবে গিয়াছে,
আজও সেদিন ভুলেনি হৃদয়,
সে সুখের স্বাদ আজও আছে।"

রঙ্গলালও বাল্যকালে এইরূপ যাত্রাগান শুনিতে আনন্দ বোধ করিতেন এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তন্ময় হইয়া যাত্রাগান শুনিতেন। তিনি পরে অনেক যাত্রার পালা

ও গান স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। তিনি বাল্যকালেও এরূপ তন্ময় হইয়া যাত্রাগান শুনিতেন যে, কথিত আছে একবার চক্ষু মুদিয়া একাগ্রচিত্তে গান শুনিবার সময়ে প্রজ্জ্বলিত বাতি পড়িয়া তাঁহার ওষ্ঠের উপরিভাগ পুড়িয়া গিয়াছিল। সেই স্থানে গোঁফ না উঠায় তিনি বরাবর গোঁফ কামাইতেন। তাঁহার Service Bookএ (সরকারী কার্য্যের বিবরণপুস্তকে) এই চিহ্ন তাঁহাকে সনাক্ত করিবার চিহ্ন (mark of identification) বলিয়া লিখিত আছে।

বাল্যকাল হইতে এইরূপ সঙ্গীতাদি শ্রবণ ও অভিনয়াদি সন্দর্শন, কলেজে ইংরাজী অমূল্য কাব্য সম্পদের পরিচয় লাভ, 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি তৎকালীন সংবাদপত্রের স্তম্ভেও কবিতাদি পাঠ, রঙ্গলালের হৃদয়ে কাব্যানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে। তিনি কৈশোর হইতেই নির্জ্জনে বসিয়া কবিতাদেবীর আরাধনা করিতেন। পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে উপবেশন করিয়া, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, ভাবপ্রবণ বালক কবি একাগ্রচিত্তে কল্পনাদেবীর অর্চ্চনা করিতেন। পরিণত বয়সে রচিত তাঁহার কোনও কাব্যের মঙ্গলাচরণে

তাঁহার এই নীরব সাধনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কবিতাশক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট তদ্বিরচিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে তাঁহার কৈশোরের সাধনার যে চিত্র অঙ্কিত আছে, আমাদের অক্ষম তুলিকায় সে চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নহে :—

তুমি মম কিশোর কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী॥
বিজনে তটিনীতটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রমহরি॥
তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি॥
স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী।
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী॥
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নূতন॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্যলহরী॥
এই যেন নব জবা কুসুম-সঙ্কাশ।
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব্ব রসান।
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান॥

রঙ্গলাল

প্রদোষে পশ্চিম দিগে সিন্দুরের রাগ।
যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম যাগ॥
বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে স্নিগ্ধ দিক্ দশ।
সোম-মুখ হতে কিবা চ্যুত সোমরস॥
উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা।
শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা, দেবীরূপধরা॥
কহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার।
ভ্রান্তি অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার॥
স্তম্ভিত হইত তনু অভিভূত মন।
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন॥
শেখর সাগর শোভা প্রথমে যখন।
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন।
দর দর প্রবাহিত পুলকাশ্রুবারি।
সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি॥
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন।
নিরমল নীল নিভা-নিমজ্জিত মন॥
বেলাকুলে অপরূপ শোভার সঞ্চার।
উপজিত অগণিত হীরকের হার॥
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিষদ ঝলকে।
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে॥
তমোময় মানুষের মানসে যেমন।
বিজ্ঞান বিমল বিভা দেয় দরশন॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ

(১৮৪৩—১৮৪৭)

সাধনা। খিদিরপুরে মাতুল রামকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আলয়ে আগমন করিবার সঙ্গেই রঙ্গলালের বিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষা রহিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু তিনি স্বকীয় চেষ্টায় নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রামকমলের বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধু রাজনারায়ণের পুত্র মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁহার পরম অনুগত বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয়ের সহিত রঙ্গলালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হওয়ায় রঙ্গলাল সাহিত্যালোচনায় উপযুক্ত সহযোগী লাভ করেন। তিনি রামকমলের পুস্তকাগারে রক্ষিত গ্রন্থসমূহ এবং অগ্রজ গণেশচন্দ্রের শ্বশুরালয় ভূকৈলাস রাজবাটীর প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নানাবিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া ইংরাজী, বাংগালা ও সংস্কৃতসাহিত্য ও ইতিহাসে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিদ্যার্জ্জনে ও বিদ্যাবিস্তারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্থানীয় দরিদ্র বালকদিগকে শিক্ষা-

দানের কোনও ব্যবস্থা নাই দেখিয়া কৈশোরেই রঙ্গলাল তাঁহার অগ্রজ গণেশচন্দ্রের সহযোগিতায় রামকমলের ভবনের একটি কক্ষে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং স্বয়ং অধ্যাপনার ভার লন। সুপণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও তদীয় ভ্রাতা (পরে ধন্বন্তরীকল্প চিকিৎসক রায় বাহাদুর) সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়গণও কৈশোরে খিদিরপুরে বাস করিতেন এবং রঙ্গলালের সহিত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ তাঁহারাও প্রায়ই রামকমলের গৃহে আগমন করিয়া রঙ্গলালের এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিতেন। রঙ্গলালের বাল্যবন্ধুগণ সকলেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন, সুতরাং তিনি যে কৈশোরেই বাণীর প্রসাদলাভের জন্য একাগ্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু তাঁহার সাহিত্যসাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন ভূকৈলাসের বিদ্যোৎসাহী রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ও তাঁহার অনুজ ও পুত্র রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ও রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর। রঙ্গলালের কৈশোরে ইঁহারা তাঁহার উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা সামান্য নহে। সেই জন্য ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটি কথা এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

ভুকৈলাসের রাজবংশ। ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কান্যকুব্জাগত যদুনাথ পাঠক নামক কুলীন ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন। গোবিন্দপুর গ্রামটী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য অধিকার করিলে ইঁহারা প্রথমে বেহালা ও পরে খিদিরপুরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কন্দর্পের দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্রের মধ্যে গোকুলচন্দ্র সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। গোকুলচন্দ্র বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মিষ্টার ভেরেলষ্টের দেওয়ান ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার কোনও পুত্রসন্তান হয় নাই এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র) মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। রঙ্গলাল যখন খিদিরপুরে আগমন করেন তখন গোকুলচন্দ্রের প্রাসাদোপম অট্টালিকা অতি জীর্ণদশায়। ১২৫৫ সালের ২৫শে চৈত্র (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল) দিবসে 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' নিম্নোদ্ধৃত পত্র রঙ্গলালের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়—

"সম্পাদক মহাশয়, কীর্ত্তিমান পুরুষদিগের বংশলোপ অথবা তৎসন্তানদিগের প্রতি কমলার কোপ নিরীক্ষণ করিলে মনোমধ্যে এক অব্যক্ত খেদমিশ্রিত ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ঐ ভাব প্রকাশ করা কবি ব্যতীত আর কাহারও সুসাধ্য নহে, তথাপি সামান্য পদ্যে উক্ত বিষয়ক এক কবিতা প্রেরণ করি পত্রস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক। খিদিরপুর গ্রাম যে মহাশয়দিগের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই ঘোষাল মহোদয় দিগের পুরাতন বাটী অর্থাৎ যে অট্টালিকায় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় বিরাজমান ছিলেন সেই প্রাচীন নিকেতনে কোন কার্য্যবশতঃ গমন করত তাহার ভগ্নাবস্থা বিলোকনে হঠাৎ মন্নয়নে শোকাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, যদিও তন্মধ্যে যথার্থ কাব্য অথবা তচ্ছক্তির চিহ্ন কিছুই নাই তথাপি পাঠ মাত্রে মহাশয়ের কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ পুনরুল্লেখ হইতে পারে—

কোথা সে পুরুষ অদ্য নামে যাঁর সদ্য সদ্য,
সম্ভ্রমে লোমাঞ্চ হয় দেহ।
ভগ্ন সব গৃহগণ, বন সম উপবন,
তত্ত্ব তাঁর নাহি লয় কেহ॥

রঙ্গলাল

অশোক কুসুম ফুটে, শোক শেল হৃদে ফুটে,
কে বলে অশোক তার নাম !
রুধিরে লোহিত কায়, তরুপরে শোভা পায়,
নীরস বিরস অভিরাম।
কোথা সে ভাবুক কবি, * কবিতা কমল রবি,
উদয় নহেন কেন তিনি।
কবিতা রচনা ছলে, প্রকাশিলা ধরাতলে,
তরঙ্গিণী ভক্তি তরঙ্গিণী ॥
হরিপ্রিয়া প্রিয়া যাঁর, হরিপ্রিয়া সম তাঁর,
আবির্ভাব ছিল এককালে।
কোথায় গো হরিপ্রিয়া, এই কি তোমার ক্রিয়া,
তব পুরী লয় করে কালে।
সিন্ধু সম পিতা তব, ঘোষিত গৌরব রব,
ঘোষাল ঘোষণ দিক্ দশে।
গৃহপাল অবসান, গৃহপাল মূর্ত্তিমান,
ফেরুপাল সহ গৃহে বসে।
এক কালে ছিল যথা, আমোদ প্রমোদ কথা,
বিষাদ প্রসাদ সে প্রাসাদ।
হর্ম্ম্যতল নহে রম্য, মনুষ্যের নহে গম্য,
মন সহ চক্ষের বিবাদ ॥

---

* গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী রচয়িতা ৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই মহাত্মা দেওয়ানজীর জামাতা ছিলেন।

দান ধ্যান যাগ যজ্ঞ, মূর্ত্তিমন্ত বেদপ্রজ্ঞ,
যেখানেতে ছিলেন সতত।
সেখানেতে এ কি ভাব, অচলা সচলা ভাব,
অভাব সুভগা মতি যত॥
বিদ্যাদেবী অন্তর্ধান, অবিদ্যার অধিষ্ঠান,
রোদন গীতের অনুকল্প।
মনোহর কীর্ত্তিচয়, কাল দন্তে সমুদয়,
ক্রমে ক্ষয় হয় অল্প অল্প॥
দেখি ভগ্ন ঘর দ্বারে, মনে হয় কমলারে,
কাল বুঝি উপহাস করে।
অতএব ধন জন, হেরি সব অকারণ,
নিত্য নহে সংসার ভিতরে॥
সকলে প্রধান কাল, বলবান অধিপাল,
প্রতি পলে পাড়িছে প্রলয়।
নমঃ কাল মহেশ্বর, সংহার ত্রিশূলধর,
নমো নমো ভুবন বিজয়॥

দর্শকস্য।

মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল ১১৫৯ সালে ৩রা আশ্বিন (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পবয়সেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন এবং কিছুকাল বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব বাহাদুর

এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। কথিত আছে যে কতকগুলি জমীদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের সন্তোষ-ভাজন হন এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে মহারাজ বাহাদুর উপাধি ও ৩৫০০ ঘোড় সওয়ার রাখিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। অতঃপর বাণিজ্য দ্বারাও জয়নারায়ণ প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন এবং খিদিরপুর ও অন্যান্য স্থানে বহু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। কিন্তু তিনি নানাবিধ সৎকার্য্যে অধিকাংশ অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথমে খিদিরপুরের নিকটস্থ ভূকৈলাসে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত করিয়া মর্ম্মর খচিত দেবায়তনে স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামক দুইটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। ইঁহার সময়েই রাজবাটীর চতুর্দ্দিক পরিখা দ্বারা বেষ্টন করা হয়। তিনি ভূকৈলাসে কমলেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর ও রাজেশ্বর নামক তিনটি শিবলিঙ্গ, পঞ্চানন মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্ত্তিক, রামসীতা, সূর্য্য, হনুমান যোগভৈরব প্রভৃতির মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করেন। শিব-রাত্রির সময় এখনও ভূকৈলাসে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। জয়নারায়ণ কালীঘাটের কালীমাতারও চারিটি রৌপ্য

নির্ম্মিত হস্ত করাইয়া দেন। কাশীধামে জয়নারায়ণের অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন বিরাজিত আছে। বিনাব্যয়ে বিভিন্ন জাতীয় বালকগণের মধ্যে বিদ্যাবিতরণের জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে ১২২৪ সালে বারাণসীধামে চুণার-প্রস্তর-নির্ম্মিত চারিতলবিশিষ্ট জয়নারায়ণ কলেজ স্থাপিত করেন ও উহার পরিচালনের জন্য প্রচুর অর্থদান করেন। তিনি বারাণসীতে গুরুধাম নামে একটি ঠাকুরবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া করুণানিধান মহাদেবের নামে উৎসর্গ করেন।

জয়নারায়ণ পরম সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি উপযুক্ত পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া স্কন্দপুরাণান্তর্গত সংস্কৃত কাশীখণ্ডের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'কাশীপরিক্রমা' নামক অধ্যায়ে তিনি কাশীর তৎকালীন অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। 'করুণানিধান বিলাস' গ্রন্থে (১২২১ সাল) তিনি রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ যথা—'শঙ্করী সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা' ও 'জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম' এক কালে হিন্দু পাঠকগণের প্রিয় গ্রন্থ ছিল। ১২২৮ সালে ২৫শে কার্ত্তিক (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) রাজকবি জয়নারায়ণ দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে তিনি স্বর্গারোহণের

সাত দিন পূর্ব্বে বন্ধুগণকে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণের পুত্র কালীশঙ্কর পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও দাতা ছিলেন। তিনি বারাণসী কলেজ কমিটির প্রথম ও প্রধান সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কাশীর কুইন্স কলেজের প্রথম নক্সা তাঁহারই তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন। কাশীধামে তিনি একটি অন্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড এলেনবরা ইঁহার অপূর্ব্ব বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহাকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজা কালীশঙ্করের সাত পুত্র—কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ পিতার লোকান্তরগমনের পূর্ব্বেই কালকবলে পতিত হওয়ায় সত্যচরণই পিতার পর রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ইনি সকল সৎকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক তাৎকালীন প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর

ইনি সাহিত্যসেবীদিগের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং রঙ্গলাল কৈশোরে ইঁহার উৎসাহ না পাইলে কাব্যরচনায় উন্মুখ হইতেন কি না সন্দেহ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুতে রঙ্গলাল মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য অনুজ রাজা সত্যশরণের স্নেহ ও উৎসাহ তাঁহাকে তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষকের অভাব কিয়ৎপরিমাণে বিস্মৃত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সত্যশরণের মৃত্যু হইলে সত্যচরণের পুত্র সত্যানন্দ রাজা উপাধি লাভ করেন।

আমরা রঙ্গলালের বিষয় লিখিতে গিয়া ভূকৈলাস রাজবংশের কিছু দীর্ঘ বিবরণ দিয়া হয়ত পাঠকগণের বিরক্তিভাজন হইলাম। কিন্তু যদি রঙ্গলাল স্বয়ং তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেন তাহা হইলে, বোধ হয়, তাহার অধিকাংশ ভূকৈলাস রাজবাটীর কথায় পরিপূর্ণ থাকিত। কারণ, ভূকৈলাসের রাজাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির সময়ে, যে সময়ের ভূকৈলাস রাজবাটীর বর্ণনা করিতে গিয়া দীনবন্ধু লিখিয়াছেন—

> ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূকৈলাস ধাম
> সত্যের আলয় শুদ্ধ সত্য সব নাম,

রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর

চারিদিকে কাটাগড় কেমন সুন্দর
খিলানে নির্ম্মিত সেতু, বর্ত্ম পরিসর,
পথের দুকূলে শোভে বকুলের ফুল,
তপন তাপেতে তারা অতি অনুকূল ;
বিরাজে ঠাকুরঘরে হেম-দশভুজা,
পট্টবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।—

সেই সময়ে রঙ্গলাল অধিকাংশ সময় ভূকৈলাস রাজ-বাটীতেই অতিবাহিত করিতেন, রাজপ্রাসাদস্থ সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে বাণীর সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেন, এবং সাহিত্যানুরাগী বয়োজ্যেষ্ঠগণের নিকট সাহিত্যসেবার প্রেরণা লাভ করিতেন।

ঈশ্বরগুপ্ত ও বঙ্গসাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা। এই সময়ে রঙ্গলাল 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার পত্রের অন্যতম লেখক হন। তাঁহার রচনার সহিত পরিচয়, বোধ হয়, পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন

প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থ বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এখনকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে।”

বঙ্কিমচন্দ্র ‘কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত’ বিচার করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে “আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা হইলেও কিরূপে দেশ কালের প্রভাব, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার দুঃখময় পারিবারিক জীবনের ছায়াপাতে তাঁহার প্রতিভা-প্রভাকর অনেক

স্থলে ম্লানভাবে প্রতিভাত হইয়াছে। পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা এবং মাতা ও সহধর্ম্মিণীর পবিত্র সংসর্গের অভাব তাঁহার প্রতিভা-সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু "মাতৃসম মাতৃভাষার" প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ—যে অনুরাগের অগ্নিশিখা তিনি তাঁহার শিষ্যগণের হৃদয়ে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন—সেই অনুরাগ তাঁহাকে এতদূর উদারতা দান করিয়াছিল যে তিনি একদিকে অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বগামী বিভিন্ন- পথাবলম্বী কবিদিগের পদাবলী ও জীবনচরিত সঙ্কলনের আয়াসসাধ্য কার্য্য শ্রদ্ধা ও আনন্দসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং অপরদিকে প্রতীচ্য কাব্যসাহিত্যপাঠে বিভোর নবীন কবিগণের নূতন আদর্শে রচিত কবিতাবলী সানন্দে স্বীয় পত্রে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদিগকে মাতৃভাষার গৌরববর্দ্ধনের জন্য উৎসাহদান করিয়াছিলেন। সেই জন্য, ভবিষ্যৎ সমালোচকগণ ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যকে যে স্থানই প্রদান করুন না কেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসকারগণকে একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে ঈশ্বর চন্দ্র তাঁহার সময়ে সাহিত্যের একটি মহোপকার সাধিত করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত

তিনি কেবল কবিতার সৃষ্টি করেন নাই, তিনি উৎসাহ-বারি সেচন দ্বারা বহু সাহিত্যানুরাগী কবির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি বহুবৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য গগনে প্রভাকরের ন্যায় অবস্থান করত কত তরুণ কবির ভাবরস আকর্ষণ করিয়া সহস্রধারায় তাহা বর্ষণ করিয়া বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্র অপূর্ব্ব রসধারায় সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। প্রভাকরের উৎসাহ-কিরণ না পতিত হইলে নবীন কবিগণের প্রতিভা-পদ্ম অকালে অপ্রস্ফুটিত অবস্থাতেই শুকাইয়া যাইত কি না কে বলিতে পারে? দীনবন্ধু লিখিয়াছিলেন :—

ওই দেখ 'প্রভাকর' পত্র যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকার ময়,
মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকাসিত কবিতা-চম্পক,
অনায়াসে বিরচিত সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্ত বাহার,
সমাদর করিত কোরক কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ব্বজনে,
রসিকের শিরোমণি, কৌতুক-রতন
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা-বরিষণ।

গুপ্ত কবি যে সকল কোরক কবিকে সমাদর

করিতেন তন্মধ্যে রঙ্গলাল, 'সুধীরঞ্জন' প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন ও মনোমোহন বসু প্রধান। ইঁহাদের প্রায় সকলেরই রচনামধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব-চিহ্ন,—তাঁহার দোষ ও গুণ, পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, রঙ্গলালের রচনা মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। দীনবন্ধু ব্যতীত প্রায় সকলেই পরিণত বয়সে গুপ্ত কবি-প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির বাল্য রচনার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন গুপ্ত কবি তাঁহাদের উপর কোনও প্রভাবই সঞ্চারিত করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা ইঁহাদিগের রচনা পদ্ধতির ক্রমবিকাশ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ঈশ্বর গুপ্ত এককালে তাঁহার শিষ্যদিগের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, অনেক স্থলেই শব্দ-কৌশলী ঈশ্বরচন্দ্রের "বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে

সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় 'কেলাকা ফুল' নাই।"

এরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় লেখকের রচনার অনুকরণ করা তরুণ কবিগণের পক্ষে স্বাভাবিক এবং প্রতিভার অবতার বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু পর্য্যন্ত যাঁহার প্রভাবে এককালে প্রভাবিত ছিলেন, সাহিত্যের সেই একাধিপতির প্রভাব তরুণ বয়সেই রঙ্গলাল কিরূপে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দীনবন্ধুর রচনা অনেক স্থলেই (তাঁহার গুরু গুপ্ত কবির ন্যায়) সুরুচি সঙ্গত নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোরের অনেক রচনাও অশ্লীলতা-দোষ-দুষ্ট। কিন্তু রঙ্গলাল ইঁহাদিগের পূর্ব্বগামী এবং অপেক্ষাকৃত দুষিত সমাজে অবস্থান করিয়াও এমন একটি পংক্তিও

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রচনা করেন নাই যাহার জন্য লজ্জিত হইতে হয়।

ইহার কারণ এই যে রঙ্গলালের কবি-জীবনের উপর কেবল ঈশ্বর গুপ্ত নহেন, অনেকেই তাঁহাদিগের কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করিয়া ছিলেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রঙ্গলাল ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষায় কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহু দিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচার পত্র পুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।" তাঁহার কবিতায় সেক্সপীয়র, বায়রণ, স্কট, মুর প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় কবিদিগের প্রভাব অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্কিমচন্দ্র যাহাই বলুন না কেন, ঈশ্বরচন্দ্র কখনও বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধিপতি হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; কারণ, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও সাধক

রামপ্রসাদের প্রভাব তখনও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, লোকান্তরপ্রস্থিত হইলেও তাঁহারাই অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারক অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের অনুকারকের সংখ্যাই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদের অনুকরণে ভক্তিগীতিও অনেকে রচনা করিয়াছিলেন। রঙ্গলালকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য না বলিয়া ভারতচন্দ্রের শিষ্য বলাই অধিকতর সঙ্গত। অবশ্য ইংরাজ কবিগণের প্রভাবে ভারতচন্দ্রের কুরুচি তিনি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ তখন বাঙ্গালী সমাজে কবিওয়ালাদিগের প্রভাব বড় সামান্য ছিল না। ইঁহারা প্রাণ দিয়া হৃদয়ের সত্য অনুভূতিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যাত্রা-গান-প্রিয় রঙ্গলালের উপর এই কবিওয়ালাদিগের প্রভাব অল্প ছিল না। গুপ্ত কবি কবিওয়ালাদিগের জীবনী ও পদাবলী সঙ্কলন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তিনি স্বয়ং অনেক সুন্দর কবির গান রচনা করিয়াছিলেন। রঙ্গলালও অসংখ্য কবির গান রচনা করিয়াছিলেন এবং সে গানগুলি বহু সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গীতগুলির অধিকাংশই এক্ষণে আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ নষ্ট হইয়া

গিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাঁহার কতকগুলি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সঙ্গীত প্রকাশিত করিয়া তাঁহার সঙ্গীত রচনা শক্তির পরিচয় দিব।

রঙ্গলালের বাল্য রচনা।—রঙ্গলাল কিশোর বয়সে বাঙ্গালা সমাচার পত্রপুঞ্জে যে সকল কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারও অধিকাংশই কালপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নে স্বাক্ষর না থাকায় সেগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে ইংরাজী কবিতা হইতে অনূদিত অধিকাংশ পদ্যরচনা রচনাপদ্ধতিদৃষ্টে তাঁহারই রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ অনুমানের আরও বিশেষ কারণ এই যে, 'প্রভাকরে'র নিয়মিত লেখকগণের মধ্যে রঙ্গলালই ইংরাজী কবিতার ভাবাকর্ষণ করিয়া বাঙ্গালা পদ্যরচনা আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডীয় কবিদিগের কবিতার অনুবাদ আজিকার ইংরাজী-শিক্ষিত পাঠকগণের নিকট হয়ত ভাল লাগিবে না বলিয়া আমরা 'Shair' ও 'গীতাবলী'র কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রে প্রকাশিত একটি ইংরাজী কবিতার রঙ্গলালকৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া

কাশীপ্রসাদ ঘোষ
(মিস্ ড্রামণ্ড অঙ্কিত চিত্র হইতে)

তাঁহার বাল্যপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিব। অনুবাদটি ১২৫৪ সালে ১৫ই বৈশাখ তারিখের (ইং ২৭শে এপ্রেল, ১৮৪৭) 'প্রভাকরে' মুদ্রিত হইয়াছিল :—

শুক্রতারা

একি হে প্রেয়সী বল, আকাশেতে সুনির্ম্মল,
তারা ওই চারু শোভা ধরে।
নিকর কিরণ ধর, বটে তার কলেবর,
কিন্তু নহে দীপ্ত প্রেমকরে॥
কেবল রূপেতে মন, গলেনাকো কদাচন,
সুখদ প্রণয়-রস বিনে।
চক্ষুমাত্র দগ্ধ হয়, মন কিন্তু মুগ্ধ নয়,
হৃদয়ের বিনোদ বিপিনে॥
আছে অতি মনোহর, যুগল নক্ষত্রবর,
বিরাজিত বিমল কিরণে।
প্রোজ্জল হীরকচয়, সরমে মলিন হয়,
খরতর কর দরশনে॥
শূন্যে নাহি শোভে তারা, তবে কোথা আছে তারা,
তুমি কি জান না সবিশেষ।
এই দেখ তারাদ্বয়, শোভা করে অতিশয়,
তব যুগ্ম নয়নের দেশ॥

যে নয়ন আকর্ষণে, টেনে আনে দেবগণে,
দেবলোক পরিক্রম করি।
মর্ত্ত্যে তারা এসে কয়, নয়ন মনোজালয়,
নন্দন কানন পরিহরি॥
স্বর্গের উজ্জ্বল তারা, আর নাহি স্মরে তারা,
ভুলে গেল কামিনী নয়নে।
শূন্যের তারকাচয়, সামান্য আলোক রয়,
নহে দীপ্ত প্রণয় কিরণে॥

রঙ্গলালের বাঙ্গালা ভাষার উপর এরূপ অসামান্য অধিকার ছিল যে ইংরাজী বা সংস্কৃত বা হিন্দী বা উৎকল-দেশীয় ভাষা হইতে তিনি যে সকল অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়, অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না।

ঈশ্বর গুপ্ত তরুণ কবি রঙ্গলালের অত্যন্ত গুণ-পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার রচনাগুলি সাদরে পত্রস্থ করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গলালের রচনার কতদূর সমাদর করিতেন, তাহা ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায়। উহাতে তিনি 'প্রভাকরে'র অন্যান্য লেখকগণের নামোল্লেখ করিয়া রঙ্গলাল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক

বন্ধু, ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্টি হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইঁহার মানসরূপ নাট্য-শালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

ঊনবিংশ বর্ষীয় তরুণ কবির পক্ষে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হইতে এরূপ উচ্চপ্রশংসা লাভ তাঁহার অল্প গৌরবের পরিচায়ক নহে।

পরে রঙ্গলাল স্বয়ং অন্যান্য পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন, তথাপি গুপ্তকবির সহিত স্নেহসম্বন্ধ রুশতঃ 'প্রভাকরে' রচনা প্রদান করিতে কখনও বিরত হন নাই। গুপ্তকবির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রঙ্গলাল 'প্রভাকরে' 'সং-যোজিত' লেখক ছিলেন। তাঁহার কোনও কোনও রচনার নিম্নে তাঁহার নামের আদ্যক্ষর 'র,ল,ব' মুদ্রিত হইত। আমরা এইরূপ আদ্যক্ষর সম্বলিত একটি মধুর

শান্তরসাশ্রিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া 'প্রভাকরের' সহিত রঙ্গলালের সম্পর্কের প্রসঙ্গ শেষ করিব। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন উহাতে গুপ্তকবির কোনও প্রভাবই বর্ত্তমান নাই এবং কবিতাটি পাঠ করিলে মন কিরূপ পবিত্র শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়া যায়। যদিও কবিতাটি সংবাদ প্রভাকরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৩০ অক্টোবর তারিখে (বাং ১৫ই কার্ত্তিক ১২৬৩) প্রকাশিত হইয়াছিল এবং রঙ্গলালের জীবনের যে সময়ের কথা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে আলোচনা করা যাইতেছে তাহার কিছু পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা হইতে 'প্রভাকরে' প্রকাশিত রঙ্গলালের কৈশোরের কবিতা-নিচয়ের বিশিষ্টতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, কারণ তাঁহার এই সময়ের সকল রচনাই এইরূপ লালিত্য ও সদ্ভাবে পরিপূর্ণ।

রূপক

প্রভাত—

মৃণালাভা ম্লান হয়, হেরি দিবাকরোদয়,
নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুক-তারা,
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি॥

রঙ্গলাল

কিবা তরুলতাচয়, ঢলঢল রসময়,
নীহারের হার শোভে গায়।
ভানুসহ সরলতা, করি সরোরুহলতা,
অন্তরের অনল নিবায়॥
কুমুদ মুদিল আঁখি, জাগিল যতেক পাখী,
মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান।
মোহন মধুর স্বরে, শ্রবণ মোহিত করে,
সুশীতল করিল পরাণ॥
প্রকৃতির শোভাকর, বিমল অরুণ কর,
নিনাদ নীরদ করে শোভা।
কালিন্দী প্রবাহে যেন, কোকনদবৃন্দ হেন,
মধুকর মত্ত মনোলোভা॥
কাননে ডাকে পাপিয়া, করি পিয়া পিয়া পিয়া,
প্রিয়া প্রিয়গণেরে জাগায়।
বিধু আর নাহি রবে, নিধুবনে জাগ সবে,
অনুভব, এই রব গায়॥
সুসার ঊষার কাল, বালরূপে ভানু ভাল,
সাজিয়াছে কোলেতে তাহার।
তাহে দ্যুতি দূতী হয়ে, সমাচার সঙ্গে লয়ে
ধরণীতে করিছে প্রচার॥
বিভা গতে বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
চলেছেন অতি দ্রুতগতি।

বিকাশে কুসুম কলি, সৌরভ গৌরবে অলি,
মাতিয়াছে সচঞ্চল মতি ॥

দিবাকর করে ভাতি, যেন প্রবালের পাঁতি;
বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে।

অথবা সুবর্ণশরে, যামিনীরে বিদ্ধ করে,
কার্য্যসিদ্ধ করণ আশয়ে ॥

অরণ্যে অরুণ আস্য, দেখিয়া বিলাসে লাস্য
আমোদে মাতিল মৃগকুল।

কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, নাচিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
কত খায় তৃণাদির মূল ॥

যামিনী দেখিয়া শেষ, বিবরে লুকায় শেষ'
আর চোর পেচক প্রভৃতি।

কুণ্ঠিত কুটিল জন, প্রফুল্ল সরল মন,
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি ॥

শিশিরে করিয়া স্নান, শস্যক্ষেত্র হাস্যবান,
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ।

আসিয়া কৃষাণগণ, করে কত আয়োজন,
অঙ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ ॥

কেহ সেচে বারিধারা, কেহ রোপিতেছে চারা,
কেহ হল করিছে ধারণ।

গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত,
মাঠে মাঠে করে গোচারণ ॥

রঙ্গলাল

ঝিল্লি হয়ে পরিশ্রান্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত,
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে।
বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে হেরি শশী
পিকবর ললিত কুহরে॥
হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নিবিল বাতি,
সারারাত্রি ছিল দীপ্তিমান্।
যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে,
অনুরাগে মোহিত পরাণ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা, স্বতনু তনুর আধা,
পরস্পর করে হেন জ্ঞান।
কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতী সবে,
মনে তাই করয়ে ধ্যায়ান॥
হেরি প্রকাশিত দিন, সরোবরে যত মীন,
তরঙ্গে সুরঙ্গে কেলি করে।
মরাল করাল স্বরে, কিবা সন্তরণ করে,
হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে॥
ডাহক ডাহকী ডাকে, কুক্কুট কর্কশ হাঁকে,
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ।
কিন্তু কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল,
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ॥
হেরিয়া বালার্ক মুখ, অন্তর্ধান হোলো দুখ,
সুখ আসি আবির্ভাব কত।

রঙ্গলাল

ব্রহ্ম আরাধনে রত, ব্রহ্ম উপাসক যত,
হেরি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত আগত ॥
মোহন প্রণব শব্দ কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ,
মানস ভাসায় ভক্তিরসে ।
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন, গর্ব্ব পর্ব্বত ভঞ্জন,
পৃথিবী পূরিল ভাববশে ॥

র, ল, ব,

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'কাশীযাত্রা', 'উষাহরণ' ও 'কবির গান'

(১৮৪৭—৫০)

'কবি'। কৈশোরে রঙ্গলালের হৃদয়ে বাণী-সেবার যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংসর্গে তাহা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সাহিত্যের নেশার ন্যায় মাদকতা আর কিছুতে নাই। রঙ্গলাল এই নেশায় উন্মত্ত হইলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মাতুলালয় হইতে গুপ্তকবির কলিকাতাস্থ আবাসভবনে চলিয়া আসিতেন এবং সময়ে সময়ে মাসাধিককাল তথায় অবস্থিতি করিতেন।

সমাজে তখন 'প্রভাকর'-সম্পাদকের অতুল প্রতি-পত্তি। বঙ্গদেশ তখন 'কবির গানে' মুখরিত এবং বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায় কেবল কবিগণের সমাদর সম্বর্দ্ধনা করিতেন তাহাই নহে, অনেকে স্বয়ং কবির দল সংগঠিত করিতে এবং কবির গান রচনা করিতে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর হরু ঠাকুর প্রমুখ কবিগণের

পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার সুযোগ্য পৌত্র রাজা স্যর রাধাকান্ত ও মহারাজ কমলকৃষ্ণ (যাঁহার খড়দহস্থ উদ্যানবাটিকায় গুপ্তকবির দুঃখময় অন্তিমজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল) হাফ আখড়াই সঙ্গীতরচয়িতা গুপ্তকবির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলিকাতার অন্যান্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও ঈশ্বরচন্দ্রকে যথোচিত সম্মান করিতেন এবং মুক্তহস্তে তাঁহাকে বৃত্তি-দান বা অন্যবিধ উপায়ে অর্থসাহায্য করিয়া সাহিত্যের সেই পরমোপকারকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেন। বাস্তবিক আট টাকা মাসিক বেতনের সামান্য কর্ম্মচারীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র তখন সমাজে এরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুজ রামচন্দ্রকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "আমি একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি।" ক্রোরপতি রামদুলাল সরকারের বংশধর আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব (ছাতুবাবু ও লাটু বাবু নামে খ্যাত) কবির গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ও ঈশ্বরচন্দ্রের অত্যন্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহারা একটি কবির দল সংগঠিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আশুতোষ দেব অসংখ্য প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত রচনা করিয়া দলের গৌরববৃদ্ধি

মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল গুপ্তকবির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ায় কলিকাতার অভিজাতসম্প্রদায়ের অনেকেরই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তরুণবয়সেই তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতরচনা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ছাতু বাবু ও লাটু বাবু রঙ্গলালকে তাঁহাদের কবির দলের 'কবি' নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতানুরাগী বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত রঙ্গলালের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইল। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণের মধ্যে বহুবাজারের অক্রূর দত্তের বংশধর উমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ও রাজেন্দ্র এবং পাথুরিয়া-ঘাটার বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহতাবচাঁদ পর্য্যন্ত কবির গান রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, গোপী-মোহন ঠাকুরের ন্যায় ধনীগণ কলাবিদগণকে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন, তখন কবিরা সমাজে কিরূপ সমাদর পাইতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। রঙ্গলাল অত্যল্পকালের মধ্যেই উৎকৃষ্ট 'কবি' বলিয়া পরিচিত হইলেন। সেকালে অনেক গীতে বা গ্রন্থে রচয়িতার পরিবর্ত্তে রচয়িতার পৃষ্ঠপোষকের নামসংযোগ দৃষ্ট হইত। রঙ্গলালের রচিত অনেক সঙ্গীত তাঁহার বলিয়া এখন কেহ অবগত নহেন।

আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)
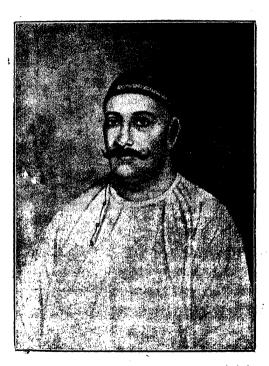
'কাশীযাত্রা'। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে 'ছাতু' বাবু (আশুতোষ দেব) বারাণসীধামে তীর্থপর্য্যটনে গিয়াছিলেন। রঙ্গলাল এই সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহারই সমভিব্যাহারে, কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন। 'সংবাদ ভাস্করে' উদ্ধৃত 'রসরাজ' পত্রে প্রকটিত এক প্রবন্ধদৃষ্টে প্রতীত হয় যে লাটু বাবুর (প্রমথনাথ দেবের) আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ছাতুবাবু বাষ্পীয় পোতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইহারই অনতিকাল পরে 'কাশীযাত্রা' নামক একটী পুস্তক রচনা করেন। বোধ হয় মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের 'কাশীপরিক্রমা' হইতে কবি এই গ্রন্থরচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থখানি এখন আর পাওয়া যায় না।

'ঊষাহরণ।' কবির তরুণাবস্থায় রচিত অধুনালুপ্ত "ঊষাহরণ" গীতিকাব্যও সম্ভবতঃ এই সময়েই রচিত হয়। আমরা বহু অনুসন্ধানেও এই গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং উহার সম্বন্ধে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্ত করা সম্ভব নহে। 'কাঞ্চী কাবেরী' নামক কাব্যের একস্থানে পাদটীকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন—

"স্বপ্নযোগে দম্পতিদিগের প্রথম সন্দর্শন নানা দেশীয়

প্রমথনাথ দেব (লাটু বাবু)

কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা। আরব্য, পারস্য, চীন, এবং ভারতবর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ক্রটি রাখেন নাই। ইংলণ্ডীয় কবিকুলতিলক লর্ড বায়রণ স্বপ্নাভিধেয় কবিতায় প্রেমাভিনয়ের প্রথমাঙ্ক বর্ণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীতচ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটী সংগীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বপ্নান্তে উষার উক্তি।

রাগিণী বিভাস—তাল ঠুংরী।

স্বপনে হেরিনু যাহারে, আরে, আরে সখি দে রে তারে!
চিত্তচোর যামিনী শেষকালে প্রবেশিল হৃদয়-মাঝারে
সরস পরশমণি পুরুষরতন, অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি দিল দরশন,
তুলনা নাহিক তার এ তিন সংসারে।
আমি তারে আঁখি ঠারে হেরিবার আশে,
যেমন নয়ন মেলি নিরখিনু পাশে,
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একবারে!"

আমরা রঙ্গলালের কাগজপত্রের মধ্যে কতকগুলি সঙ্গীতের পাণ্ডুলিপি পাইয়াছি। গীতগুলি কোন্ সময়ের রচনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত ঊষাহরণের অন্তর্গত ছিল কিংবা কবি ভবিষ্যতে নবসংস্করণে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য পরে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত নহি।—

চিত্ররেখার অনিরুদ্ধ লইয়া শূন্যপথে গমন।

বিভাস যৎ

কে ও যায় অম্বরে, রে বামা, কে ও যায় অম্বরে।
যেন অস্ত থেক্যে শশী চলে উদয় ভূধরে।
রূপে আলো করে,—পুঞ্জ তিমির সংহরে।—
ধরি দুই করে, রে বামা, ধরি দুই করে।
পুরুষরতন এক পালঙ্ক উপরে,—
স্থির কলেবরে—আছে ঘোর নিদ্রাভরে।
যেন দিগন্তরে, রে বামা, যেন দিগন্তরে।
আরে, পক্ষ মেলি পরী যায় অমর নগরে।—
সমীরণ ভরে,—উড়ে উড়ানী নিথরে।
চলে একেশ্বরে, রে বামা, চলে একেশ্বরে।
নিশীথ সময় ঘোর কিছু নাহি ডরে।—

কি সাহস ধরে,—ধন্য রামা রত্ন বরে।—
উত্তরে সত্বরে, রে বামা, উত্তরে সত্বরে,—
আরে, শোণিত নগরে উষা বিহার বাসরে
হেরি প্রাণেশ্বরে—দেহে, জীবন সঞ্চরে।—
কহে কবিবরে, রে বামা, কহে কবিবরে,
হেন দূতী নাহি এবে সংসার ভিতরে
বিরহসাগরে প্রেমী জনেরে উদ্ধারে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সঙ্গীতের সমকালেই রচিত আর একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাও সম্ভবতঃ উক্ত উষাহরণ গীতিকাব্যের জন্য রচিত হইয়া ছিল।

মুলতান—যৎ

মরি কি সুন্দর ব্যবহার।—
তব সম চুরি কার্য্যে কেবা তুল্য আছে আর।
বাল্যে বৃন্দাবন লীলা, কত চুরি প্রকাশিলা,
অন্ন বস্ত্র দধি দুগ্ধ হরিলে হে ভারে ভার॥
হরিলে হে ব্রজনারী, কি কর্ম্ম বুঝিতে নারি,
মা দুলালী হরি' নিলে, হায়, হায়, কি আচার।
লভিয়ে যৌবনকাল, একি রুচি যদুলাল,—
কুবুজা দাসীরে হরি মথুরায় কর বিহার॥—

মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

কে-সি-এস আই

প্রৌঢ়ে দ্বারকাতে গিয়ে, শান্ত না হইল হিয়ে,
হরিলে ভীষ্মক-সুতা, বিশেষে খ্যাত সংসার।
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, ডাকাতীতে পুত্র বড় ;
পৌত্রটি হরিল উষা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার।

শক্তি ও বিষ্ণুবিষয়ক গীতগ্রন্থ। রঙ্গলাল সাধক কবি রামপ্রসাদ ও ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শে শক্তি ও বিষ্ণুবিষয়ক অনেকগুলি সুমধুর প্রাণ-স্পর্শী ভক্তিগীতি রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্সার্টের দলে উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং মহারাজ স্বয়ং উহা নিজব্যয়ে প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থের পাণ্ডু-লিপি হারাইয়া যাওয়ায় গ্রন্থখানি প্রকাশ হয় নাই এবং বাঙ্গালা সাহিত্যভাণ্ডার একটি অমূল্য রত্ন হইতে চিরবঞ্চিত হইয়াছে।

অন্যান্য অপ্রকাশিত 'কবির গান'। রঙ্গলাল যে সকল পালা রচনা করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণাবস্থায় তাহার একটিও পাওয়া যায় না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলীর জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে আমরা কয়েকটি সঙ্গীত মাত্র উদ্ধার করিয়া পাঠকগণের কৌতূহলের আংশিক পরিতৃপ্তিসাধন করিতেছি :—

অর্জ্জুনের নিকট সত্যভামা কর্ত্তৃক সুভদ্রার অবস্থাবর্ণন।

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

ধন্য ধনুর্দ্ধারি,
ধন্য হে, ধন্য মতিমান্। ধন্য বাণ।—
ধন্য দ্রোণাচার্য্য তোমায় শিখালে শর সন্ধান।—
ধন্য পুণ্যব্রতে ব্রতী, তীর্থ পর্য্যটনে রতি,—
সম্প্রতি, যুবতীর প্রতি মারিলে হে পঞ্চবাণ।
অবলা সরলা হায়, বনের হরিণী প্রায়,
সংহার করিয়া তায়, কি আর বাড়িবে মান।
কি কায হে ধনঞ্জয়, ধরণী করিয়ে জয়,
হরিয়াছ সদাশয়, কৃষ্ণ অনুজার প্রাণ।—
তোমার কটাক্ষশরে, জর জর কলেবরে,
তব রূপ ধ্যান করে, করে চিত্ত একতান।—
কহে রঙ্গ যে জন মারে, লোকে কেন ধ্যায় তারে
সত্য পুষ্পময় শরে, করে সবে হতজ্ঞান।

নিম্নোদ্ধৃত গীতটিও সম্ভবতঃ উপরিধৃত গীতের পালার অন্তর্গত,—

পুষ্পক রথে ভদ্রার অশ্বচালনা।

খাম্বাজ—দোলন।

আহা মরি হায়, কে হে তুমি রমণীরতন।—
বিমানে, বিমানে, কর বিমানে রঙ্গে চালন।—

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যেন শোভে মুক্তাদাম,—
অমৃত শীকরে কিবা, ভূষিত শশলাঞ্ছন।
এক করে ধরি রাস, অপরে ঘুরাও পাস,
ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, ফেনমুখে অশ্বগণ।—
রমণী পুরুষ সাজ, পুরুষের সম কায,—
পুরুষেরে দেহ লাজ, কভু ধরে শরাসন।—
কহে রঙ্গ অনুজার, শিক্ষা দেখি চমৎকার,
কৃষ্ণেরে সারথ্যে পার্থ করে বুঝি নিয়োজন।

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' মহাবাক্য অবলম্বনে রচিত নিম্নোদ্ধৃত গীতটী ভক্ত বৈষ্ণব পাঠকগণের কর্ণে মধুবর্ষণ করিবে :—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দেখ ওগো বৃন্দে, বিহনে গোবিন্দ, শূন্যময় কুঞ্জবন।—
জলশূন্য সরোবর, অলিশূন্য ইন্দীবর,—
প্রাণশূন্য কলেবর, হরিশূন্য বৃন্দাবন।
শুনেছি সই এ সংসারে, একান্তে যে ভাবে যারে,
তন্ময় হয় সে জন, কহে জ্ঞানীগণ ;—
আমি ত সই নিরন্তর, ভাবি সে শ্যামসুন্দর,
তবে কেন কৃষ্ণগত না হয় জীবন।
কহে রঙ্গ, তব হরি বৃন্দাবন পরিহরি,
এক ক্ষণ নাহি র'ন, কথা পুরাতন ;

রঙ্গলালের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর

ভাব দেখি আগু ভাবে, এখনি তাহারে পাবে,—
বল গো কোথায় যাবে,—তব কৃষ্ণধন।—

এইবার আমরা বাৎসল্যরসের দুইটী অপ্রকাশিত গীত পাঠকগণকে উপহার দিব। বাঙ্গালার জননী-হৃদয়ে এই সহজ সরল সঙ্গীতটি কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রতিধ্বনি তুলিবে তাহা কেবল বাঙ্গালীই বুঝিতে পারিবে :—

ভৈরবী

ওহে গিরি দিনকর হইল উদয়।
উমা শরদের শশী অস্তগত হয়।
ওই দেখ গিরিরায়, প্রাণকুমারী গিরিজায়,
শিবালয়ে লয়ে যায়, জামাতা নিদয়।—
ওহে গিরি কাল যামিনী, কি পুরুষ কি কামিনী
সুখে ছিল সমুদয়—
আজ আমায় হয়ে নিদয়া,—ছেড়ে যান অভয়া,
মায়াহীন মহামায়া—কঠিন হৃদয়।

নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটী আমরা পাঠকগণকে বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গীতটীতে প্রাচীন কবিগণের যে অপূর্ব্ব সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে সে সুর আমরা আধুনিক কাব্যসাহিত্যে হারাইয়া কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি তাহা অনুধাবনের যোগ্য।

গৌরী—আড়াঠেকা

আয় যাদু আয়রে, আয় যাদু আয় রে,
আয় কোলে আয় রে।
কেমনে ভুলিয়ে ছিলি অভাগিনি মায় রে।
গোঠে পাঠাইয়ে তোরে, সারাদিন আঁখি ঝোরে,
অবিরত দুগ্ধ ক্ষরে, স্তন ফেটে যায় রে।
ক্ষুধায় আকুলী ব্যাকুলী, সর্ব্বাঙ্গে ধূসর ধূলি,
কেহ ননী মুখে তুলি, দেয়নি তোমায় রে।
তুমিরে অন্ধের নড়ী, কৃপণের ধন কড়ি,
না দেখিলে এক ঘড়ী, ঘটে ঘোর দায় রে।
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, যুক্ত তব মুখ ইন্দু,
হেরি মম দুঃখসিন্ধু, উথলিত হায়রে।
কহে রঙ্গ চমৎকার, পুত্রস্নেহ যশোদার,
এমন জগতে আর না দেখি কোথায় রে।

উপরিধৃত সঙ্গীতটি সেই শ্রেণীর গান, যাহার সরল প্রাণস্পর্শী সুর বাঙ্গালীর হৃদয়বীণায় চিরদিন অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়া আসিয়াছে ও আসিবে,—ইহা সেই শ্রেণীর গান যাহা শ্রবণ করিয়া কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সর্ব্বশ্রেণীর বঙ্গীয় নরনারীর হৃদয় যুগ যুগ ধরিয়া আলোড়িত হইয়াছে—তাহাদিগের নয়নে পবিত্র অশ্রু-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের

ভাষায় বলিতে গেলে, বুদ্ধির দ্বারা, ছন্দের দ্বারা জোর করিয়া এই সকল গীতের প্রাণ-সৃষ্টি হয় নাই। রাবীন্দ্রিক যুগের অধিকাংশ কবিতা ও গানের ন্যায় এই সকল গীতে বাঙ্গালার 'জাত মারা' যায় নাই। এই সকল গীত নব্য-বাঙ্গালীর ড্রয়িংরুমে অনাদৃত হইতে পারে, কিন্তু রামপ্রসাদ ও বৈষ্ণব কবিগণের হৃদয়শোণিতে লিখিত বাৎসল্যের যে সকল গানের প্রতিধ্বনি এই সকল গানে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যতদিন বাঙ্গালী আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া সম্পূর্ণরূপে 'ফেরঙ্গ' ভাবাপন্ন না হইতেছে ততদিন বাঙ্গালার নরনারীর হৃদয়তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিবে। এই সকল গান ত কেবল শব্দচয়ন নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেষ্টা নহে, এই সকল গান ত কেবল ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইয়া বাহাদুরী লইবার জন্য রচিত নহে, ইহা যে প্রাণ দিয়া হৃদয়ের সত্য অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার প্রয়াস। এই জন্যই ত মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের গুণপক্ষপাতী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এইরূপ গানের প্রসঙ্গে একসময়ে লিখিয়াছিলেন :—

"একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল

বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচি বিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারি রাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম।

তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।”

এই সকল গান য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নরওয়ে বা সুইডেনবাসীদের প্রশংসা কোনও কালে অর্জ্জন করিতে পারিবে না, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই সকল গানের সুরই ত আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ঝঙ্কার তুলিতে পারে। প্রাণ দিয়া রচিত এই সকল সরল অকৃত্রিম গানই ত শ্রোতার প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে, এই সকল গানই ত যথার্থ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত—

“গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার,
তাহার সেই গান—গানই নয়।

* * * *

কাব্য নয়ক ছন্দোবন্ধ, মিষ্ট শব্দের কথার হার ;
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার, তাহার কাব্য শব্দসার।
যেথায় ভাস্বর, যেথায় মূর্ত্ত, ঝঙ্কারিত কবির প্রাণ ;
উৎসারিত মহাপ্রীতি ;—তাহাই কাব্য, তাহাই গান।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'রসসাগর', 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'

(১৮৫০—৫৬)

'রসসাগর'। নীলকর-প্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাগণের অকৃত্রিম আত্মত্যাগী বন্ধু, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম অনুরাগী, অক্লান্তকর্মী রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ তৎসঙ্কলিত বাঙ্গালা পুস্তক ও লেখকগণের যে তালিকা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন, তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে রঙ্গলাল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'সংবাদ রসসাগর' নামক একখানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সম্পাদিত করিতেন। ১২৫৯ সালে ১লা বৈশাখ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে একটি বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকটিত হয় এবং তাহার অনুবাদ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা'য় এবং ৮ই মে তারিখের 'ইংলিশ ম্যান' পত্রে প্রকাশিত হয়। আমরা উহা হইতে 'সংবাদ রসসাগর' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য অবগত হই :—

"সংবাদ রসসাগর—খিদিরপুর (২৪ পরগণা) হইতে বাবু রঙ্গলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক মূল্য আট আনা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র। সোম, বুধ ও শুক্রবারে রসসাগর মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। স্বত্বাধিকারী—সম্পাদক।"

'সংবাদ রসসাগর' রঙ্গলাল কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল কি না কিম্বা তিনি সম্পাদকের সমস্ত দায়িত্ব প্রথমাবধি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিছু সন্দেহ জন্মিয়াছিল, কারণ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে (১২৫৭ সালের ১লা শ্রাবণ) "আমাদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক বাবু ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিদারুণ জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন" বলিয়া 'প্রভাকর'-সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায় ক্ষেত্র মোহন 'রস মুদ্গর' নামক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রভাকরে 'রসসাগরের' উল্লেখ মুদ্রাকরের প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়। রঙ্গলাল যে প্রথম হইতে উক্ত পত্রের সম্পাদক ছিলেন তাহাতে এক্ষণে আমাদের সন্দেহ নাই।

আমরা 'সংবাদ রসসাগর' দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। তবে 'সংবাদ প্রভাকরে' মধ্যে মধ্যে উহার যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বোধ হয়

পত্রখানি অত্যন্ত যোগ্যতার সহিতই পরিচালিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের কার্য্য এই পত্রের বিশেষ সমালোচনার বিষয় ছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারীর প্রভাকরে আমরা অবগত হই যে "মিশনরি দৌরাত্ম্য" বিষয়ে সুধাংশু সম্পাদকের সহিত বিতণ্ডাযুদ্ধে রসসাগরসম্পাদক জয়লাভ করিয়াছেন।" পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে 'সংবাদ সুধাংশু' সুপণ্ডিত আচার্য্য কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (Rev. K. M. Banerjea) কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। উক্ত বৎসরের ৩০ শে এপ্রিল তারিখের প্রভাকরে রসসাগর হইতে তিনটি বালকের খ্রীষ্টিয়ান হওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ বৎসরের ১৩ই মে তারিখের প্রভাকরে গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন, "রসসাগর-সম্পাদক বাঙ্গালা পত্র এবং বঙ্গভাষার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম" ইত্যাদি।

১২৫৯ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ) হইতে রঙ্গলাল পত্রখানির নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া 'সংবাদ সাগর' নাম রাখেন। বোধ হয়, রসরাজ প্রভৃতি পত্রের অশ্লীলতার খ্যাতি তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত তাঁহার

স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় (৩ রা বৈশাখ ১২৫৯ ইং ১৪ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখের 'প্রভাকরে') লিখিয়াছিলেন :— "আমাদিগের স্নেহান্বিত সহযোগী রসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরের শুভাগমনে রসসাগরকে রসহীন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে পত্রের নাম 'রসসাগর' ছিল, এইক্ষণে 'সংবাদ সাগর' হইয়াছে, এই রসাভাব জন্য পত্র আরো রসময় হইয়াছে কারণ সাগরই রসের আকর, সাগরেই সুধা এবং সাগরেই রত্ন, অতএব প্রার্থনা এই সাগর পূর্ব্বে রস সাগর ছিল, অধুনা যশঃসাগর হউক।"

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত 'সংবাদ সাগর' সম্পাদন করিয়া রঙ্গলাল বিশেষ কার্য্যানুরোধবশতঃ উক্ত পত্র সম্পাদনে বিরত হন। সম্পাদকীয় কার্য্য হইতে অপসৃত হইবার সময় তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' যে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন তাহার প্রকাশ কালে কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে এককালে গুপ্ত কবির গুণগ্রাহিতা এবং রঙ্গলালের কৃতিত্বের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৬০ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে (ইং ১৬ ই জুন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ) 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর চন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"আমারদিগের জীবনাধিক স্নেহান্বিত সুলেখক সুকবি সহযোগী সাগর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংপ্রতি কোন বিশেষ কার্য্যানু-রোধবশতঃ সাগর পত্র সম্পাদনে স্বাবকাশশূন্য হইবায় তদ্বিষয় সাধারণের সুগোচর করণার্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দিগকে যে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই পত্র নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, সকলে এতৎপ্রতি মনোযোগ পূর্ব্বক নয়নান্ত-পাত করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যত্ন মাত্র না করিয়া আমরা সর্ব্বদাই সাগরোদ্ভব অমূল্য মহারত্ন সকল প্রাপ্ত হইতাম। অধুনা সেই অত্যুৎকৃষ্ট অব্যক্ত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইলাম। যাঁহার রচিত গদ্য পদ্য জনসমূহের পক্ষে অনন্ত শ্রুতিসুখকর এবং উপকার জনক তিনি লিপিকার্য্যে বিরত হইলে তদপেক্ষা অধিক আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? যে সকল পত্র কেবল কটু কাটব্যে পরিপূরিত, দেশের মহানিষ্টকর, সৎসংস্কার সংহার করিয়া পাঠকগণকে কুসংস্কারে পরিপূর্ণ করে, সদুপদেশের বিনিময়ে অসদুপদেশে ও দ্বেষে দেশকে আচ্ছন্ন করিতেছে, যে সকল বালক বালিকা ও যুবক-যুবতী অনুশীলনের পথে পদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদিগ্যে

কুশিক্ষা প্রদান করিতেছে, সেই সকল পত্রের বিনাশ হইলে কিছু মাত্র খেদ নাই, বরং তদ্বিষয় বুধবর্গের পক্ষে অতিশয় কল্যাণকর হয়। চক্ষুঃ আছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টি শক্তি নাই, সে চক্ষু যেমন শুদ্ধই পীড়াদায়ক সেইরূপ গ্লানিজনক গ্লানিসূচক পাপপূরিত পত্র সকল কেবল অশেষ অসুখ ও বিষম বিপদের কারণ হইয়াছে, গোশালা শূন্য থাকুক তথাচ দুষ্ট গাভীর প্রয়োজন করে না! নিন্দক লেখকেরা অস্মদাদির অনর্থক গ্লানি লিখিয়া যত সুখী হইতে পারে হউক, তাহাতে আমরা ভ্রূক্ষেপ করি না, কিছুই দুঃখ বোধ করি না, বরং আনন্দ লাভ করিতেই থাকি। কারণ তাহারা ঝাঁটা স্বরূপ হইয়া আমার দিগের সমল অন্তঃকরণকে পরিষ্কার পূর্ব্বক নির্ম্মল করিতেছে। প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর তাহারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথার্থ মঙ্গল করুন। কিন্তু তাহারা যেন এমত বিবেচনা করে না যে মনুষ্যকে ভয় দেখাইয়া নীরব করণ, কটু কহিয়া প্রভুত্ব স্থাপন, দাম্ভিকতা দ্বারা কালযাপন, এবং অলীকরূপে নিন্দা লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখভোগ করণ, ইত্যাদিই পরমেশ্বরের করুণার দ্বারা হইয়া থাকে। সে ভ্রম মাত্র, চাতুর্য্য, ছলনা, নিন্দাবাদ, তোষামোদ, পরগ্লানি, পরপীড়ন প্রভৃতি

পরিহার করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে সকলের সহিত সদ্ভাব করাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ স্বীকার করিতে হইবেক। অতএব হে সহযোগিগণ! মৃত্যুকে নিকট জ্ঞান করিয়া অভিমান পরিত্যাগ কর। লেখনী যন্ত্রে অমৃত বৃষ্টি করিতে থাক। মধুর বচনে জগৎ সংসার মুগ্ধ কর। সমুদ্রে পরিপূর্ণ পীযূষ সত্ত্বে কেন হলাহল লইয়া দানববৎ ব্যবহার কর। কোকিল কাহাকে রাজ্য প্রদান করে নাই, কাক কাহারো সর্ব্বস্ব হরে নাই, জীব কেবল মুখের দোষেই ত্যাজ্য ও মুখের গুণেই পূজ্য হইয়া থাকে।

শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদন মিদং—

অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিহিত বাণীসহ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক বাধিত করিবেন।

সংপ্রতি আমি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত সংবাদসাগর পত্র সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলাম, যত্তপি কোন মহাশয় তদ্ভার গ্রহণে পারগ হয়েন তবে আগামি কোন এক রবিবারে খিদিরপুরে মন্নিলয়ে স্বয়ং আগমন অথবা পত্র প্রেরণ করিলে বিবেচনা করা যাইবেক।

সংবাদপত্র সম্পাদনীয় ব্রতোত্থাপন কালে সাধারণের প্রতি আমার ইহাও বিজ্ঞাপ্য, যে আমি এক কালে তাহা হইতে বিমুখ হইলাম না, প্রায় বাঙ্গালা সমাচার পত্র মাত্রেই মল্লেখনী বাগ্‌যন্ত্র স্বরূপ রহিল, বিশেষতঃ যদিস্যাৎ উপযুক্ত রূপ উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হই তবে উত্তরকালে সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি লিপি-সাহায্য প্রদান করিব ইতি ৩১ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।"

'বিবিধার্থ সংগ্রহ।' রঙ্গলাল '.স-সাগর' সংবাদপত্রের সম্পাদন ভার পরিত্যাগ করিয়া কি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের অনুমান এই সময়েই তিনি ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তৎ-সম্পাদিত সচিত্র মাসিকপত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' প্রবন্ধ সঙ্কলনে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে (১২৫৮ সালে কার্ত্তিক মাসে) বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের' আনুকূল্যে এই পত্র স্থাপিত হইয়াছিল। যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পরিচালিত হইত সেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সভ্য-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গণের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রসময় দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ সরকার, রেভারেণ্ড জে রবিন্সন, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্., মিষ্টার ডব্লিউ এস সীটনকার, মিঃ ওয়াইলি, মিষ্টার হজসন প্র্যাট ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য "যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্প বোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্ব্বক উপকারক বিষয়ের চর্চ্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টি-জনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য" ছিল। বলা বাহুল্য এই লক্ষ্যের সহিত রঙ্গলালের গভীর সহানুভূতি ছিল এবং তিনি উক্ত পত্রে সারগর্ভ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রবন্ধগুলির নিম্নে লেখকের নাম মুদ্রিত না থাকায় এক্ষণে তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলির তালিকা প্রদান করা বা তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে।

'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ।'

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি, ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে ডাক্তার এফ, জে, মৌয়েট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহায়তায় 'বেথুন সোসাইটী' নামক এক সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সভার প্রতিষ্ঠা। যদিও রঙ্গলাল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না, তথাপি বেথুন সভার পুরাতন কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে 'রস-সাগর' সম্পাদক রঙ্গলাল প্রায় প্রথমাবধি এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

বাঙ্গালী সভ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ডাক্তার সূর্য্যগুডিভ চক্রবর্ত্তী 'কলিকাতার স্বাস্থ্য-বিষয়ক উন্নতি সাধন,' ফেব্রুয়ারি মাসে রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃত কাব্য', ও মার্চ্চ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র 'সেকাল ও একালের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য,

সমাজ, জ্ঞান ও নীতি সম্বন্ধীয় অবস্থা' বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ করেন। উক্ত বৎসরে ৮ই এপ্রিল রাত্রি ৮ঘটিকার সময় মেডিক্যাল কলেজ গৃহে বেথুন সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কলিকাতার রামবাগানস্থ দত্ত বংশোদ্ভব ইংরাজী ভাষায় সুলেখক হরচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'বাঙ্গালা কাব্য' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে (কলিকাতা রিবিউ ত্রৈমাসিক তখন যথাসময়ে প্রকাশিত হইত না বলিয়া) কলিকাতা রিবিউ পত্রের জানুয়ারি (১৮৫২) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কৌতূহলী পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থানে তিনি বাঙ্গালা কাব্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। এক স্থানে তিনি বলেন—

"While on this subject, we are compelled to admit the truth of a charge often urged against the Bengali poets. All their writings and more especially their panchalis or songs, are inter-larded with thoughts and expressions grossly indecent."

হরচন্দ্র দত্ত

প্রবন্ধ পাঠের পর কতিপয় সভ্য লেখকের মন্তব্যের আলোচনা করেন। মহেন্দ্রনাথ সোম, নবীনচন্দ্র পালিত, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকটিত করেন। বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র পালিত মহাশয় * বলেন, প্রবন্ধ মধ্যে রামপ্রসাদ সেন ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম প্রসিদ্ধ কবিগণের সহিত উল্লেখ করা উচিত ছিল। তিনি আরও বলেন যে জীবিত কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরও পরিচয় প্রদান করা উচিত, যথা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যাধ্যাপক এবং এক্ষণে মুরশিদাবাদের বিচার বিভাগের অন্যতম কর্ম্মচারী পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রভাকর সংবাদপত্রের

---

* ইনি হিন্দু কলেজের একজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টার' দৃষ্টে প্রতীত হয় যে ইনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১২ টাকার জয়কৃষ্ণ সিংহ জুনিয়র স্কলার্শিপ এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪০৲ স্কলার্শিপ পাইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে উচ্চ প্রশংসাপত্র লইয়া ইনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। ইনি মাতুল রামগোপাল ঘোষের বাণিজ্যব্যবসায়ে সহকারী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে কলেজ রি-ইউনিয়ন প্রসঙ্গে ইঁহার উল্লেখ আছে।

স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'রসসাগর' সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং 'রাস-রসামৃত' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা বাবু দ্বারকানাথ রায়। উপসংহারে তিনি বলেন, বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্য অনিন্দনীয় এবং সমালোচকের প্রতিকূল মন্তব্য বিচারসহ নহে।

অতঃপর ইংরাজী সাহিত্য রসে বিভোর মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে প্রবন্ধ-লেখক মূলের যে অনুবাদ শুনাইয়াছেন তাহা মূলের ঠিক অনুযায়ী নহে। মূল অপেক্ষা অনুবাদ অধিকতর কবিত্বপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে এমন কিছুই নাই যাহা কোনও শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির সন্তোষবিধান করিতে পারে। উহা কুৎসিত অশ্লীলতা ও কুরুচিতে পরিপূর্ণ এবং ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তিগণের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। বাঙ্গালা কবিদিগের অঙ্কিত চিত্র ও উপমাগুলি যে উৎকৃষ্ট নহে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিদ্যাসুন্দর হইতে কতকগুলি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া মুখে মুখে তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন।

কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতা বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। একজন উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন, কিন্তু রাত্রি ১১টা বাজিয়া যাওয়ায় সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরবর্ত্তী মাসিক অধিবেশনে উহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত ও পদাবলীর অক্লান্ত সঙ্কলয়িতা ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয়শিষ্য রঙ্গলাল প্রাচীন কবি গণের অত্যন্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গলা কাব্যের নিন্দকদিগের অযুক্তি নিবারণ নিমিত্ত সযত্নে একটি প্রস্তাব রচনা করিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে মেডিক্যাল কলেজ গৃহে রাত্রি ৮টার সময় বেথুন সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সভার অন্যান্য কার্য্যের পর রঙ্গলাল তাঁহার "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটি কিছু দীর্ঘ হইয়াছিল, কিন্তু 'বেঙ্গল হরকরার' সংবাদ দাতার পত্রে প্রতীত হয় যে উহা সকলে অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় রঙ্গলালের প্রবন্ধের বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই, সভাপতি ডাক্তার মৌয়েট সভাভঙ্গ করিয়া দেন।

নবীনচন্দ্র পালিত

(পুরাতন ড্যাগারিয়োটাইপ হইতে)

এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রেভারেণ্ড লঙ্ কর্তৃক সঙ্কলিত প্রাগুক্ত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকায় রঙ্গলাল প্রণীত Defence of Bengali Poetry'র নামোল্লেখ আছে। ১২৫৯ সালের ৪ঠা আষাঢ় (ইং ১৬ই জুন ১৮৫২) সংবাদ প্রভাকরে উক্ত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। স্বাবকাশ মতে দৃষ্টি করিয়া অভিমত ব্যক্ত করিব।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বাঙ্গালা কবিগণের ভক্ত জীবনচরিত লেখক গুপ্ত কবির মূল্যবান অভিমত আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। রঙ্গলালের কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থখানিও এ পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পদ্মিনী কাব্যের সূচনা। বন্ধু বিয়োগ।

রঙ্গলালের বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এবং রঙ্গপুর কুণ্ডী পরগণার সাহিত্য রসিক ভূম্যধিকারী কালীচন্দ্র

কৈলাসচন্দ্র বসু

রায় চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক তাঁহাকে একটি নির্দ্দোষ সদ্ভাবপূর্ণ কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। রঙ্গলালও রাজস্থানের পুরাবৃত্ত অবলম্বনে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান কাব্যাকারে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজা সত্যচরণ অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় তিনি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন যে কাব্যখানি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখেন। প্রায় তিন বৎসর পরে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। যথাস্থানে সেই কাব্যের পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারি রঙ্গলালের আর একজন গুণমুগ্ধ ও উৎসাহদাতা স্বনামধন্য আশুতোষ দেব পরলোকগমন করেন। ইহাতে রঙ্গলাল অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। আশুতোষ দেবের অনেক গান আজিও অনেকের নিকট সমাদৃত, কিন্তু তাঁহার চরিত কথা অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। সেই জন্য কিছু অবান্তর হইলেও ১২৬২ সালের ২০শে মাঘ (ইং ১৮৫৬ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারি) তারিখের সম্বাদ প্রভাকরে কবিবর ঈশ্বরগুপ্ত তৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলে আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না :—

"আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্টদেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। হে পাঠকগণ এই হৃদয় বিদীর্ণকর সংবাদ লিখিতে আমার দিগের লেখনী মসীছলে শোকাশ্রু নিক্ষেপ করিতেছে। আহা! কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষত রোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরাজ, বাঙ্গালি, ফরাসি, ইউনানি প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম ও উপায়াবলম্বন করিয়াও তাহা আরোগ্য করিতে পারিলেন না। ঐ সাংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল; কি পরিতাপ! বাবু আশুতোষ দেব এ প্রকার উৎকট ও ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া আমারদিগকে: একেবারে পরিত্যাগ করিবেন আমরা তাহা স্বপ্নেও জানতে পারি নাই। এতদিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা

রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। হা পরমেশ্বর! আশুতোষ বাবু জীবিত থাকাতে আমারদিগের পূর্ব্বকার সকল শোক নিবারণ হইয়াছিল, অধুনা তাঁহাকেও কৃতান্তের করালদন্তে নিক্ষেপ করাতে আমরা একেবারে অসীম শোকে অভিভূত হইয়াছি, কি লিখিতেছি কিছুই স্থির নাই। হে বন্ধুবর বাবু গিরিশ দেব কোথায়? তোমার পিতৃবিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃবিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরল স্বভাব, উদার চিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণ সম্পন্ন লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্ধন লোক তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। আহা!

তাঁহারদিগের দশা কি হইবেক তাহা অনুভূত হয় না। রে নিষ্ঠুর কৃতান্ত এই সর্ব্বজনপ্রিয় বহুজনাশ্রয় বঙ্গদেশের মহারত্ন স্বরূপ আশুতোষ দেব মহাশয়কে অপহরণ করিতে তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না? আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখদর্শনে সর্ব্বদা কাতর এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন, তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দেশের হিতবর্দ্ধন ও হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্যার্থ

অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যা সুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন? আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব, রস, সুর, রাগ, তান, মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

"মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়। অদ্য আমরা তাঁহার মৃত্যুশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এই বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল এতৎপাঠে সকল লোকই শোকাভিভূত হইবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

‘কলিকাতা লিটারারী গেজেট’, ‘এডুকেশন গেজেট’—‘ভেক মূষিকের যুদ্ধ’

(১৮৫৬—৫৮)

‘কলিকাতা লিটারারী গেজেট।’ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বিদ্যালয়ে তাদৃশ কৃতিত্ব অর্জ্জন না করিলেও রঙ্গলাল স্বকীয় চেষ্টায় ইংরাজী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শিতালাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় রঙ্গলাল ইংরাজী প্রবন্ধ রচনারও অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়াধ্যক্ষ ও লেখক মেজর ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ‘কলিকাতা লিটারারী গেজেট’ নামক সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রে রঙ্গলালের আদ্যক্ষর ‘R’ সম্বলিত কতিপয় প্রবন্ধ আমাদিগের নয়নপথে পতিত হইয়াছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখের পত্রে তিনি “The Native Aristocracy of

Bengal" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে সংবাদ পত্রে কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য দেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' উক্ত প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিয়া লেখকের যুক্তির সারবত্তার উচ্চ প্রশংসা করেন। কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে বলেন যে প্রবন্ধ লেখক দুই একস্থলে ভ্রমাত্মক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যথা (১) নদীয়ার রাজারা দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে কোনও উপাধি প্রাপ্ত হন নাই, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজোপাধি লাভ করেন এবং (২) কাশীমবাজার রাজপরিবারের লোকনাথ কখনও প্রকাশ্যভাবে রাজোপাধিতে ভূষিত হন নাই। রঙ্গলালের এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের লিটারারী গেজেটে প্রকাশিত ৩০শে জুলাই ১৮৫৬ তারিখ সম্বলিত একটি পত্রে তাঁহার লিখিত বিবরণের সত্যতা প্রমাণিত করেন। তিনি বলেন নদীয়ার রাজকবি ভারতচন্দ্রের কাব্যপাঠে প্রতীত হয় যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে ইতিহাস-বিখ্যাত ভবানন্দ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নদীয়ার রাজাকে স্বয়ং পত্র লিখিয়া অবগত

হইয়াছেন যে ইংরাজগণ এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিবার বহুপূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজোপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ভবানন্দকে প্রদত্ত সনন্দখানি হারাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট ঔরঙ্গজেবের শীল ও স্বাক্ষরযুক্ত একটি সনন্দ আছে তাহাতে ভবানন্দের পৌত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রুদ্র রায়কে রাজাবাহাদুর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহার পর বাদশাহ মহম্মদ শাহ কৃষ্ণচন্দ্রকে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী শিবচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন। এই উপাধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল।

কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরি সিরাজ-উদ্দৌলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে লোকনাথ ওয়ারেন হেষ্টিংসকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা এবং নানাপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য রাজোপাধি লাভ করেন—একথা হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদানু-মোদিত নহে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিল, কিন্তু রঙ্গলাল বলেন, তিনি উহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছেন, কেবল কাহারও মতে লোকনাথের পিতা কান্তবাবুই হেষ্টিংসকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন কিন্তু বৃদ্ধ কান্তবাবু

স্বয়ং রাজোপাধি পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া তাঁহার পুত্রকে উক্ত পুরস্কার দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখের লিটারারী গেজেটে 'An Indian Jack Sheppard' নাম দিয়া রঙ্গলাল ১১ই জুন তারিখের 'প্রভাকরে' প্রকাশিত বিখ্যাত দস্যু সর্দ্দার গুরুচরণ মাঝির একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা লিটারারী গেজেটের সমস্ত সংখ্যাগুলি এখন পাওয়া যায় না, সুতরাং রঙ্গলালের লিখিত প্রবন্ধগুলির সম্পূর্ণ তালিকা বা সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা এক্ষণে সম্ভব নহে। তবে উক্ত পত্রে অতি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ সমূহই প্রকাশিত হইত এবং রঙ্গলালকে রিচার্ডসন উহার লেখক শ্রেণীভুক্ত করায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে রঙ্গলালের ইংরাজী প্রবন্ধাদি রচনা শক্তিও সামান্য ছিল না।

'এডুকেশন গেজেট।' ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই হইতে বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় 'এডুকেশন গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর "ভূদেব চরিতে" লিখিয়াছেন :—
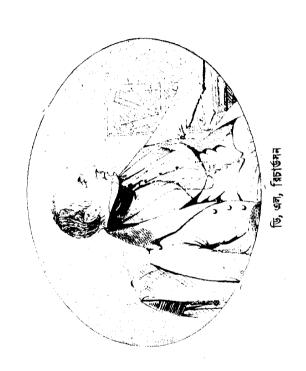
ডি, এল, রিচার্ডসন

"এই সময়ে 'ভাস্কর' নামে একখানি সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন সৎকার্য্য সম্বন্ধে অযথোচিত উক্তি প্রকাশিত হয়। প্র্যাট সাহেব উক্ত প্রবন্ধ ভূদেব বাবুকে পাঠ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'প্রবন্ধটিতে যে সকল কথা বলা হইয়াছে ঐ সকল কি ঠিক?' ভূদেব বাবু বলিলেন, 'না।' সাহেব বলিলেন, 'তবে দেখুন দেখি, এরূপ লেখা কতদূর অন্যায় হইয়াছে!" ভূদেব বাবু বলিলেন, 'লেখকের উহাতে দোষ নাই।' সাহেব বলিলেন, 'লেখা অন্যায় হইয়াছে, অথচ লেখকের দোষ নাই, সে কিরূপ কথা?' ভূদেব বাবু বলিলেন, 'গবর্ণমেণ্টের নীতি দেশীয়গণকে বুঝাইয়া দিবার কোন উপায় করা হয় নাই; সুতরাং দেশীয়গণ তৎসম্বন্ধে যখন যেরূপ আন্দাজী বুঝেন সেইরূপই বলিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণে ঠিক বুঝিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র দ্বারা সর্ব্বদা সকল কথাই সরলভাবে জানান উচিত।'

গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য একখানি বাঙ্গলা কাগজপ্রচার সম্বন্ধে ভূদেব বাবুর উল্লিখিতরূপ সুসঙ্গত প্রস্তাব প্র্যাট সাহেবের মনোমত হইল; তিনি উহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন এবং গবর্ণমেণ্টও উহা গ্রাহ্য
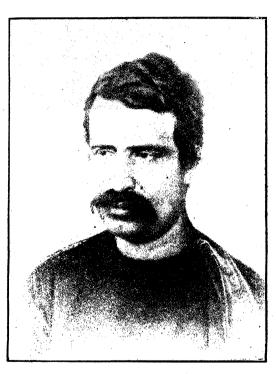
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই
(তরুণ বয়সে)

করিলেন। ইহা হইতেই সাপ্তাহিক এডুকেশন গেজেট সংবাদ পত্রের উৎপত্তি হইল (১৮৫৬)। প্র্যাট সাহেব ভূদেব বাবুকেই উহার সম্পাদক নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কাহাকেও যথার্থ রাজনৈতিক সংবাদ দিতে এবং ওরূপ পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করায়, রেভারেণ্ড স্মিথ সাহেব উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বার বৎসর পরে (১৮৬৮ ডিসেম্বর) এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব ভূদেব বাবুর হস্তে আসিলে, তাঁহার প্রস্তাবক্রমেই এডুকেশেন গেজেটের উৎপত্তি হওয়ার কথা স্মরণে তিনি তাঁহার সম্পাদিত প্রথম সংখ্যাতে উহাকে 'ঘরের ছেলে' বলিয়া অভিহিত করেন।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তদ্বিরচিত প্যারীচরণ সরকারের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন:—"বাঙ্গালা সিবিল সার্ব্বিস দল ভুক্ত হজ্‌সন্ প্র্যাট (Hodgson Pratt) সাহেবের প্রস্তাবে খৃষ্টীয় ১৮৫৬ অব্দের ৪ঠা জুলাই এডুকেশন গেজেট পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমাবস্থায় ঐ পত্র পরিচালনার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক দুইশত টাকা, পরে ২৭০৲

টাকা ব্যয় করিতেন। 'এডুকেশন গেজেট' ব্যতীত সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের আর একখানি নিজস্ব বাঙ্গালা কাগজ ছিল,—সেখানি বেঙ্গল গেজেট। এই উভয় পত্রেই সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত, কোনরূপ প্রবন্ধ বা অভিমত প্রকাশিত হইত না। এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা বা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের অভিমত যথাযথভাবে ব্যক্ত করে বঙ্গভাষায় এরূপ কোন সংবাদপত্রও তৎকালে ছিল না; অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। এই অভাব মোচনার্থে 'বেঙ্গল গেজেট' ও 'এডুকেশেন গেজেট' এই দুইখানি পত্রের মধ্যে একখানিকে গবর্ণমেণ্ট নিজের মুখপত্র স্বরূপ বাঙ্গালা পত্রে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এডুকেশন গেজেটই ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী সিদ্ধান্ত করেন, ও সেই মর্ম্মে ইং ১৮৬৩ সনের ৩১শে ডিসেম্বর এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ মন্তব্যে কিরূপ নিয়মে এডুকেশন গেজেট ভবিষ্যতে পরিচালিত হইবে তাহা লিপিবদ্ধ হয় ও ঐ পত্রের সম্পাদককে মাসিক সাহায্য স্বরূপ প্রদত্ত বেতন ২৭০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকায় পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং যাহাতে ঐ পত্রের সম্পাদক

গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ও অপরাপর বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণকে সাময়িক ঘটনাবলী যথাযথ ভাবে জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হয়েন তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। এমন কি, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ও ডিবিসনের কমিশনরগণও ঐ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্রের সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গ না রাখিয়া সম্পাদকের উপরই প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ও অন্যান্য বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণ করেন। ইং ১৮৬৪ সনের প্রারম্ভ কাল হইতেই এডুকেশন গেজেট পরিবর্দ্ধিত আকারে ও নূতন নিয়মে পরিচালিত হইতে লাগিল। ঐ সময় হইতে ইং ১৮৬৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত রেভারেণ্ড ওব্রায়েন স্মিথ (Rev. W. O'Brien Smith) নামক জনৈক খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ঐ পত্রের সম্পাদন ভার বহন করিয়াছিলেন। তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বেচ্ছায় ও সসম্মানে ঐ পদ ত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে এডুকেশন গেজেট গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করে নাই। পাদ্রী মহাশয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বা চেষ্টার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবী বাঙ্গালা কেহ বা পড়িবে এবং কেহ বা তাঁহার গবর্ণমেণ্টের পক্ষের

প্যারীচরণ সরকার

ওকালতী কথায় বেদবাক্য জ্ঞান করিবে। 'সোম-প্রকাশ' তখন বঙ্গীয় জনসাধারণের নেতা।

"এই সময়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন্‌ সাহেব প্যারীচরণকে ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক পদের প্রার্থী হইতে পরামর্শ দিলেন, এবং আবেদন মাত্র প্যারীবাবু ১৮৬৬ সালের ৩রা মার্চ্চ (বঙ্গীয় ১২৭২ সালের চৈত্র) হইতে ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন।"

উপরিধৃত বিবরণদ্বয়ে এডুকেশন গেজেটের প্রথমাবস্থায় তাহার উপর বিরুদ্ধ উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির আরোপ করা হইয়াছে। মুকুন্দবাবুর মতে গবর্ণমেণ্টের নীতি দেশবাসীকে বুঝাইবার জন্য পত্রখানি প্রবর্ত্তিত হয়, শেষোক্ত মতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের অবধারণ প্রকাশের পূর্ব্বে উহাতে কেবল সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত, কোনরূপ প্রবন্ধ বা অভিমত প্রকাশিত হইত না।

পত্রখানির প্রকৃত উদ্দেশ্য এই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই বোর্ড অব কণ্ট্রোলের তদানীন্তন সভাপতি স্যর চার্লস উড মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কোর্ট অব ডিরেক্টর্‌স্‌ তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-বিষয়ক পত্র বা ডেসপ্যাচ প্রেরণ করেন। উহা এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে

Magna Charta স্বরূপ। এই পত্রের নির্দ্দেশানুসারে শিক্ষা বিভাগ শাসন-যন্ত্রের একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে, মিঃ গর্ডন ইয়ং নামক একজন সিবিলিয়ানকে প্রথম শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। এই পত্রের নির্দ্দেশানুসারেই ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক রাজধানী সমূহে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, মধ্য বাঙ্গালা স্কুলসমূহ স্থাপিত হয় এবং বিদ্যালয় সমূহের সুপরিচালনের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। মিষ্টার গর্ডন ইয়ং যখন শিক্ষা-ধ্যক্ষ ছিলেন, তখন হজসন প্র্যাট নামক একজন উন্নত-চেতা সহৃদয় ইংরাজ সিবিলিয়ান দক্ষিণ বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকামী ছিলেন এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের মত বিস্তৃত প্রদেশে, উহার তৎকালীন অবস্থায়, বিদ্যালয় পরিচালকগণের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এই পত্র খানি প্র্যাট মহোদয়ের

প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে রাজ-নীতিক বিষয়ের আলোচনা থাকিবে না এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু উহাতে যে কেবল সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত, ইহাও সত্য নহে। রাজনীতি ব্যতীত অন্য বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধাদি উহাতে প্রকাশিত হইত। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' উক্ত পত্রের বিজ্ঞাপিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণিত আছে :—

The Education Department has started a weekly Bengallee paper under the title of the Education Gazette and Weekly Intelligencer. Its object is "to arouse an interest in something beyond the party quarrels and litigation which are the curse of native society in the interior, and to teach the people to find an interest in public affairs," and it is hoped to do this by excluding politics from the columns of the paper.

তখন য়ুরোপীয়গণের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণও

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা করিতেন এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাদিও প্রণয়ন করিতেন। রেভারেণ্ড ওব্রায়েন স্মিথ "আরব্য রজনী", "ইংলণ্ডের ইতিহাস" প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙ প্রবর্ত্তিত 'সত্যার্ণব' নামক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে বাঙ্গালা অনুবাদকের পদের সৃষ্টি হয় নাই এবং গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হইলে রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙ বা ওব্রায়েন স্মিথের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ওব্রায়েন স্মিথকেই নবপ্রবর্ত্তিত 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। বহু সংবাদপত্রের লেখক বা সম্পাদকরূপে রঙ্গলাল এই সময়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং রঙ্গলালকে যে স্মিথ সাহেব তাঁহার সহকারী রূপে গ্রহণ করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। রঙ্গলাল নামে স্মিথ সাহেবের সহকারী হইলেন বটে, কিন্তু তিনিই প্রকৃতপক্ষে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হইলেন। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত কৃষ্ণদাস পালের একটি প্রবন্ধ দৃষ্টে প্রতীত হয় যে রঙ্গলাল কেবল এডুকেশন গেজেটের প্রথম সম্পাদক ছিলেন না, তিনি উহার অন্যতম প্রবর্ত্তকও ছিলেন। ১৮৫৯

খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুদ্রিত পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদির যে বিবরণ গবর্ণমেণ্টের আদেশে সঙ্কলন করেন তাহাতে রঙ্গলালকে সম্পাদক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন :—

"The Govt. Education Dept. have issued during the last 4 years, a weekly newspaper the Education Gazette, edited by Rev. W. Smith and Babu Rangalal Banerjea, which has a circulation of 55o copies in different zillahs of Bengal. It gives advertisements of teachers wanted, educational notifications, epitome of general news, articles on popular science, biography and history. The correspondence department has called forth a host of moffussil contributors."

রঙ্গলাল পরে গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিয়াও এডুকেশন গেজেটের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং আমরা ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের প্রবন্ধাদি দৃষ্টে অবগত হই যে, তখনও তিনি উহার সম্পাদক ছিলেন।

এডুকেশন গেজেট সত্যার্ণব প্রেস হইতেই মুদ্রিত

রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ লঙ্‌

হইত। উহার আকার ফোলিও ৪ পৃষ্ঠা এবং বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র ছিল।

আমরা বহু অনুসন্ধানেও রঙ্গলাল সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের কোনও খণ্ড সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরেও উহা সংরক্ষিত হয় নাই। সুতরাং উহাতে প্রকাশিত রঙ্গলালের প্রবন্ধনিচয় সম্বন্ধে আমাদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির উপায় নাই। ১৯শে জুলাই তারিখের বেঙ্গল হরকরায় প্রথম সংখ্যার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছিল তাহাতে জানিতে পারা যায় যে উহাতে লর্ড ক্যানিংএর একটি সচিত্র জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"Mr Hodgson Pratt, Inspector of Schools for South Bengal, has started a weekly Bengalee paper under the title of the Education Gazette and Weekly Intelligencer. The first number contains a lithographic sketch of Lord Canning with a short history of his life."

২৫শে সেপ্টেম্বর (১৮৫৬) তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ঐ সময়ের এডুকেশেন গেজেটে প্রকাশিত বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকরচনা সম্বন্ধে উপদেশ পরিপূর্ণ একটি প্রস্তাবের

উল্লেখ ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদক প্রাতঃস্মরণীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রকটিত আছে :—

"The Education Gazette lays down the following rules for vernacular composition.'Employ familiar words to describe objects in books intended for children; use the English terms of science in scientific composition; use foreign terms already adopted in common conversation in describing things in common use." We readily give our adhesion to these rules. There is nothing more disgusting than the purism affected by some writers unless it be that affected by some speakers."

'ভেকমূষিকের যুদ্ধ।' গ্রীক্ সাহিত্যে Batrachomyomachia নামক একটী অতি প্রাচীন উপকাব্য আছে। গ্রন্থের নামের অর্থ 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ'। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন mock-heroic কাব্য আর নাই। পূর্ব্বে সকলের ধারণা ছিল যে উহা 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসী'র মহাকবি হোমারের রচিত,

কিন্তু এক্ষণে তাহা কেহ স্বীকার করেন না। উহা 'ঈলিয়াডে'র অনুকৃতি-কৌতুক মাত্র। পেন নাইট বলেন যে উক্ত কাব্য মধ্যে কুক্কুটের ধ্বনির উল্লেখ আছে, কিন্তু হোমারের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পরে গ্রীসে আনীত কুক্কুটের প্রাদুর্ভাব থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার কাব্যদ্বয়ে উহার উল্লেখ থাকিত। সুইডাস ও প্লুটার্ক পাইগ্রিস নামক একজন গ্রীসদেশীয় সুকবিকে উক্ত উপকাব্যের রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আলেকজাণ্ডার পোপ প্রভৃতির বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন কবিবন্ধু ডাক্তার টমাস পার্ণেল 'Battle of the Frogs and Mice' নামে ইংরাজী ভাষায় উক্ত গ্রীক কাব্যের একটি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন। ডাক্তার পার্ণেলের চরিতকার প্রসিদ্ধ কবি ও গদ্যলেখক অলিভার গোল্ডস্মিথ এই অনুবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The battle of the Frogs and Mice, is done as well as the subject would admit ; but there is a defect in the translation, which sinks it below the original and which it was impossible to remedy ; I mean the names of the combatants, which in the Greek bear a ridiculous

অলিভার গোল্ডস্মিথ

allusion to their natures, have no force to the English reader. Puff-cheek would sound odiously as a name for a frog, and yet Physiganthos does admirably well in the original."

রঙ্গলাল ধারাবাহিকভাবে 'এডুকেশন গেজেটে' তিন সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্যটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। রেভারেণ্ড ওব্রায়েন স্মিথ গ্রীক্ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং রঙ্গলাল সম্ভবতঃ তাঁহার নিকটেই ইতোমধ্যে গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। পার্ণেলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে তিনি বোধ হয় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মূল গ্রীক্ কাব্য অবলম্বনেই তাঁহার 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। রঙ্গলালের অনুবাদে গোল্ড-স্মিথ কর্ত্তৃক পার্ণেলের অনুবাদে লক্ষিত দোষ বর্ত্তমান নাই। ভাষার উপর রঙ্গলালের অসাধারণ অধিকার ও সংস্কৃত ভাষার অনুপম শব্দৈশ্বর্য্য ইহার প্রধান কারণ।

'ভেক মূষিকের যুদ্ধে' দুই পক্ষের বীরগণের নামোল্লেখ করিলে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। ভেকদিগের নাম—ফুল্ল-গণ্ড, পঙ্কিল, জলেশী, নিনাদক, পঙ্কজ, কল-স্বীক, বড়বড়িয়া, মৃণালাশী, সরঃপ্রিয়, শৈবালক,

বারিবিলাস, পঙ্ক-শায়ী, লগুনাশী, কর্দ্দমজ, নল-গামী, প্লুত-গতি, মেঘ-বল্লভ, কটকটিয়া।

মূষিকদিগের নাম :—শস্যহারী, পিষ্টকাশী, মধুলেহিনী, রম্ভাভোগী, ভোগ-বিলাস, ভাণ্ড-বিহারী, লেহন-সার, গর্ত্তপতি, ক্ষুরদন্ত, মোদক-চোর, তড়িদগতি, মঞ্চনিবাস, মহানস-প্রিয়, সূচীমুখ।

'ভেকমূষিকের যুদ্ধ' 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রঙ্গলাল উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। গ্রন্থের উপরিভাগে অনুবাদকের নাম ছিল না—গ্রন্থের নামের নিম্নে কেবল লিখিত ছিল

"এডুকেশন গেজেট হইতে সমুদ্ধৃত
কলিকাতা
সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল
১৮৫৮

এই পুস্তকের ভূমিকায় রঙ্গলাল যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধার যোগ্য :—

"এই উপকাব্য পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছিল। রচনা দৃষ্টে অনেকে কৌতুকানুভব

করিয়া গ্রন্থাকারে তদ্দর্শনের ইচ্ছা বিজ্ঞাপন করাতে তাঁহাদিগের অভিমত পালন করা যাইতেছে। ইউরোপীয় কবিকুলের পিতৃস্বরূপ আদি মহাকবি হোমর মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যের জনন প্রবাদ আছে, কিন্তু ঈলিয়ড ও অডেসি খ্যাত অনুপম মহাকাব্যদ্বয়ের জনয়িতা যে এরূপ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রণেতা হইবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তবে এই এক প্রবোধের পথ আছে যে, যে মহাসমুদ্র প্রবালমৌক্তিকাদি রত্ননিচয়ের ও তিমি তিমিঙ্গিলাদির আধান হইয়াছেন; সেই রত্নাকর শুক্তি শম্বূকাদি সামান্যতম জলজন্তু নিকরেরও আকর স্বরূপ। ফলত ভাবুকদিগের নিকট সাগরজ শুক্তি শম্বূকাদির চাকচিক্য এবং বিচিত্র রাগরঙ্গাদি সামান্যতর নয়নমনোহনুরঞ্জনকারী নহে। ভেক মুষিকের মূলকাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই তাহার মাধুর্য্য রসে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিয়া থাকিবেন। উপস্থিত মর্ম্মানুবাদ তাঁহাদিগের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ প্রস্তুত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্বছটার প্রতিবিম্ব, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত। অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবিত্ব এতদ্দেশীয় ভাষা-

সমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য্য, কিন্তু আমরা একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি না। মনুষ্যের মানসিক ভাব নিচয় সর্ব্বদেশে একই প্রকার, তবে দেশকালপাত্রভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা। ললিত নয়নের তুলনায় কোন দেশে ইন্দীবরের, কোন দেশে বা নর্গেসের, কোন দেশে বা নীলবর্ণ ক্ষীণবৃন্ত স্থূল-কুসুমান্তরের সাদৃশ্য উল্লেখ হয়, প্রত্যুত লালিত্যনিলয় নীললোচন দৃষ্টে সকল দেশীয় কবির মনে একই প্রকার ভাবোদয় হয় সন্দেহ নাই, তবে উপমিতি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োজক পদার্থ সর্ব্বদেশে একই প্রকার জন্মে না, এই নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিভেদ সম্ভূত হয়, কিন্তু যে পদার্থ সর্ব্বদেশেই বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন সাদৃশ্য জ্ঞাপক হইলে সর্ব্বদেশীয় কবিরাই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা 'মৃগলোচন' এই দৃষ্টান্ত কি ভারত-বর্ষীয়, কি পারস্য, কি ইউরোপীয়, ভিন্ন ভিন্ন সকল দেশের কবিরাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এক দেশের কবির ভাব যে অপর দেশের ভাষায় আকর্ষিত হইবার যোগ্য নহে একথায় আমরা কখনই সম্মত নহি। এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল, মূল, শাক, শস্যাদি স্বদেশীয় রুচি অনুসারে স্বদেশীয়

নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষণও আবশ্যক, এতাবতা, আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না ?"

"ভেক মুষিকের যুদ্ধ",—আমরা যতদূর অবগত আছি, বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম mock-heroic কাব্য, কারণ জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' কাব্যজগতে মাইকেলের আবির্ভাবের পর রচিত হইয়াছিল। রঙ্গলাল অনুবাদে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তাহার পরিচয় দিবার জন্য আমরা এই দুষ্প্রাপ্য কাব্য হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

উরগো কবিতা শক্তি তেজি দিব্যপুরী।
পুর গো আমার কাব্যে মোহন মাধুরী॥
বিবরিব বিগ্রহ বিষম বীর রসে।
ভুবন ভরিবে যত যোদ্ধৃগণ যশে॥
কিরূপে মুষিকগণ মাতি রণরঙ্গে।
করিল ভয়াল যুদ্ধ ভেক জাতি সঙ্গে॥
সে যুদ্ধ সামান্য নয় তুলনা কি তায়।
দেবতা দানবে যুদ্ধ উপমায় ছার॥

যাবৎ গগনে রবি হইবে উদিত।
তাবৎ সে কীর্ত্তি রবে জগতে বিদিত॥
একদা পড়িয়া ক্রূর বিড়ালের গ্রাসে।
পলায় মূষিক এক অনেক আয়াসে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ত্রাসে গতি খরতর।
স্বেদজল বহে দেহে তৃষায় কাতর॥
এক সরসীর তীরে করিয়া প্রয়াণ।
গোঁপ ডুবাইয়া মূষা করে জলপান॥
মূষিকে সম্বোধি এক ভদ্র ভেক তথা।
শির তুলি ঘোর স্বরে কহিতেছে কথা॥
"কে তুমি হে ভিন্ন দেশী জন্ম কোন্ কুলে?
ক্লান্ত হয়ে পড়ে কেন সরোবর কূলে?
যথা সত্য কথা কহ হইয়া নির্ভয়।
হে মূষিক নাহি দিও মিথ্যা পরিচয়॥
মিত্রতার যোগ্য হও, কর তাহা ভাই।
সুখ সরোবর মধ্যে এসো লয়ে যাই॥
প্রবেশি আমার পুরী আতিথ্য লইয়া।
বিদায় হইবে পরে সানন্দ হইয়া॥
রজত সন্নিভ এই হ্রদের উপর।
আমার প্রভুত্ব, আমি ভেকের ঈশ্বর॥
পঙ্কিলের বংশধর ফুল্লগণ্ড নাম।
জলেশী জননী, যাঁর যমুনায় ধাম॥

তথা মম পিতা সহ পরিণয় পরে।
আবির্ভূত হই আমি তাঁহার উদরে॥
তোমায় লক্ষণ সব দেখি বোধ হয়।
তুমি বীর হবে কোন রাজার তনয়॥
পরিচয় দিয়ে কর সংশয় বিচ্ছেদ।
শুনিয়া মুষিক তারে কহিতেছে ভেদ॥
"সুরনর কি বিহঙ্গ উড়ে যত দূর।
ততদূর মম নাম আছে ভরপুর॥
শুনহ, যদ্যপি নহে তব জ্ঞাতসার।
মহামহিম শ্রী, শস্যহারী নামামার॥
পিষ্টকাশী পিতা মম বীর শ্রেষ্ঠ তিনি।
তাঁহার গেহিনী সতী শ্রীমধুলেহিনী॥
গর্ত্তপতি মহামতি জনক তাঁহার।
মহারাজ সুতা মাতা মহা অধিকার॥
মনোহর মঞ্চোপরে জনম আমার।
পুষিলেন দিয়ে নানা সুমিষ্ট আহার॥
কহ কিসে বন্ধুতা হইবে তব সহ।
উভয়ের স্বভাবেতে একতা বিরহ॥
তব পুরী পরে খেলে তরল তরঙ্গ।
মনুষ্যের দিব্য খাদ্যে পুষ্ট মম অঙ্গ॥
কত যত্নে রুটী পিটা প্রস্তুত করিয়া।
লুকাইয়া রাখে নর হাঁড়িতে ভরিয়া॥

সুধার মাংসের বড়া, কোফ্তা কুরকেট।
ইলিসের ডিমভাজা রোহিতের পেট॥
সন্দেশ মিঠাই নানা মোরব্বা আচার।
ক্ষীর ছানা পনীর প্রভৃতি উপহার॥
দেবের দুর্ল্লভ ভোগ কত শত আর।
কত কষ্টে গুপ্ত করে ভয়েতে আমার॥
বৃথায় আয়াস, আর বৃথায় প্রয়াস।
তখনি আস্বাদ লই, হল্যে অভিলাষ॥
যেরূপ চতুর ইথে সেরূপ সংগ্রামে।
কত শত বীর কাঁপে শস্ত্রহারী নামে॥
রণে ভঙ্গ দিয়ে কভু যাই নাই ভেগে।
এক মনে এক ধ্যানে রণে যাই লেগে॥
আমার অপেক্ষা অতি দীর্ঘ দেহী নর।
কিন্তু আমি কখন করিনে তারে ডর॥
শয্যাপরে সুখ ভরে নিদ্রা যায় যবে।
চুপি সাড়ে গুড়ি গুড়ি যাই আমি তবে॥
কর পল্লবেতে কিম্বা পদাঙ্গুলি ধরি।
বসাইয়া দিয়ে দন্ত লহুজারী করি॥
এমনি চালাকি তায় আমার জাহের।
ঘুমাইয়া থাকে নর পায় নাকো টের॥
তথাপিও আমাদের শত্রু বহুতর।
তাহাদের অত্যাচারে সর্ব্বদা কাতর॥

বিড়াল পেচক এরা কালান্তের কাল।
থাবায় দাবায় সব ইন্দুরের পাল ॥
বিকল করেছে তাহে ফাঁদ আর কল।
দিন দিন জ্ঞাতি গোত্র মারে দল দল ॥
শব্দ নাই প্রাণ নাই স্তব্ধ ভাবে চলে।
লুকাইয়া থাকে যম খাদ্য রাখি কলে ॥
সবে বটে আমাদের ভয়ানক অরি।
সব চেয়ে বিড়াল শত্রুরে ভয় করি ॥
অন্ধকারে পলাইলে রক্ষা তবু নাই।
ঘোরতর আঁধারে ধরিয়া মারে ভাই ॥
সে যা হোক, জলজাত গাছড়া ভক্ষণে
জীবন ধারণ বল করিব কেমনে ॥
নয়ন না তৃপ্ত হবে দেখি লাল মুলা।
আর আর অনর্থক খাদ্য কতগুলা ॥
এ সকল ভেকদের খাদ্য প্রিয়তর।
অতিশয় ঘৃণা করে মুষিক নিকর ॥" ইত্যাদি

'হার্মিট্'-এর অনুবাদ। রঙ্গলাল বিদেশীয় সাহিত্য হইতে অমূল্য রত্নগুলি কিরূপে আহরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সময়ের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়নারায়ণ

সর্ব্বাধিকারী ও বহুবাজারস্থ অক্রূর দত্তের বংশোদ্ভব উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গোল্ডস্মিথের ও পার্ণেলের 'The Hermit' নামক কবিতাদ্বয়ের উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্ম পুরস্কার ঘোষণা করিলে রঙ্গলাল উভয়েরই প্রদত্ত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৬৫ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' দৃষ্টে এই সংবাদ অবগত হওয়া যায়। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিতা-দ্বয়ের অনুবাদ সাদরে প্রভাকরে প্রকাশিত করিয়া-ছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন—সেই দুইটি অনুবাদ "সর্ব্বতোভাবেই উত্তম হইয়াছে।"

বাস্তবিক সংস্কৃত, ইংরাজী ও অপর ভাষা হইতে রঙ্গলাল যে সকল অনুবাদ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সেগুলি আদৌ অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না, মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। কবিবর হেমচন্দ্র পরস্বকে নিজস্ব—'হেমস্ব'—করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র অনুবাদের মধ্যে মূলের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণভাবে অবতারিত করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। মধুসূদনের ন্যায় শক্তি-শালী কবিও প্রতীচ্যসাহিত্য হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষা সমৃদ্ধ করিবার সময় তাঁহার কবিতাকে হিন্দুপরিচ্ছদ দিলেও, সূক্ষ্মদর্শী রাজনারায়ণ বসুর ভাষায়,

"সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোটপাণ্টালুন দেখা যায়।" আমরা কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যের অনেকস্থলে ইংরাজী কাব্যের অনুসরণ, এমন কি ভাবানুবাদ দেখিতে পাই, কিন্তু সেই স্থান পাঠ কালে আদৌ ইংরাজী গন্ধ পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান ইহার প্রধান কারণ এই যে, হেমচন্দ্র অথবা মাইকেল অপেক্ষা রঙ্গলাল সংস্কৃত সাহিত্যে অধিকতর ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং অতি অল্প বয়স হইতে বাঙ্গালা কাব্য রচনার অভ্যাস করায় অবলীলাক্রমে স্বদেশীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রকার মনোভাব এরূপ সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে তাহাতে বিদেশীয় প্রভাব কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইত না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

'পদ্মিনী উপাখ্যান'

(১৮৫৮)

'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনার ইতিহাস। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভায় বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক আলোচনার পর রঙ্গলাল রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর ও কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ কাব্যানুরাগী মহোদয়গণের অনুরোধে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুরের স্বর্গারোহণের পর গ্রন্থরচনা পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের নিম্নে ১৯শে আষাঢ় ১২৬৫ বঙ্গাব্দ তারিখ মুদ্রিত আছে। কিন্তু ঐ সময়ের অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের সাময়িক পত্রে আমরা উক্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' আমরা সর্ব্বপ্রথম নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই—

"বিজ্ঞাপন। পদ্মিনী উপাখ্যান।

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বীর করুণা রসাশ্রিত উক্ত কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা চৌরঙ্গী সদর ষ্ট্রীট ১০নং ভবনে এডুকেশন গেজেট আফিসে তত্ত্ব করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। প্রদেশবাসি মহাশয়েরা উক্ত মূল্য ভিন্ন /০ আনা মূল্যের ডাক ষ্টাম্প পাঠাইবেন।"

এডুকেশন গেজেট যে সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত হইত, যে মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'ভেকমূষিকের যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়, সেই মুদ্রাযন্ত্রেই 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রথম মুদ্রিত হয়।

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ভূমিকায় রঙ্গলাল উহার রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক

স্বাচ্ছন্দ্য-বিরহ হয় সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন আমি উক্ত মহাশয় দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচার পাইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরম বন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন যথা—

আধুনিক যুবাজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম
এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবচ্ছ পত্র গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিত তৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্য নিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে তত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ

বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্ব্বাচন করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম। তদনন্তর উক্তোভয় মহাশয় অকালে পরলোক প্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসঙ্কল্প পরিহার করি। কিন্তু কালসহকারে ইহজগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্ত্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রতিভায় সন্তাপ তিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ন্মাসাতীত হইল পুনর্ব্বার পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্তিপরে শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড ডবল্যু ওব্রাএন স্মিথ তথা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জ্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি, তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাকুলর লিটরেচর সোসাইটী নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি।

কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনার প্রথমোদ্যোগ পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধি পক্ষে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। এবম্প্রকার বিষয়ের দোষগুণ প্রভৃতির পর্য্যবসান সুভাবুক পাঠকদিগের বিচারাধীন—তথাহি—

কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গিং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥"

রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ্ সঙ্কলিত বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে এদেশে মৌলিক গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দানের নিমিত্ত 'ভার্ণাকুলার লিটরেচার সোসাইটী' নানা বিষয়ে অন্যূন দুইশত পৃষ্ঠার মৌলিক গ্রন্থরচনার জন্য দুইশত টাকার কতকগুলি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই ঘোষণার ফলে দশখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সুশীলার উপাখ্যান' নামক একটি নীতিগর্ভ উপন্যাস এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত পদ্মিনী উপাখ্যান নামক রাজস্থানীয় ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত একটি কাব্য পুরস্কার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। রেভারেণ্ড লং গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "Both are admirable models."

মঙ্গলাচরণ। কবি এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কাব্য খানি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুরকে উপহার দিয়া তাঁহার যোগ্য কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। উৎসর্গ পত্রটী এইরূপ—

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল
বাহাদুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

মহাশয় আমার প্রতি বাল্যকালাবধি অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই উৎসাহ-তরু-সমাশ্রিত শ্রদ্ধালতাজাত সামান্য উপহার স্বরূপ এই কাব্য কুসুম ভবদীয় শ্রীচরণকমলান্তরালে সমর্পিত করিলাম।

খিদিরপুর — অনুগৃহীতভৃত্য
১৯শে আষাঢ় ১২৬৫ বঙ্গাব্দাঃ — শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় নির্ব্বাচন। বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রাণ জাতি এবং যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই এদেশে স্থায়ী হইয়াছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য সমূহ প্রাচীন পুরাণেতিহাস অবলম্বনে রচিত। রঙ্গলাল তাঁহার অভিনব কাব্যের বিষয় পুরাণাদি হইতে

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর

নির্ব্বাচিত না করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস হইতে গ্রহণ করিবার কারণ ভূমিকায় প্রদর্শন করা উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম ইহার কারণ কি?—এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐ সকল উপাখ্যান মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্য-প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধান কালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব,

ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে ভাবের আশু চিত্তাকর্ষক এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত করিলাম।"

কাব্যের আদর্শ। যে সময়ে 'ঘৃণিত উলঙ্গ আদি-রসের কবিতায়' বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত, সেই সময়ে অভিনব আদর্শে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রণয়ন করত, রঙ্গলাল বাঙ্গালীকে 'বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতি-রসে প্রবৃত্তি' দান করিতে অগ্রসর হইয়া কাব্যের লক্ষ্য ও আদর্শ এবং তৎপাঠের ফল সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন; সেই জন্য তিনি বিশদভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"এই ক্ষণে, কাব্য কি?—এবং তদালোচনার ফল কি?—এই দুই সুকঠিন প্রশ্নের মীমাংসা-কল্পে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে, যেহেতু তদুভয় বিষয়ে এতদ্দেশীয় অনেক লোকের ভ্রম আছে। মিত্রাক্ষরে এবং মিতাক্ষরে রচিত, যতি-সমন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে ভূষিত পদবিন্যাস

করিলেই তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, যথা 'কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।' এই স্বল্প বাক্যে কবিতাকলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহদ্গ্রন্থ বিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত, কাব্য মানসিক ধ্যান-ধৃতি রূপ পুষ্পবাটিকাস্থ অশেষবিধ ভাব-কুসুমের সৌরভ মাত্র, সেই সুগন্ধ-ভার প্রবহণে কবিদিগের মলয়ানিলবৎ রচনা-শক্তিই পটুতর। কবিতার অসাধারণ শক্তি, মনুষ্যের মনে সর্ব্বপ্রকার রসোদ্দীপনে ইহার মহীয়সী ক্ষমতা, শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক রসোৎপত্তির এক একটা নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাকে সকল রসের নিদান কহা যাইতে পারে; মোহের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত মনুষ্যের অশ্রুপাত হইতেছে,—হাস্যের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত জন-সমাজে হাস্যার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে,—বীভৎসের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্য-পাঠক বা শ্রোতার মুখ-ভঙ্গীতে তাহা প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

"কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্ত-প্রায় মানসিক-বৃত্তি-চয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে এই এক

রীতি ছিল, তাঁহারা বিগ্রহ-ব্যসনাদি সমুদায় উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য্য রাখিতেন। কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য বীর্য্য গুণসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান করিতেন। তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মানসে বীর, শান্তি, রৌদ্র প্রভৃতি ভাব সকলের সমুদ্ভাবে বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবিদিগের অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎস স্বরূপ, তাহাতে যেরূপ সামান্যরূপ শব্দ করিলেই ধারা নির্গত হয়, কবিদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে ভাবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

"কবিতার আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্ম সকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে। প্রকৃত কবি ব্যক্তি কোন ইতর কার্য্যকরণে বাধিত হইলে তাঁহার আর মর্ম্মপীড়ার সীমা থাকে না। কবিতার অপর এক গুণ এই তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয় ভোগাসক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্ব্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে, যে, জাগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্ম্মল নিত্যসুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে।

কবিতা এক প্রকার ধর্ম্ম বিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ম্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতীস্বরূপ ধর্ম্মের ক্রম-প্রদর্শনপুর্ব্বক তৎকর্ত্তার সত্তা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা মনুষ্যের নিকট ঐশিক-ক্রিয়া প্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করি, তথাহি,—

তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থ-ভাব ধরে॥
উপদেশ দান করে পাষাণ সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্ফল॥

"অপিতু মনোজ্ঞ ভাবাভরণে মনুষ্য মনোভূষণকারিণী ও হৃদয়-পদ্মে ঔদার্য্যাদি সত্ত্বগুণরূপ মধুসঞ্চারিণী এই চমৎকারিণী বিদ্যা মনুষ্যকে ইতর এবং স্বার্থপর চিন্তাচক্র হইতে যেরূপ দুরান্তরিত রাখে, এমত আর কিছুতেই রাখিতে পারে না। কোন জ্ঞানিপ্রবর কহেন,—'কবি-দিগের মর্য্যাদাকল্পে বক্তব্য এই যে আমি তাঁহাদিগকে কস্মিন্‌কালে অতিশয় লালসাপরবশ বা জঘন্যরূপ কার্পণ্য দোষাশ্রিত দেখি নাই। অন্যান্য শ্রেণীর লোকাপেক্ষা

তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এমত সুপ্রশস্ত যে, তাহার সহিত পরমেশ্বর এবং দিব্যলোকের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত বলা যাইতে পারে।'

"বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তি সমূহের পরিচালনা-জনিত সুখসম্ভোগে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আমোদে অবকাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

'ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে অরুচি উদয়।
দুর্ব্বল নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ বয়॥
যেই চারু সুখে পুনঃ পূর্ণ তাহা হয়।
সেই মনোহর সুখ অবগত নয়॥'

"অপিচ কেবল মাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করণের শিক্ষা প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্য বিহীন, অতএব চিন্তাকিরণ করণক ভাবকুসুম প্রফুল্লকারি পরম গৌরবভাজন কলাকলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞান বিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের ঔৎকর্ষ্য সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলাকলাপের আবশ্যকতা। প্রত্যুত, উভয়বিধ পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি

সম্পাদন অতি কর্ত্তব্য। বিজ্ঞানদ্বারা আকাশবিহারী জ্যোতির্গণের যেরূপ পরিধি পরিমাণ ও সংখ্যাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা সেইরূপ তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় শোভা সৌন্দর্য্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বকে অপরূপ শোভা সৌদৃশ্যে আবৃত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে তত্তাবতের পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রতিভা পুঞ্জের রসজ্ঞ হইতে যে নিষেধ করিয়াছেন. এমত কথা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর কিরূপ নিয়মে ইহজগৎকে সৌন্দর্য্যরসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্ব্বক অনুভূত করুন। যাঁহারা তদ্রূপ অধ্যয়ন দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখের পরিসীমা নাই। এমত সকল ব্যক্তি সংসারের ইতর চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জনমণ্ডলীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক সামান্য শোভাবলোকনে অত্যন্ত পুলকিত হন ;—

সামান্য কুসুম কলি কন্দরে কলিত।
সামান্য বিহঙ্গ নাদ পবনে চলিত॥
সাধারণ সূর্য্য, আর সমীর, আকাশ।
তাঁহার নিকটে যেন স্বর্গের প্রকাশ॥"

রঙ্গলাল লিখিয়াছেন, উপরি উদ্ধৃত পরিচ্ছেদের কিয়-দংশ 'এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবর্দ্ধনেচ্ছুক কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাশয়ের উক্তি অনুসারে' লিখিত। যাঁহার নিকট কবি এই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয়—নব্যবাঙ্গালার যুগপ্রবর্ত্তকগণের শিক্ষাগুরু – ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন। ইঁহারই Literary Recreations নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'Poetry and Utilitarianism' নামক অতীব হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধের কিয়দংশ রঙ্গলাল প্রায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঙ্গলালের অনুবাদ কোথাও অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। এমন কি রিচার্ড-সনের প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরাজী শ্লোকগুলির অনুবাদ অনেকে রঙ্গলালের স্বরচিত শ্লোক বলিয়া অনুমান করেন। অথচ, উহার মূল

'Find tongues in trees,
books in the running brooks,
Sermons in stones,
and good in everything.'

কিংবা,

'The meanest floweret of the vale,
The simplest note that swells the gale ;

The common sun, the air, the skies,

To him are opening paradise."

বাঙ্গালায় অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে।

আখ্যান বস্তু। মধ্য ভারতের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট মনীষী কর্ণেল টডের অপরিসীম অধ্যবসায়ের ফলে রাজস্থানের যে পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া ভারতবাসী তাহার অতীত গৌরব কাহিনীর পরিচয় পাইয়াছে। আজ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট পদ্মিনীর উপাখ্যান সুবিদিত। কিন্তু বঙ্গভাষায় 'রাজস্থানের' অনুবাদের বহুপূর্ব্বে যিনি মনোহর ও অনিন্দ্যসুন্দর কাব্যে 'পদ্মিনী'কে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্য অবলম্বন করিয়া আমরা সেই সতীরাণীর পুণ্যকাহিনী আর একবার স্মরণ করিলে ক্ষতি কি?

সূচনা—কোনও নবীন পর্য্যটক ভারতের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া 'বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়' সেই রাজ-পুত্তানায় উপনীত হইলেন এবং তত্রত্য নানা প্রসিদ্ধ নগরী সন্দর্শন করত চিতোর নগরে প্রবেশ করিয়া উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন—

কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হতেছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানুকরে করে অনিবার॥

কিন্তু চিতোর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত 'মলিনতা-মেঘজালে' জড়িত হইল—

মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন।
যে দিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম-প্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধি-বিধায়িনী॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী॥
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল?
সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক্ কাল॥

*　　*　　*　　*

কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হাস্য মহোৎসব?
তেজোহীন জনগণ, যেন সব শব॥

পরে পথিক এক সরোবর কূলে আসিয়া তন্মধ্যস্থ পাষাণ-

নির্ম্মিত এক চারু দ্বীপে একটি প্রাচীন পুরীর ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করিয়া তাহার বিবরণ জানিতে সমুৎসুক হইলেন। এই সময়ে সরোবর কূলে স্নানাশয়ে আগত এক প্রাচীন ব্রাহ্মণকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি প্রাসাদের অধিকারিণী পদ্মিনীর এই করুণরসাত্মিকা কাহিনী বিবৃত করিলেন ;—

পদ্মিনী বর্ণন—চৌহান-কুলোদ্ভব সিংহল-নৃপতি হামির শঙ্খের কন্যা পদ্মিনী রূপে অতুলনা ছিলেন। তিনি যোগ্য পতি পাইয়াছিলেন, কারণ

'যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার,
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চিৎকার।'

পদ্মিনীর স্বামী রাজকুলচক্রবর্ত্তী ভীমসিংহ—

'ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্রসম, রূপে সহদেবোপম
বীর্য্যে পার্থ বিক্রমেতে ভীম।'

লক্ষ্মণসিংহ অপ্রাপ্তব্যবহার বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহই তখন রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। পদ্মিনীর প্রকৃতির কথা কি বলিব :—

পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা
আবির্ভূর্তা হৃদ্ পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর-পরশনে॥

তাঁহার রূপেরই বা কি বর্ণনা করিব?—'বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে'.—

কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতি সুখ লভে মনোলোভা?
কষিত কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল!
কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গজ মুক্তাফল রাজি,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল?

চিতোর আক্রমণ—পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া যবন সম্রাট্ আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বহু সৈন্য লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন।

বিগ্রহ ও মন্ত্রণা—বহুদিন ব্যাপিয়া যবন ও রাজপুতে যুদ্ধ হইল কিন্তু অভেদ্য দুর্গম চিতোর দুর্গ বিজিত হইল না। মহামারী ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অবশেষে আলাউদ্দীন সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন, পদ্মিনীকে একবার মাত্র দেখিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই প্রস্তাবে ভীমসিংহ ক্রোধে ও অপমানে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু নিরুপায় অবস্থা ভাবিয়াও বিষণ্ণ হইলেন।

রাজদম্পতীর কথোপকথন—পদ্মিনী তাঁহার স্বামীর ম্লান মুখ দেখিয়া বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীর বিপদের, দেশের বিপদের—কারণ কি? পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপই কি তাহার কারণ? কিন্তু সতীর নিকট নিজের স্বতন্ত্র সত্তার মূল্য কোথায়? তাই তিনি বলিতেছেন—

যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয়,
ঘরণী হতো এ দাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন
করিত কি হেথা আসি?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয়?
ধনি কণ্ঠ হারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয়।

ভীমসিংহ আলাউদ্দীনের প্রস্তাবের কথা জ্ঞাত করাইলে পদ্মিনী পরামর্শ দিলেন

সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়,
হবে তবে কুলে কালি।
দেখুক দর্পণে, ছায়া দরশনে,
বংশেতে রবে না গালি।

ভীমসিংহ এই পরামর্শানুযায়ী উত্তর লিখিয়া যবনরাজকে প্রেরণ করিলেন।

পদ্মিনী প্রদর্শন। আলাউদ্দীন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং দর্পণে 'সহচরী তারা মাঝে, অকলঙ্ক শশী সাজে' পদ্মিনীকে দেখিলেন, এবং তাঁহাকে যে কোন প্রকারে লাভ করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন।

ভীমসিংহের বন্ধন দশা। রাজনীতিক নিয়ম রক্ষার জন্য ভীমসিংহ আলাউদ্দীনের সঙ্গে শত্রু শিবিরে গেলেন কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ যবন সম্রাট অন্যায় করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, পদ্মিনীকে না দিলে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করা হইবে এবং চিতোর নগরী ধ্বংস করা হইবে।

যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে ভয়ে লাজে খেদে থরথর কায়॥

অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায়॥
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে।
অনল প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে?
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদরূপে হইল উদয়॥
শীতার্ত্তের প্রায় ঘন কাঁপে কলেবর।
নয়নেতে জ্বলে কিন্তু কৃশানু প্রখর॥
যথা উচ্চ গিরিবরে শোভা মনোহর।
নীচে হয় হিমবৃষ্টি উর্দ্ধে ভানুকর॥
অথবা আগ্নেয় গিরি স্বরূপ লক্ষণ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম বরিষণ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইলে প্রবল।
সঘনে চঞ্চল করে অচল অচল॥
উগরয় অবশেষে অগ্নি রাশি রাশি।
একেবারে সমুদায় যায় তায় নাশি॥
সেরূপে নৃপতি বর্ষে বাক্য হুতাশন।
স্তব্ধপ্রায় হইল সভাস্থ যতজন॥

ভীমসিংহের পুরুষোচিত তেজঃপূর্ণ উত্তর শুনিয়া আলা-উদ্দিন জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন সপ্তাহ মধ্যে পদ্মিনী তাঁহার নিকটে না আসিলে তিনি ভীমসিংহের প্রাণনাশ,

চিতোর নগরী ধ্বংস ও হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু নারী-গণকে ভ্রষ্ট করিবেন।

রাণীর আর্ত্তনাদ। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পদ্মিনী শোক সাগরে ভাসমানা হইলেন।

ধৈর্য্যধারণ। কিন্তু শীঘ্রই তিনি শোক সম্বরণ করিলেন—'ধীরা ধর্ম্মবতী যেই, তাহার লক্ষণ এই, ধৈর্য্য ধরে বিপদ সময়।'

রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি,
কিছুকাল শোকাচ্ছন্ন মনা।
নীরদ বিগতে রবি, যেরূপ প্রখর ছবি,
সেইরূপ নৃপতি-ললনা॥
বিষাদ বারিদ রাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি,
ঘনাচ্ছন্ন মানস তপন।
অশ্রু পথে হলে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস সৃষ্টি,
আর ভানু থাকে কি গোপন?

তিনি ছলে পতির উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যবন রাজকে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার আজ্ঞাধীনা হইবেন কিন্তু তাঁহার পদগৌরবের উপযুক্ত আড়ম্বরে যবন-শিবিরে যাইবেন—তাঁহার সঙ্গে শিবিকা-রোহণে সহস্র দাসী যাইবে। প্রথমে ভীমসিংহের নিকট

শেষ বিদায় লইয়া তিনি পরে যবন-রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

শিবিরে গমন। আলাউদ্দীন আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, ভীমসিংহকে পদ্মিনীর পত্র দেখাইয়া বলিলেন

'অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়।—

যে পদ্মিনীর জন্য তুমি এত যাতনা সহিতেছ তাহার সতীত্ব কিরূপ দেখ। ভীমসিংহ পত্র দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীর প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন।

ভীমসিংহের পরিত্রাণ। মূর্চ্ছা অপনোদনের পর ভীমসিংহ মনে মনে ভাবিলেন নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী সতী পদ্মিনী তাঁহার উদ্ধারের জন্য কোনও কৌশল করিয়াছেন। এদিকে পদ্মিনী শিবিকায় সহস্র বীরকে নারীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করাইয়া শিবিকায় আরোহণ করাইলেন, এবং অপর সৈন্যগণকে বাহকের ছদ্মবেশ ধারণ করাইলেন। অতঃপর স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর ন্যায় তাহাদিগকে লইয়া যবন শিবিরে গেলেন। তদনন্তর কারাগার হইতে ভীমসিংহকে উদ্ধার করিয়া উভয়ে দ্রুতগামী অশ্বে চিতোর দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঘোরতর যুদ্ধ। এদিকে পদ্মিনীর আগমনে বিলম্ব দেখিয়া আলাউদ্দীন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সৈন্যগণকে শিবিকারোহিণীদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আদেশ দিলেন। তখন সহস্র রাজপুত বীর গর্জ্জিয়া উঠিল। রাজপুত পাঠানে তুমুল যুদ্ধ হইল।

বাদসাহের সমর বিজয়। কিন্তু পাঠানগণ সংখ্যায় অনেক। লোকবলই প্রধান বল। তাহারা জয়ী হইল।

বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তৃণদল বাঁধে তার অঙ্গ।
সুরাসুর এক মতে, মন্দরে সাগর মথে,
রজ্জু যাহে বাসুকী ভুজঙ্গ॥
একতায় হিন্দু রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?

রাজপুতগণ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইল। চিতোরের প্রধান সেনাপতি গোরা 'বিনাশি সহস্র অরি, খর শর শয্যা করি, ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ।' তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক বালক বাদল অপূর্ব্ব বীরত্বের

সহিত যুদ্ধ করিয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল। কাতরা জননীকে প্রবোধ দিয়া বলিল

রণে যেই ত্যজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান,
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ দশ,
কভু তার নাহি অবসান॥"

গোরার বীরপত্নী স্বামীর বীরত্বের কথা শ্রবণানন্তর 'আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চল মতি' বলিয়া অবিলম্বে চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

পুনর্যুদ্ধ ও দৈববাণী। যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্যনাশ হওয়ায় দিল্লীপতি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এক বৎসর পরে বহুসৈন্য পরিবৃত হইয়া পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। ভীমসিংহ মহা বিপদ গণিলেন। তাঁহার চিন্তার বিরাম নাই। একদিন তিনি দেখিলেন কালীমাতা সশরীরে আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন যে তিনি ক্ষুধায় কাতর, তাঁহার একাদশ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া একে একে যুদ্ধে আহুতি দিতে হইবে। ভীমসিংহ এই শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছান্তে অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিলে তাঁহারা বলিলেন,—

হয় হেন অনুভাব, চণ্ডিকার আবির্ভাব,
প্রকৃত ঘটনা কিছু নয়।
বিষম বিপদ কালে, চিন্তারূপ মেঘজালে,
জড়িত বিজ্ঞান বিভাকর॥
অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
অচেতন ইন্দ্রিয়-নিকর॥
জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষে মিথ্যা-দৃষ্টি-যোগ,
শ্রুতি-পথে মিথ্যা স্বর বাদে।
মিথ্যা ভয়ে চিন্তাকুল, বাতুলের সমতুল,
হয়ে লোক কভু হাসে কাঁদে॥

তবে যদি সভার সাক্ষাতে এইরূপ আদেশ হয়, তাহা হইলে যথাকর্ত্তব্য করা যাইবে।

পুত্রগণের সহিত পরামর্শ। তখন শূন্যে দৈববাণী হইল। দেবীর কথায় অবিশ্বাস করিবার জন্য চিতোরের সর্ব্বনাশ হইল। চারিদিকে অমঙ্গল চিহ্ন দেখা গেল। ভীমসিংহ পুত্রগণের সহিত সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন।

চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতীয় ধর্ম্ম রুধির তর্পণে॥
কুলধর্ম্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?

অমরসিংহের যুদ্ধ—প্রথমে ভীমসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে গেলেন; অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন—'কোটি কোটি তারা মাঝে মৃগাঙ্কের প্রভাব যেমন'।—'কিন্তু সে পাঠান সেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান', সহস্র সৈন্য লইয়া কি যুদ্ধ জয় সম্ভব?

'যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী উপর॥'

সেইরূপ অমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ।

এইরূপে একে একে ভীমসিংহের দশ পুত্র যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বিশেষ প্রার্থনা সত্ত্বেও ভীমসিংহ তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না, স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিলেন এবং সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিলেন।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য।

ভীমসিংহ সৈন্যগণকে নিম্নপ্রকার উৎসাহবাক্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন:—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ সুখ তায়॥

*　*　*　*　*

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, দেশের উদ্ধার॥

*　*　*　*　*

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, তুল্য তার নাই॥

পদ্মিনী স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ।

অতঃপর ভীমসিংহ পদ্মিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। পদ্মিনী স্বামীকে যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দিলেন এবং সহচরীদিগের সহিত জহরব্রত উদ্‌যাপনে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন জানাইলেন।

অগ্নিপ্রবেশ। যে গিরিগুহায় পদ্মিনী অনলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, চাহিয়া দেখ। এই স্থানে পদ্মিনী সহস্র সহস্র সঙ্গিনীসহ চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ বাক্য

এই স্থানে পদ্মিনী তাঁহার সহচরীগণকে উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত করিয়া বলেন

"এসো এসো সহচরীগণ, এসো সহচরীগণ!
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥
ধর সবে মনোহর বেশ, বাঁধ বিনাইয়ে কেশ;
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি! আজিরে সুদিন, ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন;
শুধিব জীবন দানে পতিপ্রেম ঋণ ॥
আজ অতি সুখের দিবস, পাব সুখ মোক্ষ যশ;
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ॥
পরিণয় প্রমোদ উৎসবে, ভেবে দেখ দেখি সবে;
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিত তবে?
সবে এবে চললো বালিকা, যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দ দাতা জানে কি কলিকা?
সকলেতে জেনেছ এখন, পতি অতি প্রাণধন;
যার জন্য যুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে, এই ছার কলেবরে;
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই কোনরূপে রক্ষা নাই,
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার, যার পর নাহি আর;
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এস লো সকলে, গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে ॥

স্তোত্র। অতঃপর রাজপুত রমণীগণ দিবাকরের স্তব করিয়া চিতাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ভীমসিংহ রণক্ষেত্র হইতে চিতার অগ্নিশিখা দেখিয়া বুঝিলেন সব শেষ হইয়াছে—ভীষণ বিক্রমে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন।

চিতোরাধিকার। যবনগণ জনশূন্য চিতোর অধিকার করিল, দেবালয় সমূহ ধ্বংস করিল, ধনরত্ন লুঠিয়া লইল, কেবল বাদশাহের আদেশে,—

পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর
নষ্ট না করিল দুষ্ট দল।
হের হে পথিক জন, অদ্যাপি সে সুশোভন
অট্টালিকা আছে বর্ত্তমান।*
সরসীর গর্ভ থেকে, নীরদে মস্তক ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ॥

---

* গ্রন্থের পাদটীকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন, "পদ্মিনীর প্রাসাদের প্রতিরূপ টড সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদিগের নিতান্ত মানস ছিল, তাহা এই সঙ্গে প্রদান করিব, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না।"—সত্তর বৎসর পরে তাঁহার জীবন চরিত বিষয়ক এই প্রস্তাবে আমরা পদ্মিনীর প্রাসাদের বর্ত্তমান অবস্থার একটি চিত্র প্রকটিত করিয়া কবির স্বর্গগত আত্মার আংশিক পরিতৃপ্তিসাধন করিলাম।
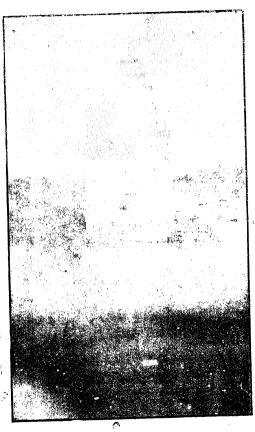
পদ্মিনীর প্রাসাদ

'পদ্মিনী' সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অভিপ্রায়।—পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইলে পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা করেন। উহাতে তিনি কাব্যের দোষগুণ সমপক্ষপাতিত্ব সহকারে বিচার করিয়াছিলেন। এই জন্য এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এক্ষণে সহজলভ্য নহে বলিয়া, আমরা সেই সুন্দর সমালোচনাটি এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমরা শ্রুত আছি, একদা অপরাহ্নে শরৎকালের মনোহর বায়ু সেবনার্থে তিন জন বিজয়ানুরক্ত নাগরিক প্রিয় বিজয়ার ধূমে আঘূর্ণিত-নয়নে পথভ্রমণ করিতেছিল, ইত্যবসরে পথিমধ্যে একখানি শারদীয়া প্রতিমা দৃষ্টিগোচর হইল। পীতধূমের মাহাত্ম্যেই নাগরিকদিগের কবিতাশক্তি প্রকৃষ্টরূপে উদ্ভূতা ছিল, মহিষ-মর্দ্দিনীর অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে তাহা একেবারে উচ্ছ্বসিতা হইলে এক নাগরিক কহিলেন, "সখে, আইস, আমরা একটা কবিতা রচনা করি?" দ্বিতীয় নাগরিক তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, "ভাই, তিন জনে তিন চরণ রচনা করিয়া কবিতা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।" এই পণ স্থির হইলে প্রথম নাগরিক বিশেষ প্রযত্নে প্রথম চরণ রচনা করত কহিলেন, 'ওমা ভবের

ভবানী’। দ্বিতীয় নাগরিক ভবানীর অনুপ্রাস রক্ষা করা কঠিন বোধে কহিলেন, ‘দূর্ মূর্খ, নীর মীল কর্লি ?’ পরে অনেক কষ্টে অনুপ্রাস সিদ্ধ করিয়া কহিলেন, ‘কি শোভা সিগীর পীঠে চড়ানী’। এই প্রকারে দুই নীর অনুপ্রাস সাঙ্গ হইলে তৃতীয় নাগরিক মহাক্রোধে কহিলেন, ‘রে হতভাগা ! সমস্ত নীর মীল শেষ কর্লি ?’ এবং মানসিক সকল বৃত্তির পরিশ্রমে অনেক শিরোবেদনা ও ঘর্ম্মের পর নীর অনুপ্রাস-বিশিষ্ট তৃতীয় পদ পূর্ণ করিলেন, যথা ; ‘ওমা সাপকে দিয়া চোরাকে কামড়ানী।” অধুনা কোন নূতন পদ্যগ্রন্থ দেখিলেই আমাদিগের মনে এই নীর মীলের উপাখ্যান স্মরণ হয় ; যেহেতু যে কোন নব্য গ্রন্থ গ্রহণ করা যায় তাহাই অর্থ ও ভাব বিহীন অকিঞ্চিৎকর অনুপ্রাস পরিপূর্ণ দেখা যায়। এই নিমিত্ত নব্য বাঙ্গালী-পদ্য দেখিলেই আমরা নীর মীলের আশঙ্কায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। সম্প্রতি কোন কাব্য-প্রিয় বন্ধুর অনুরোধে ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ নামা একখানি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিতে আমাদিগের সে আশঙ্কার সমাধা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কবি বটে সন্দেহ নাই। তিনি আধুনিক কাব্যাভিমানিদিগের ন্যায় কএক শব্দালঙ্কারকেই

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কবিত্ব স্বীকার করেন না। ভাব ও অর্থই তাঁহার পূজ্য, এবং ঐ দেবসেবায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সদ্ভাবের আকর, এবং সেই ভাবসকল মনোহর ভঙ্গীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই শুভ ঘটনার পক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাখ্যানের সৌন্দর্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন মানিতে হইবে। ভীমসিংহ-গেহিনী সুবিখ্যাতা পদ্মিনীর ন্যায় শৌর্য্য-গুণসম্পন্না পতিপ্রাণা রূপলাবণ্যবতী রমণী পতিব্রতাদিগের ইতিহাসমধ্যেই সমধিক প্রাপ্যা নহে। শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী পতিভক্তির অনুরাগে রামায়ণকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, পদ্মিনীর সতীত্ব-মাহাত্ম্য তাহা হইতে খর্ব্ব নহে। সাধ্বী স্ত্রীদিগের অনুকীর্ত্তন সময়ে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠা মধ্যে গণ্যা হইবেন। তদ্‌গুণ কথনে যে গ্রন্থের সাফল্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি? পরন্তু এ কথা কহিয়া আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণগরিমা খর্ব্ব করিতে মানস করি না। তিনি টড সাহেবকৃত ইংরাজী গ্রন্থের কএক পৃষ্ঠা হইতে সুদীর্ঘ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রচনাশক্তির প্রশংসা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপর ঐ রচনা যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও সুললিত ভাষায় বিকশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

সর ওয়াল্‌টার স্কট্‌ নামা সুবিখ্যাত ইংরাজি কবি তাঁহার কাব্য সকলের আরম্ভে এক জন বন্দীকে কোন গৃহস্থের বাটিতে আনাইয়া তাহার মুখ হইতে আপন কাব্য সুব্যক্ত করেন। এই প্রকারে পুনরাবৃত্ত কথনে অনায়াসে পাঠকের মনোহরণ হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ দৃষ্টান্তের অনুসারে কোন সরোবর তীরে এক নবীন ভাবুকের নিকট জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখ হইতে পদ্মিনীর উপাখ্যান নিঃসৃত করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ অনুকরণের কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে। ওয়াল্‌টার স্কট্‌ সাহেবের গায়ক গৃহস্থের বাটীতে আহ্নিক সমাপন করিয়া সন্তৃপ্ত মনে হার্প যন্ত্র সাহায্যে আখ্যায়িকা করিতে আরম্ভ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণ তৈলাক্ত দেহে ও নক্তক স্কন্ধে 'স্নানাশয়ে জলাশয়ে' আসিয়া অকৃতাহ্নিকাবস্থায় শতাধিক পৃষ্ঠা আখ্যান অনুকীর্ত্তন করেন ইহাতে কদাপি মনঃপ্রীতি জন্মে না। জঠরাগ্নির বিরুদ্ধে কালিদাসের কবিতাও রুচি-প্রদায়িনী নহে। ভগবান্‌ বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন যে রণক্ষেত্রস্থ যুদ্ধোন্মুখ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবদ্গীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দৃষ্টান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে কাব্যের অনুরোধে অকৃতাহ্নিক থাকা প্রিয়কল্প বোধ হয় না। পরন্তু কল্পিত

ব্রাহ্মণের ক্লেশে পাঠক মহাশয়দিগের অপরাহ্লে উক্ত গ্রন্থালোচনায় কোন মতে রসের হানি হইবেক না।

কবিদিগের এক প্রধান লক্ষণই এই যে সদ্ভাবকে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেন। ঐ ভঙ্গী সিদ্ধ করিতে কদাপি অর্থের কৌশল এবং কদাপি শব্দের কৌশল অবলম্বিত হয়। সাহিত্যকারেরা এই কৌশলদ্বয়কে অলঙ্কার শব্দে অভিধান করেন, সুতরাং অলঙ্কার দুই প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কবিরা অর্থালঙ্কারকেই শ্রেষ্ঠ মানিতেন, এবং তাহার প্রয়োগেও তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ ছিলেন। আধুনিক কবিরা তাহার বিনিময়ে শব্দালঙ্কারের অনুরাগী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রাস-যমকের সাহায্যে মনের পরিবর্ত্তে কর্ণের বিনোদ অধিক হয়। সহৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ প্রথা কোন মতে আদরণীয় নহে, এই প্রযুক্ত তাঁহারা প্রাচীন কাব্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা উল্লিখিত করা বাহুল্য যে শব্দালঙ্কার সাবধানে স্থান বিশেষে প্রযুক্ত হইলে অতীব রমণীয় বোধ হয়, পরন্তু মনুষ্য-দেহের স্থানে স্থানে সদ্ভঙ্গীতে অলঙ্কার না দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আভরণে আচ্ছাদিত করিলে যে রূপ সৌন্দর্য্যের হানি হয়, সেই রূপ অবিবেচনায় কবিতার সর্ব্বত্র যমকের আবরণ হইলে রসের

একান্ত ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কবিদিগের যথার্থ প্রথা সাবধানে গ্রহণ করিয়া অর্থালঙ্কারের বাহুল্য প্রচার করিয়াছেন, তত্রাপি তাঁহার গ্রন্থে শব্দালঙ্কারের অভাব নাই। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত সংগৃহীত করিতে হইলে আমাদিগের পত্রে স্থানাভাব হইয়া উঠে, এই প্রযুক্ত পাঠকবৃন্দকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিতে হইল, তাঁহারা পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠ করত অনায়াসে তাহার সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

'সুরস নূতন ভাব বর্ণন করা আধুনিক কবিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর, তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বকীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। একস্থানে তিনি শেখরাগ্রে সূর্য্য কিরণের নির্ম্মল-জ্যোতির বর্ণনে পরম চাতুর্য্যের সহিত লিখিয়াছেন, 'প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।' বোধ হয় পাঠকবৃন্দ আমাদিগের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এ উপমা অপূর্ব্ব বটে। অপর এক স্থানে পদ্মিনীর লজ্জার প্রশংসায় তিনি লিখিয়াছেন—

'কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর পরশনে।

ইহাও অসাধারণ সুন্দর বলিয়া মানিতে হইবে।

প্রভাতকালে চন্দ্রের মলিন হইবার কারণ বর্ণিত করিবার ছলে বন্দ্যোপাধ্যায় কবিত্ব করিয়াছেন—

'সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়।
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায়॥'

এবংবিধ অপরাপর অনেকগুলি পদ্য আমরা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি; পরন্তু এতদপেক্ষায় প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থের ভাব সুরস ভাষায় বিন্যস্ত করিতে প্রস্তাবিত গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষ, এবং তাহার পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিরা অবশ্যই আনন্দ লাভ করিবেন। গ্রন্থারম্ভে রাজপুতনার মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

'বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি মেখলায়।'

এই চরণ পাঠ করিবামাত্র কালিদাসের রচনা স্মৃতি-পথে উদিত হয়। অপর এক স্থানে ভীমসিংহের কারা-বদ্ধাবস্থার বর্ণনে কবিবর লেখেন—

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর॥
মোহ ভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ অগ্নিকণা॥
একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে॥

মোহমেঘে ক্রোধ সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা ॥

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিতভাষা-সম্পন্ন নহেন, কবিকঙ্কণের ওজোগুণও ইনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অপর স্থানে স্থানে বিকট * ও কঠিন শব্দ ব্যবহৃত করিয়া রসেরও হানি করিয়াছেন, তথাপি রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার কাব্য সমাদৃত করিবেন; বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় ললনারা যে ইহার পাঠে পরিতৃপ্তা ও সদুপদিষ্টা হইবেন, সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের কাব্য লালিত্য প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত, তদর্থে তাঁহাকে জয়দেবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অপর তিনি বাঙ্গালিভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন মানিতে হইবে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ অবিকল চরিত্র বর্ণন করিতে তিনি বিশেষ সক্ষম হয়েন নাই। সুচিত্রকরেরা যে প্রকার বর্ণাদি দ্বারা কোন এক ব্যক্তির চিত্র প্রস্তুত করিলে তাহা সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার অবিকল বোধ হয় না, তেমনি কবিদিগের গরিমা এই যে তাঁহাদের বাক্যদ্বারা তাদৃশ

---

* ৬৮ পৃষ্ঠায় 'রবেলেক' শব্দ তাহার এক দৃষ্টান্ত।

প্রতিরূপ চিত্রিত করিতে পারেন, যাহা অভীপ্সিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহার বোধ হয় না। হোমর যে সকল যোদ্ধা-দিগের বর্ণন করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বোধ হয়, একের বিবরণ অন্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ ব্যাসদেব অর্জ্জুন ও কর্ণ এবং ভীম ও দুর্য্যোধনকে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, তথাপি একের বিশেষণ—অন্যে কদাপি সংলগ্ন হয় না। এই ক্ষমতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়; ইহার দ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট মানবমণ্ডলীর প্রত্যেকের কায়িক পার্থক্য লক্ষণ অনুকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতচন্দ্র এ ক্ষমতায় সম্পন্ন ছিলেন না। বোধ হয় কেবল মালিনী এবং সাধী মাধী ভিন্ন তাঁহার নায়ক নায়িকার কেহই এমত কোন লক্ষণ বিশিষ্ট নহে যাহাদ্বারা তাহাদিগকে অন্য নায়ক নায়িকা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। গ্রন্থ-কার বিদ্যাকে বিদ্যাবতী বর্ণিত করিবার ইচ্ছা করেন; অথচ সমস্ত কাব্যের এক স্থানেও তাহার বিদ্যাবতীত্ব প্রকাশিত হয় নাই। সুন্দরের বর্ণনায় সামান্য লম্পট ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উপলব্ধি হয় না।

এতদপেক্ষায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নায়ক নায়ি-কারা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার পদ্মিনীর চিত্র দেখিয়া কেহই অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার সাম্য করিতে

পারিবেন না। আক্ষেপের বিষয় এই যে কবিবর পদ্মিনীকে এক কদর্য্য পত্র লেখাইয়া সহৃদয়-দিগের মনে বেদনা দিয়াছেন, নতুবা আমরা তাঁহাকে অনুপমা কহিতে শঙ্কিত হইতাম না। সে যাহা হউক পদ্মিনী উপাখ্যান অন্নদা মঙ্গল হইতে লঘু হইলেও যে বঙ্গ কাব্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রচলিত রীত্যনুসারে গ্রন্থকার মহাশয় আপন প্রবন্ধ কল্পনায় ছন্দঃ সকল অক্ষর গণনায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; তদন্যথায় সংস্কৃতবৃত্তি ছন্দঃসকল বৃত্তিগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলে সংস্কৃতজ্ঞ দিগকে বিরস হইতে হইত না। পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুযোগ করিতে পারি না। বৃত্তের অবহেলায় তিনি ভারতাদি সমস্ত বাঙ্গালি কবির অনুগামী মাত্র হইয়াছেন; তবে আমাদিগের এ স্থলে এপ্রসঙ্গ করার এইমাত্র অভিপ্রায় যে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। সামান্য কথায় বলে 'লঘুগুরু যান না,' অথচ আমাদিগের কবিমাত্রেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা কবিতা নিবন্ধন করেন। কেহই লঘুগুরুর অনুসন্ধান করেন না। এই অবিধির প্রতী-কার করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সক্ষম। তাঁহার

ছন্দ সকল যে প্রকার সাধু, এবং কাব্য রচনায় তিনি যে প্রকার সুপটু, ইহাতে আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি যে তিনি চেষ্টা করিলে বাঙ্গালি ছন্দের অনেক উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার স্থানাভাব ; অতএব আমরা রাণা ভীমসিংহের উৎসাহ বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে ইত্যাদি"

অন্যান্য পণ্ডিতগণের অভিমত।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্ধৃত প্রবন্ধে পদ্মিনী কাব্যের দোষগুণ যেরূপ বিশদভাবে সমালোচিত হইয়াছে তাহাতে তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বক্তব্য নাই। তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যান্য সমালোচকগণও পদ্মিনীকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণকে জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকটি অভিমত নিম্নে সঙ্কলিত করিতেছি।

রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, —'ঐতিহাসিক উপাখ্যানে যেমন কতক বাস্তব ও কতক অবাস্তব ঘটনার বর্ণন থাকে ইহাতেও তাহাই আছে। কবি স্থানে স্থানে ইংরেজি কাব্য হইতে অনেক ভাব-

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন

সংকলন করিয়াছেন; ইহা বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদুল্লেখে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। যাহা হউক তিনি যে বর্ত্তমানকালিক কৃতবিদ্য দিগের রুচির অনুরূপ বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্যরচনার মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার সে মানস সফল হইয়াছে। পদ্মিনী উপাখ্যান বীর ও করুণ রসপ্রধান গ্রন্থ; ইহাতে নায়ক নায়িকার অন্যোন্যানুরাগ সূচক অনেক কথোপকথন বর্ণিত আছে, কিন্তু কোথাও নিরবগুণ্ঠন আদিরস অবতারিত হয় নাই। পদ্মিনীর রূপ, তাঁহার দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব বাদসাহকে প্রদর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন, ছল প্রয়োগ-পূর্ব্বক পদ্মিনী কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার সাধন, সেনাগণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি যুদ্ধার্থ ভীমসিংহের উৎসাহবাক্য, পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশ, রাজপুত নরনারীগণের তেজস্বীভাব, কালমাহাত্ম্য প্রভৃতি সমুদয়গুলিই উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিত বিষয়ের অনেকস্থলেই সুকবির হস্তচিহ্ন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায়; ফলতঃ পদ্মিনী উপাখ্যান বিশুদ্ধ প্রণালীতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে এরূপ পদ্যকাব্য বোধ হয় আর কেহ রচনা করেন নাই।

এই গ্রন্থে চলিত ছন্দঃ পয়ার ও ত্রিপদী, একাবলী,

মালঝাঁপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত ও আরও কয়েকটী নূতনবিধ ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। ২।৪টি স্থল ভিন্ন ছন্দের যতিভঙ্গ কুত্রাপি হয় নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে—স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে অত বড় প্রকাণ্ড উপাখ্যান তখনই শ্রবণ করিতে বসা পথিকের পক্ষে উচিত হয় নাই; ব্রাহ্মণের স্নানাহারের পর গল্প আরম্ভ করিলে ভাল হইত। কবি ঐ ব্রাহ্মণের মুখেই সমুদয় উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধ করিয়া নিজেও দুকথা বলিয়া লইয়াছেন যথা—

'সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,—অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই,
ভেবে দেখ হে ভাবুকগণ।'

'একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে॥"

এগুলি আমাদিগের ভাল লাগে না। গ্রন্থোল্লিখিত পাত্রের উক্তির মধ্যে কবির নিজের উক্তি থাকিলে বর্ণনার

বৈচিত্র্যভঙ্গ হয়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান কবিরাও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি এক এক সন্দর্ভের শেষে থাকায় তত দোষাবহ হয় নাই; উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সন্দর্ভের মধ্যভাগেই প্রদত্ত হইয়াছে। আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন পদ্মিনীকে দেখিতে না পাইলেন তখন পদ্মিনী কোথায় গেল তাহার অনুসন্ধান করিলেন না!—পদ্মিনীর জন্য খেদ করিলেন না—পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক হইল, তাহা ভাবিয়া নির্ব্বিগ্ন মনে একবারও আক্ষেপ করিলেন না!—করিলে ভাল হইত। ঐ সমুদয় ভিন্ন কোন কোন স্থলের দুর্ব্বোধতা, কতকগুলি শব্দের অবাচকতা ও স্থলবিশেষে ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি আরও কতকগুলি দোষ এ গ্রন্থে আছে, তাহা সামান্য বোধে উপেক্ষিত হইল। ফল কথা আমরা একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, ঐ সকল দোষ সত্ত্বেও পদ্মিনী উপাখ্যান একখানি মনোরম গ্রন্থ হইয়াছে।”

বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম ঐতিহাসিক **কৈলাস চন্দ্র ঘোষ** লিখিয়াছেন, “প্রভাকরের উদিতোন্মুখী

রাজনারায়ণ বসু

প্রভা সন্দর্শনেই পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হয়; পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলালবাবু যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহার স্থান বিশেষের রচনা অতীব মধুর ও সুন্দর।”

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “মাইকেল মধুসূদনরূপ সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান কালের প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। * * রঙ্গলাল বাবুর কবিতাতে সহৃদয়তা গুণ অধিক নাই, কিন্তু তিনি একজন অতি উৎকৃষ্ট কবি, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত গ্রন্থ মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যান প্রধান।”

চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—“আমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিষ্ট লাগে না। আমার মনে হয় ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়া গিয়াছেন। সেই সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু এখন ঐ সকল সোজা সরল ছন্দ কিছু ঘৃণিত, মূর্খের ছন্দ বলিয়া উপেক্ষিত। হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের ছেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহার খানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থই বাঙ্গালীর প্রিয় বাঙ্গালা কাব্য

চন্দ্রনাথ বসু

একখানা রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যখানাকে বাঙ্গালী জাতীয় এবং স্বদেশী কাব্য জ্ঞানে পুলকিত হইত। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান এবং দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য পুরাতন ছন্দে লেখা। পড়িতে পড়িতে সকলেই আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা বলিয়া অনুভব করে। রঙ্গলালের কাব্যে হিন্দু রমণীর সতীত্ব রক্ষার্থ আপন প্রাণ বিসর্জ্জনের কথা আমাদের সেকালের ধরণে লিখিত হইয়াছে।”

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লিখিয়াছেন :—“অশ্লীলতার পঙ্কিল সলিলে যে সময়ে কবিত্ব-পদ্ম কলুষিত হইতেছিল, দেশের রুচি সুপাঠ্যের অভাবে যে সময়ে অপাঠ্য কবিতাদির দিকে ধাবিত হইতেছিল, সেই সময়ে উন্নতহৃদয় রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে, ভাষার স্রোত ও রুচির স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছেন, পরিমার্জ্জিত রুচি, বিশুদ্ধ ভাব ও রস-মাধুর্য্যপূর্ণ কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক কবিতা দেশে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছে। * * যখন স্বদেশানুরাগের প্রাধান্য ছিল না, বীররস বঙ্গভাষায় অপরিচিতপ্রায় ছিল, তখন রঙ্গলাল লিখিয়া গিয়াছেন :—“স্বাধীনতা হীনতায় কে

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

বাঁচিতে চায় রে" ইত্যাদি। * * রঙ্গলালের কবিতার একটী প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে কষ্ট কল্পনা নাই, অর্থশূন্য বাক্যের আড়ম্বর নাই, দুর্ব্বোধ শব্দ সন্নিবেশে ইহার রসভাব পরিগ্রহণ পথও কোন রূপে কণ্টকাকীর্ণ নহে। বর্ণনা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী, রচনা তেমনই প্রাঞ্জল, কবিত্বও তেমনি পরিস্ফুট। কি মাধুর্য্য গুণ, কি ওজোগুণ, সর্ব্ববিষয়েই কবিবর রঙ্গলাল আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। * *

রঙ্গলালের পদ্মিনী তদানীন্তন সকল কাব্যেরই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশে যখন দাশুরায়ের পাঁচালির আদর, গুপ্তকবির ছড়ায় যখন উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব বিলুপ্ত হইতেছিল, সেই সময়ে রঙ্গলাল অসাধারণ শক্তিসহকারে গৌড়জনের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ আনিয়া ধরিলেন, সুরুচি-সঙ্গত, সদ্ভাবসম্পন্ন রচনায় সকলকে বিমোহিত করিলেন। লোকে দেখিল উন্নত গিরিশৃঙ্গ বনস্পতিদলের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে না। কৌতুকে ও কবিত্বে কি প্রভেদ, ইতর রসালাপে ও কবির কাব্যে কত অন্তর, তাহা রঙ্গলাল উদাহরণ দিয়া, আদর্শ প্রস্তুত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। নিকৃষ্ট

রসিকতার পরিবর্ত্তে বিমল রস সন্নিবেশের প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন।

এখন স্বদেশানুরাগের স্রোত বঙ্গের প্রায় চারিদিকেই বহিতেছে। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রঙ্গলাল যখন দেশ হিতৈষীদিগের অগ্রণী হইয়াছিলেন, তখন দেশের প্রতি অনুরাগ বিষয়টা কি, তাহাই অনেকের ধারণার অতীত ছিল। * * *

ফলতঃ কবিবর রঙ্গলালের অসাধারণ কবিত্ব, রুচির বিশুদ্ধতা, ও উন্নতভাবের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ সকলেরই মন মুগ্ধ করে। বর্ণনা দ্বারা সে কথা বুঝাইবার নহে। তাহা অনুভব করিবারই বিষয়।"

রঙ্গলালের সামসময়িক ও পরবর্ত্তী যুগের সূক্ষ্মদর্শী ও সুপণ্ডিত সমালোচকগণের যে সকল মন্তব্য উপরে সঙ্কলিত হইল তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে রঙ্গলাল পদ্মিনী রচনা করিয়া বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজী কাব্য ও দেশীয় কাব্যের আদর্শের সংমিশ্রণ করিয়া একটি নিরবদ্য কাব্য বঙ্গ-বাণীর চরণে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের উচ্চ নৈতিক আদর্শ, ভাষার অপূর্ব্ব লালিত্য, বিষয় নির্ব্বাচনে দক্ষতা,

বর্ণনার উপাদেয়তা, উপমার বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য, ভাবের পারিপাট্য ও রসের মাধুর্য্য পদ্মিনীকে তৎকালীন কাব্য সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল। গত যুগের সমালোচকগণ যে দুই একটি সামান্য দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ইন্দুর কলঙ্কের ন্যায় উপেক্ষণীয়। বর্ত্তমান কালের কাব্যগুলির ঐরূপ সমালোচনা হইলে সকল কাব্যগুলিই দোষশূন্য বিবেচিত হইত না। রাজেন্দ্র লাল ও রামগতি মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানার্থ সমাগত অকৃতাহ্নিক ব্রাহ্মণের দ্বারা দীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণনা অশোভন বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা স্মর্ত্তব্য যে, যখন কোনও ব্যক্তি কৌতূহলী বিদেশীয় পর্য্যটকের কৌতূহল পরিতৃপ্ত্যর্থে তাঁহার দেশের কোনও প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি স্নানাহার ভুলিয়া যান। পদ্মিনীর গৌরবময় আখ্যায়িকা স্মৃতি-পথে উদিত হইলে স্নানাহ্নিক বিস্মৃত হইতে হয় বই কি! তবে কবিবর অসাধারণ শক্তিশালী হইলেও সমালোচকের অভিমত যে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন তাহা আমরা তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব।

চিতোর অধিকৃত হইবার পর আলাউদ্দীন পদ্মিনীর অনুসন্ধান করিলেন না, কিম্বা কৃত কার্য্যের জন্য আক্ষেপ

করিলেন না—ইহা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে কবির পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু পদ্মিনীর জন্য ত অনুসন্ধান হইয়াছিল—

"এইরূপ করি কল্প, প্রবেশি প্রধান তল্প,
পদ্মিনীর অন্বেষণ করে।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেখিতে পায়,
গৃহ সজ্জা আছে থরে থরে" ইত্যাদি

তবে আমাদের মনে হয় দিল্লীর অধিপতির পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ করা নিতান্ত অশোভন হইত, তাঁহার দুষ্কার্য্যের গুরুত্ব নীরবে উপলব্ধি করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

যে সকল সামান্য ব্যাকরণাদি ঘটিত (বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ জনিত) এবং অন্যান্য দোষ লক্ষিত হইয়াছিল তাহা রঙ্গলাল পরবর্ত্তী কোনও সংস্করণে নিরাকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ স্বাধীনতার কবি রঙ্গলালেরও আজি কালিকার সাহিত্যিক বিপ্লববাদীদের ন্যায় বোধ হয় সাহস ছিল না যে বলেন,

"মান্‌বো নাকো অনুশাসন অলঙ্কার ও ব্যাকরণের"

কিম্বা "ইচ্ছে করে শুদ্ধ ভাষা গুছিয়ে বলছিনে।"

আমরা ব্যাপ্টিষ্টমিশন্ যন্ত্রে মুদ্রিত পদ্মিনীর তৃতীয়

বারের বিজ্ঞাপনে দেখিতে পাই তিনি লিখিয়াছেন (৫ই ভাদ্র ১২৭৮)—"পদ্মিনী তৃতীয়বার প্রকটিত হইল। অনুগ্রাহক গ্রাহকদিগের অনুরোধ মতে আমি ইহার সহজ সহচরী শৈবাল-বল্লরীকে কিঞ্চিৎ অপসারিত করিলাম,—সুতরাং তাহাতে যে কিছু দোষ বা গুণ উদ্ভাবিত হইবে তাহা তাঁহাদিগের প্রতিই অর্শিবে।" *

---

* বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় পদ্মিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন বহুদিন পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল।

'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা ব্যাপ্টিষ্ট মিশন যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া ১২৭২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু কবি রাজকার্য্যানুরোধে বিদেশে থাকায় উহাতে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। কবি দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন :—"পদ্মিনী উপাখ্যান দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। বহুদিবস হইল পুনর্মুদ্রাঙ্কনের প্রয়োজন সত্ত্বেও রাজকার্য্যে দেশান্তরে নিযুক্ত প্রযুক্ত যথাসময়ে উক্ত সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারি নাই। এবারে মানস ছিল কিয়দধিক সংস্কারে প্রয়াস পাইব কিন্তু যে বিশিষ্ট প্রয়োজনে পদ্মিনী পুনঃপ্রকটিত হইল, তাহার ব্যতিক্রম আশঙ্কায় তন্মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ইতি—

কটক
১লা বৈশাখ
১২৭২ বঙ্গাব্দ

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ্মিনী কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,বাঙ্গালার যুগান্তরকারী পরবর্ত্তী কবিগণের উপরেও উহার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত রঙ্গলালের সাফল্য সন্দর্শনে বাঙ্গালা কাব্যের অনুরাগী হন এবং ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত হন। কবিবর হেমচন্দ্রের উপরেও রঙ্গলালের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তাঁহার বীরবাহু কাব্যে, 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদবধে'র নবীন কবি মাইকেলের প্রভাব দেখা যায় না—রঙ্গলালের প্রভাব দেখা যায়। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—"এখন যেমন ছোট বড় পুরুষ স্ত্রীলোক যিনি কবিতা রচনা করেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন, তখন কবিতা রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বর চন্দ্রের ছাঁচে ঢালিতেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে শিষ্য-প্রশিষ্য শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এক কবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই শিষ্যদিগের মধ্যে সুধীরঞ্জন প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু পরবর্ত্তী সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ

করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর পদবী অতিক্রম করিয়া কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতা এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। আমাদের যৌবনকালে যে সকল ব্যক্তির প্রতিভা আমাদিগকে কাব্যজগতে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মাননীয়া শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী, ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি আরও অনেক সুকবির বাল্যরচনার উপর রঙ্গলালের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত দেখা যায়।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মতে রঙ্গলালের কাব্যে সহৃদয়তাগুণ অধিক নাই। রাজনারায়ণ বসু কি অর্থে 'সহৃদয়তা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। আমাদের বিশ্বাস সহৃদয়তার অভাব থাকিলে সে রচনা কখনও পাঠকগণের মনে অনপনেয় প্রভাবরেখা অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু রঙ্গলালের এমন কোন পাঠক আছেন কি যাঁহার উপরে তাঁহার দেশ-প্রেমোদ্দীপনী বাণীর প্রভাব সঞ্চারিত হয় নাই? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার Freedom

আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী (তরুণ বয়সে)

movement in Bengal নামক প্রবন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেরূপ অভিজ্ঞতা বাঙ্গালা দেশের অনেকেরই আছে। উক্ত প্রবন্ধ হইতে একটি অংশের ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম বাণী।

আমার বোধ হয় পদ্মিনী উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় স্বাধীনতার বাণী উদ্গিরিত করিয়াছিলেন। রাজপুত ও মুসলমানদিগের যুদ্ধের একটী ঘটনা লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। রাজপুত দেশপ্রেমের উহা একটী গৌরব স্তম্ভ-স্বরূপ। দেশবৈরী মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হিন্দু রাজপুতগণের সহিত আমাদিগের স্বাভাবিক সহানুভূতি-বশতঃ এই কাব্য পাঠে আমাদের দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়া উঠিল। আমাদের নিজেদের কোনও ইতিহাস ছিল না। তখন আমাদের ধারণা ছিল যে হিন্দু ভারতের ইতিহাস রচনার কোনও বিশ্বাসযোগ্য উপাদান নাই। কিন্তু রাজপুতনার কথা স্বতন্ত্র। কর্ণেল শ্লীমান ও কর্ণেল টডের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বহু গবেষণা দ্বারা রাজপুতনার ঐতিহাসিক উপাদানরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় এবং বিশেষতঃ ব্রিটিশ ইতি-

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল

হাসে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রামের যে কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে নূতন দেশাত্মবোধ জাগরিত হইয়াছিল তাহা শ্লীমানের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও টডের রাজস্থান পাঠে বর্দ্ধিত হইল ও এক নূতন প্রেরণা লাভ করিল। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিল। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ এই সকল নূতন শিক্ষা হইতে তাঁহাদের রাজনীতিক অধিকারের খর্ব্বতা সাধন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা এ পর্য্যন্ত করেন নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক হইতে আমরা স্বচ্ছন্দে রঙ্গলালের কবিতা পাঠ করিতে পারিতাম —শিক্ষাবিভাগ তাহাতে কোনও আপত্তি করিতেন না।”

রঙ্গলালের কাব্য কত তরুণ হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজ গভীরভাবে প্রোথিত করিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কাব্যগুলি আমাদের জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত। অথচ, তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলেই ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়।

ইংরাজী প্রভাব। রঙ্গলাল ‘পদ্মিনী উপাখ্যানের’ ভূমিকায় এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানাভাষার কবিতা-কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচার পত্র-পুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষবয়সে উক্ত প্রকার পদ্য-প্রকটন করিতে আরম্ভ করি। তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহা-দিগের মহত্ত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা পরিচায়ক নহে। আমার এস্থলে এ কথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থলে স্থলে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবহারী জ্ঞান না করেন। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যে হেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন, তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই, সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত

বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতাকলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। পরন্তু এই উপলক্ষে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাব গ্রহণ করিয়াছি এমত নহে; অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একাকারে সমুদিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্র-পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডীয় সুকবি কহেন,—'আমাদিগের মধ্যে একদল বিদূষক আছেন, তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এমত জ্ঞান নাই যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বাভাবিক উৎসসমূহ আছে। তাঁহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টিমাত্রে বোধ করেন তাহা অমুক মনুষ্যের পুষ্করিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।"

রঙ্গলাল বিদেশীয় সাহিত্যের ভাব ও ভাষা যেখানে অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার রচনা সেখানে শক্তিশালিনী লেখনীর গুণে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় আকার ধারণ করিয়াছে। পদ্মিনীর রূপ বর্ণনায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেন—

মহাকবি সেক্সপীয়র

কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতি সুখ লভে মনোলোভা ?
কষিত কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপ রঙ্গ ঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল। ইত্যাদি—

উহা জগদ্বিখ্যাত মহাকবি সেক্সপীয়রের রচিত নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলির অনুবাদ কে বলিবে ?—

To gild refined gold, to paint the lily,
To throw a perfume on a violet,
To smooth the ice, or add another hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven
to garnish,
Is wasteful and ridiculous excess.
(King John, Act IV. Sc ii)

রঙ্গলালের যে শ্লোকগুলি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর কণ্ঠস্থ,—"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" প্রভৃতি

টমাস মূর

পদগুলি বিখ্যাত কবি টমাস মুরের নিম্নোদ্ধৃত পদগুলির অনুবাদ বলিয়া মনে হয় কি? মনে হয় পদগুলি রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেমোদ্দীপ্ত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে!—

From life without freedom,
oh! who would not fly?
For one day of freedom,
oh! who would not die?
Hark!—hark! t'is the trumpet!
the call of the brave,
The death-song of tyrants
and dirge of the slave.
Our country lies bleeding—
oh! fly to her aid;
One arm that defends is worth
hosts that invade.
From life without freedom,
oh! who would not fly?
For one day of freedom,
oh! who would not die?

In death's kindly bosom
our last hope remains—
The dead fear no tyrants,
the grave has no chains !
On, on to the combat !
the heroes that bleed
For virtue and mankind
are heroes indeed.
And oh ! even if Freedom
from this world be driven,
Despair not—at least we shall
find her in heaven.
In death's kindly bosom
our last hope remains—
The dead fear no tyrants,
the grave has no chains.

বিদেশীয় সুরুচিসঙ্গত কাব্যের ভাব আহরণ করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যকে উন্নত ও শ্রীসম্পন্ন করা যে কতদূর সম্ভব, রঙ্গলালই তাহা প্রথমে দেখাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা হরচন্দ্র

ঘোষ সেক্সপীয়রের ভুবন-বিখ্যাত নাটক Merchant of Venice অবলম্বনে "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নামক যে নাটক প্রণয়ন করেন তাহাতে সেক্সপীয়রের সদ্ভাবের বহুলাংশ গ্রহণ করিলেও দেশীয় সাধারণের তৎকালীন রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এক স্থানে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের অশ্লীলতম অংশের অনুকরণ দ্বারাও তাঁহার গ্রন্থ কলুষিত করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল তাঁহার কাব্য দ্বারা বাঙ্গালী পাঠকের রুচি ভিন্ন পথে প্রধাবিত করাইয়াছিলেন। তৎকালে এই কার্য্য সামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রতিভাশালী কবি রঙ্গলালের এই কাব্য বাঙ্গালার শিক্ষিত নর-নারী বহু সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই অপূর্ব্ব জনাদর মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতিকে ইংরাজী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির আদর্শে বাঙ্গালা কাব্য প্রণয়ন দ্বারা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে প্রেরণা দান করিয়াছিল। রঙ্গলাল এইরূপে তাঁহার পদ্মিনী কাব্য প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের নবযুগের প্রধান প্রবর্ত্তক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন' রাজকার্য্যে নিয়োগ

নদীয়ায় রাজকার্য্য

(১৮৫৯—৬২)

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ও সাহিত্য-সমাজে রঙ্গলালের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা।—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই (১০ই মাঘ ১২৬৫ বঙ্গাব্দ) 'প্রভাকর'-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বর্গারোহণ করিলেন। 'পদ্মিনী' রচয়িতা রঙ্গলাল এই সময়ে অবিসম্বাদিতরূপে বাঙ্গালা কাব্যজগতের অধীশ্বর হইলেন। কারণ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন এমন কবি তখন আর কেহ ছিলেন না। ইতঃপূর্ব্বেই পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাণী সেবা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কবি দ্বারকানাথ অধিকারী সেই জন্য 'সুধীরঞ্জনে' ইংরাজী ভাষা ও বঙ্গভাষার কাল্পনিক

কথোপকথনে একস্থানে ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহনের কবি-প্রতিভার উপর বঙ্গভাষার অত্যধিক আশা দেখিয়া ইংরাজী ভাষার মুখে জানাইয়াছেন :—

"ভাল আশা সুবদনি করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুই জনে॥
এতদিন তুমি কিগো করনি শ্রবণ।
মদন করে না আর কবিতা রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচক।
লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক॥"

কোন কোন সমালোচকের মতে মদনমোহন বাঙ্গালার প্রধান কবিগণের মধ্যে আদৌ গণনীয় নহেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র একস্থানে লিখিয়াছেন :—"ঐ ব্যক্তি একজন সহৃদয় সুপণ্ডিত ছিলেন, সন্দেহ নাই; পরন্তু প্রধান কবিদিগের পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার গণনা হইবার কোন কারণই বর্ত্তমান নাই। তাঁহার কৃত 'বাসবদত্তা'য় পরসম্পত্তি এতাদৃশ কপটরূপে অপহৃত করা হইয়াছিল যে গ্রন্থকার স্বয়ং তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকারে লজ্জিত হইতেন, এবং [তাঁহার জীবনচরিত] সঙ্কলনকার স্বয়ং লিখিয়াছেন

যে 'তর্কালঙ্কার উক্ত গ্রন্থের উপর এরূপ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে সমুদয় মুদ্রিত বাসবদত্তা একস্থানে পাইলে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতেন।' তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রসতরঙ্গিণী'; তাহার আদ্যোপান্ত সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র, তাহাও সর্ব্বত্র অশ্লীল দোষে সম্যগ্ দূষিত, এবং পাঠোপযুক্ত নহে। এই দুই লইয়া তর্কালঙ্কার কি প্রকারে সুকবি হইলেন তাহা আমরা নিশ্চিত করিতে পারি না। তাঁহার 'শিশুশিক্ষা' কাব্য গ্রন্থ নহে, অতএব তাহার দৃষ্টান্তে তর্কালঙ্কার কবি হইতে পারেন না।"

এই সময়ে রঙ্গলাল 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক রূপেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর পর 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রে তৎকালীন বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের সমালোচনা করিয়া একটি মনোহর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই :—

"ঈশ্বর গুপ্তের অসাধারণ মনীষা ছিল, কিন্তু তিনি দেশের সাময়িক রাজনীতি বিষয়ে আদৌ অভিজ্ঞ ছিলেন না; তথাপি বাঙ্গালা সাময়িক রাজনীতিক সাহিত্যের উপর তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। তিনি শক্তিশালী পরিহাসরসিক ছিলেন এবং বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীতরচনায়

সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার বিদ্রূপ ও শ্লেষবাণ অনেক সময়ে কার্য্যকর হইলেও সময়ে সময়ে নীচশ্রেণীর ভাঁড়ামী, পরনিন্দা বা অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইত। তথাপি তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের এবং বিশেষ ভাবে 'প্রভাকরে'র অত্যন্ত ক্ষতি হইল। 'প্রভাকর' এখনও চলিতে পারে, কিন্তু যে শক্তির আরোপে উহা এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সে শক্তি আর ফিরিয়া আসিবে না। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে 'ভাস্কর' সম্পাদকও অত্যন্ত পীড়িত, এবং যদিও অসম্ভব হইলেও আমরা আন্তরিক কামনা করি যে তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের সেবা করুন, আমাদের আশঙ্কা এই যে এই বৃদ্ধ বয়সে সম্পাদকরূপে তাঁহার নিকট অধিক প্রত্যাশা করা যায় না। সম্ভ্রান্ত, ধনী এবং শিক্ষিত দেশবাসীর মুখপত্র বলিয়া 'ভাস্কর' দেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞ ইংরাজদিগের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় অতিরক্ষণশীলতা তাঁহার রাজনীতিক প্রতিভাসূর্য্যকে সময়ে সময়ে মেঘাচ্ছন্ন না করিলে তাঁহার রাজনীতিক জ্ঞান, সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অভিপ্রায় প্রকটন এবং বিশুদ্ধ ভাষা বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণের মধ্যে তাঁহাকে উচ্চ আসন প্রদান করিত। 'পূর্ণচন্দ্রোদয়'

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

—যাহার উৎসাহশীল স্বত্বাধিকারী তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সাহিত্যের নানা মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন,—বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যথেচ্ছভাবে এরূপ দৈনিক পত্র না চালাইয়া মাসিকপত্রে অনুবাদ এবং মৌলিক রচনা, সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের রচনাদির পরিচয় প্রদান করিলে তিনি সমাজের অধিকতর মঙ্গল সাধন করিবেন। 'চন্দ্রিকা'র উপর আর আমাদের কোন আশা নাই; উহা বিলুপ্ত হইলে কেহ দুঃখিত হইবেন না। উহার প্রতিভা-শালী প্রবর্ত্তক—যাঁহার ওজঃপূর্ণ প্রস্তাব সমূহ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল—উহাতে যে গৌরবের আরোপ করিয়া-ছিলেন—সে গৌরব তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের পুনরাবির্ভাব না হইলে কিছুতেই ফিরিয়া আসিবে না।

"বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বর্ত্তমান অবস্থা এই। কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় নহে। সম্প্রতি 'সোম প্রকাশ' নামক নূতন একখানি সংবাদপত্র সংস্কৃত কলেজের কয়েক-জন কৃতবিদ্য পণ্ডিত প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। আমরা উহার সাফল্যের উচ্চতম আশা করি। 'লণ্ডন স্যাটার্ডে রিবিউ' পত্রের আদর্শে উহা লিখিত

হইতেছে। উহার গম্ভীর ও বিশুদ্ধ রচনা সাধারণ সংবাদ পত্রের রচনা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট এবং উহা বেশ যোগ্যতাসহকারে সম্পাদিত হইতেছে। উহাতে দেশীয় সাধারণের যে সকল অভাব অভিযোগের কথা লিপিবদ্ধ হইতেছে তাহার অনুবাদ ইংরাজী সংবাদ পত্র সমূহে কেহ প্রকাশ করিলে ভাল হয়। আর একটি সাপ্তাহিক পত্র বেশ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে—তাহার নাম 'এডুকেশন গেজেট।' অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই পত্রে রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ। গবর্ণমেণ্ট এই পত্র প্রকাশে সাহায্য করেন, ইহার কণ্ঠরুদ্ধ না করিয়া ইহাতে রাজনীতিক বিষয়ের আলোচনা করিতে দিলে গবর্ণমেণ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিবেন। আশা করি শেষোক্ত পত্রদ্বয়ের পরিচালকবর্গ পুরাতন কাগজগুলির বর্ত্তমান দশা, এবং তাঁহাদের কাগজগুলির সর্ব্বত্র সমাদর সন্দর্শন করিয়া কাগজগুলির দৈনিক প্রকাশের চেষ্টা করিবেন এবং নূতন যুগের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে পত্রগুলি সম্পাদিত করিবেন।"

সুতরাং পাঠকগণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে রঙ্গলাল এই সময়ে কি পদ্যরচনায় কি গদ্য রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র মিত্র

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা।

বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাঙ্গালা শিক্ষার গুরু, বেথুন সোসাইটীর সম্পাদক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে স্বাস্থ্যানুরোধে ছয় মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রঙ্গলালকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিতও রঙ্গলালের আলাপ ছিল। সুতরাং রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে রঙ্গলাল অতি সহজেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা 'কলিকাতা গেজেটে'র ৬ই মার্চ্চ তারিখে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দুইটী বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই :—

(১) LEAVE.—Baboo Ram Chunder Mitter, professor of Vernacular Literature in the Presidency College, for six months, on Medical Certificate, under clause 2, Section V of the uncovenanted absentee rules.

(২) APPOINTMENT.—Baboo Rungo Lall Banerjee to be professor of Vernacular Literature in the Presidency College·

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ মিত্র সি-আই-ই, বিখ্যাত এটর্ণি নবীনচাঁদ বড়াল প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। স্যর গুরুদাসের জীবন-স্মৃতি লেখক ৺গৌরহরি সেন লিখিয়াছেন—"পদ্মিনী ও কর্ম্মদেবী প্রণেতা কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অল্পদিনের জন্য ফার্ষ্ট ইয়ারে বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। সার গুরুদাস তাঁহার নিকট ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ করিবার কয়েকটি সঙ্কেত শিখিয়াছিলেন।"

সে সময়ে রঙ্গলালের প্রিয় কাশীরাম দাসের মহাভারত অন্যতম পাঠ্য পুস্তক ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ্‌, রঙ্গলালের কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

ডেভিড হেয়ার স্মৃতি-সভা ও স্মৃতি-পুরস্কার। "শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন।"—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন বাঙ্গালীর অকৃত্রিম বন্ধু 'এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার পিতা' ডেভিড হেয়ার পরলোকে গমন করিলে তাঁহার অসংখ্য গুণমুগ্ধ বঙ্গবাসী তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষাকল্পে যত্নবান হন। তাঁহার হিন্দু

কিশোরীচাঁদ মিত্র

ডেভিড হেয়ারের প্রতিমূর্ত্তি

ভক্তগণই তাঁহার সমাধিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্ত্তি ও স্মৃতিফলক নির্ম্মিত করেন। স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র এই সময়ে আর একটি সাধু প্রস্তাব উপস্থিত করেন। যাহাতে বৎসর বৎসর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সম্পূজিত হয়, যাহাতে নবীন যুগের ছাত্রগণের হৃদয়ে তাঁহার মহৎ জীবনের পুণ্য কর্ম্মগুলি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে ও উন্নত ভাবগুলি প্রতিফলিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে স্বীয় ভবনে হেয়ারের বন্ধু ও ভক্তগণকে আহূত করিয়া তিনি হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি গঠিত করেন। কিশোরীচাঁদ ইহার সম্পাদক হন। এই সমিতির উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১লা জুন হেয়ার স্মৃতি-সম্মিলনীতে ভারতবাসীদিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজকার্য্যানুরোধে কিশোরীচাঁদ স্থানান্তরে গমন করিলে তাঁহার অগ্রজ —বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম সংস্কারক—প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। হেয়ার বার্ষিক স্মৃতি সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে যে স্মৃতিসভা আহূত হয় তাহাতে শোভাবাজারের সুবিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর
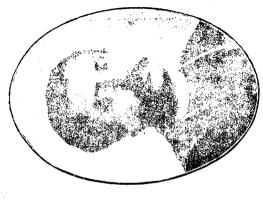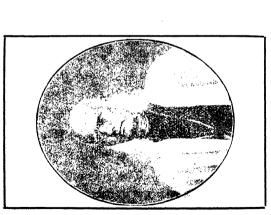
আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামগোপাল ঘোষ (তরুণ বয়সে)
(পরাতন ডাগারিয়োটাইপ হইতে)

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উহাতে বাঙ্গালা ভাষায় এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা কল্পে আর একটী সাধু অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রস্তাবে হেয়ারের গুণমুগ্ধ ভক্তগণের নিকট হইতে আড়াই হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' বা হেয়ার পুরস্কার ভাণ্ডার গঠিত হয়। উহা হইতে প্রতি বৎসর বিজ্ঞাপিত বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল "শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া হেয়ার পুরস্কার ভাণ্ডার হইতে একশত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধের বিচারক ছিলেন।

রঙ্গলাল হেয়ার সাম্বৎসরিক সভায় এই প্রবন্ধটিই পাঠ করিয়াছিলেন কিংবা অন্য কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'কবি-চরিতে'র ভূমিকায় গ্রন্থকার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কবিকঙ্কণের সমালোচনা বিষয়ক

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি প্রস্তাবের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রস্তাবটিও সম্ভবতঃ এই সময়ে রচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে প্রস্তাবটি আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

'শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন' পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখের হিন্দুপেট্রিয়ট উক্ত পুস্তকের একখণ্ডের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের অন্যতম পৌত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিকনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তিনি তাঁহার পিতা (কবিবরের জ্যেষ্ঠপুত্র) জহর লালের নিকট শুনিয়াছিলেন যে উক্ত পুস্তক তাঁহাদের পঠদ্দশায় হেয়ার স্কুলের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। জহরলাল আরও বলিতেন যে তিনি বাল্যকালে দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় ছিলেন বলিয়া শিক্ষকগণ কৌতুক করিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিতেন, "তোমার বাবা শরীর সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তোমার শরীর এত রুগ্ন ও দুর্ব্বল কেন?"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক।—প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন

অধ্যাপকগণ প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হইতেন। রঙ্গলালও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরিবারবৃদ্ধি ও চাকুরীর চেষ্টা।—এই সময়ে রঙ্গলালের বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর। তাঁহার কতকগুলি পুত্রকন্যা জন্মিয়াছে, যথা, জহরলাল (জন্ম ২৭শে মাঘ ১২৫২ সাল), হীরামতী (জন্ম ১২৫৭ সাল) ধনমতী (জন্ম ১২৫৯ সাল), পান্নালাল (জন্ম মাঘ ১২৬১) ও মতিলাল (জন্ম ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ)। জ্যেষ্ঠা কন্যা তৎকালীন প্রথানুসারে বিবাহ যোগ্যাও হইয়াছেন। 'এডুকেশন গেজেটে'র জন্য সামান্য সম্পাদকীয় বেতন ব্যতীত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের অস্থায়ী চাকুরী যাইবার পর তাঁহার আর বিশেষ কোনও আয় ছিল না। সুতরাং তিনি উপযুক্ত চাকুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি ঘটনায় তাঁহার চাকুরী প্রাপ্তির পথ সুগম হইল। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ইন্‌কম্ ট্যাক্স। সিপাহী যুদ্ধের পর এ দেশের রাজনীতিক আকাশ মেঘশূন্য হইয়াছিল বটে,

কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি সঙ্কটজনক হইয়াছিল। ক্রমাগত যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া ভারতীয় রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য হইয়াছিল এবং লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনকালের প্রথম কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত বার্ষিক ব্যয় আয় অপেক্ষা এত অধিক হইয়াছিল যে উচ্চহারে সুদ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রভূত ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৫৪-৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ড্যালহৌসী ২,৭৫০,০০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের সময় ত দূরের কথা, তাহার অবসানেও আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭-৮ খৃষ্টাব্দে আয় অপেক্ষা ব্যয় ৮,৩৯০,৬৪২ পাউণ্ড এবং পর বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৪,১৮৭,৬১৭ পাউণ্ড অধিক হইয়াছিল। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দেও যে আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় ১০,২৫০,০০০ পাউণ্ড বেশী হইবে এইরূপ অনুমানের যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্‌গণ ভারতবর্ষের এইরূপ আর্থনীতিক অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিস্‌রেলী বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজেরা যুদ্ধকার্য্যে ও শাসনকার্য্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত

রাজস্ব বিভাগে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন এরূপ অর্থনীতিবিদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভারত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রাজস্ববিভাগের সংস্কার সাধন এবং আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা যে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন তাহা দূরদর্শী সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট স্যর চার্লস্ উডের নিকট সর্ব্বপ্রথম প্রতীয়মান হইয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের শাসন পরিষদে একজন সভ্যের পদ শূন্য হইলে স্যর চার্লস মিষ্টার জেমস্ উইলসনকে তৎস্থানে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইনি বিখ্যাত সিবিলিয়ান স্যর উইলিয়ম উইলসন হণ্টারের মাতুল। বাল্যে সামান্য দোকানীর শিক্ষানবীশ হইতে ইনি স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে অতি উচ্চস্থান অধিকৃত করেন এবং ইংলণ্ডের রাজস্ববিভাগে উচ্চপদে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্ব প্রথম রাজস্ব সচিবের পদ অধিকার করেন। ইনি ভারতবর্ষের রাজস্ব বিভাগে অনেক সংস্কার সাধিত করেন, বজেট করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত করেন, গবর্ণমেণ্ট পেপার করেন্সী স্থাপিত করেন এবং আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যয় সঙ্কোচ ও আয় বর্দ্ধনের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করেন। রাজস্ব বৃদ্ধির

জেম্‌স্‌ উইলসন

এজন্য ইনিই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে অস্থায়ীভাবে ইন্‌কম্ ট্যাক্সের প্রবর্ত্তন করেন। এই কর আর্থনীতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া অনেকেই আপত্তি করিয়াছিলেন। ভারতবন্ধু সম্পাদককুলধুরন্ধর রবার্ট নাইট, উইলসনের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যর চার্লস ট্রেভিলিয়নও উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে গোপনে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন না করিয়া, প্রকাশ্যভাবেই এই ট্যাক্সের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অসমীচীন কার্য্যের জন্য তিনি স্যর চার্লস উডের ইংলণ্ডে সহকর্ম্মী ও ব্যক্তিগত বন্ধু হইলেও, ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইয়া-ছিলেন। কারণ ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনীতিক অবস্থায় রাজস্বসচিবকে সুশৃঙ্খলা স্থাপনে যতদূর সাধ্য সাহায্য করা গবর্ণর জেনারেল ও সেক্রেটারী অব ষ্টেট উভয়েই কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন। তরুণ সংবাদপত্র-সেবক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সময়ে Mr Wilson, Lord Canning and Income tax নামক একটি পুস্তিকায় উইলসনের অবলম্বিত নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন; এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত ইংরাজী

সংবাদপত্র-সম্পাদকের নিন্দা ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ স্বদেশহিতৈষী দেশীয় সম্পাদকগণের সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।

ভীষণ রোগের জন্য তীব্র প্রতিষেধকের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের সেই মহাসঙ্কট কালে আয়কর প্রবর্ত্তিত করা যথার্থই প্রয়োজন বলিয়া উইলসন মনে করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে এই মহাসঙ্কট হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করিবার জন্য রুগ্নদেহেও অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেন। ইনকমট্যাক্স প্রবর্ত্তনের (আগষ্ট ১৮৬০) সমকালেই তিনি (১১ই আগষ্ট ১৮৬০) অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন। লর্ড ক্যানিং এই কর্ত্তব্যপরায়ণ সহযোগীর অকাল মৃত্যুতে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। ড্যালহাউসী ইনষ্টিটিউটে উইলসনের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রঙ্গলাল তৎসম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' গবর্ণমেণ্টের রাজস্বনীতির পোষকতা করিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু ইনকম ট্যাক্স প্রবর্ত্তিত হইলে এদেশে অনেকগুলি ইনকমট্যাক্স আসেসর ও ডেপুটী কলেক্টরের পদের সৃষ্টি

হয় এবং 'কলিকাতা গেজেটে' ৫ই নভেম্বর ১৮৬০ তারিখ সম্বলিত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন সেক্রেটারী ডব্লিউ এস সিটনকার সাহেবের স্বাক্ষরযুক্ত এক বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রতীত হয় যে রঙ্গলাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩২ আইন অনুসারে নদীয়া জিলার অন্যতম আসেসর ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর রঙ্গলালকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সম্প্রতি পরলোকগতা নিত্যকালী দেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের তৎকালীন সদস্য ডব্লিউ ড্যাম্পিয়ার ও তাঁহার পুত্র (তৎকালে উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী) হেনরী লুসিয়াস ড্যাম্পিয়ার রঙ্গলালকে অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইঁহাদের অনুগ্রহেই সম্ভবতঃ রঙ্গলাল উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিরূপে রঙ্গলাল ইঁহাদের সহিত পরিচিত হন, তৎসম্বন্ধে রঙ্গলালের নিজ মুখে শ্রুত নিম্নলিখিত কাহিনীটি তিনি আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।

পুত্র ড্যাম্পিয়ার পিতার বিনানুমতিতে সমাজে তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া বৃদ্ধ

ড্যাম্পিয়ারের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পুত্র বা পুত্র-বধুর নাম পর্য্যন্ত বৃদ্ধ মুখে আনিতেন না। একদা রাজা সত্যশরণ ঘোষাল উভয় পক্ষের মিলন সংঘটনার্থ উভয়কে স্বতন্ত্রভাবে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন। কনিষ্ঠ ড্যাম্পিয়ার সপরিবারেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রীর একটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। রাজা প্রথমে বৃদ্ধ ড্যাম্পিয়ারকে একটি গৃহে বসাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন, "আপনার পুত্রের নবজাত সন্তানটি কি সুন্দর হইয়াছে।" বৃদ্ধ ক্রোধান্বিত ভাবে বলিলেন, "আমার কোনও পৌত্র বা পৌত্রী নাই।" রাজা বলিলেন, "সে কি! শিশুটি এই স্থানেই আছে যে!" রঙ্গলাল সেইস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, রাজা ইঙ্গিত করিবামাত্র তিনি সেই শিশুটিকে আনিয়া বৃদ্ধের ক্রোড়ে দিলেন। শিশুটিকে দেখিয়া বৃদ্ধের ক্রোধের শান্তি হইল। সময় বুঝিয়া রঙ্গলাল কনিষ্ঠ ড্যাম্পিয়ার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তথায় লইয়া আসিলেন এবং তাঁহারা বৃদ্ধের চরণপ্রান্তে জানু পাতিয়া বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বৃদ্ধ তাঁহাদিগকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। ইহার পর নানা কথা হইল। ড্যাম্পিয়ার রঙ্গলালের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রাজা

তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির ও সাহিত্যসেবার কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে একটি উপযুক্ত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই রঙ্গলাল ইনকম ট্যাক্স আসেসর ও ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন।

নদীয়ায় রাজকার্য্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রঙ্গলাল নদীয়া জিলায় ইনকমট্যাক্স আসেসর ও ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে সে-কালের বিখ্যাত ডেপুটী কলেক্টর ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তি-পুরে সবডিভিজন্যাল অফিসার ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় কার্য্যদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ রাজকর্ম্মচারী সেকালে অতি অল্পই ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি নিজে বেতন দিয়া কতকগুলি স্ত্রী ও পুরুষ গোয়েন্দা রাখিয়া আশ্চর্য্যভাবে কতকগুলি ডাকাইতের দল ধরিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত রঙ্গলালের পূর্ব্বে আলাপ ছিল এবং অপরিচিত স্থানে গিয়া সেইজন্য তাঁহাকে তত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। তখন নৌকাযোগেই যাওয়া আসা হইত। রঙ্গ-লালের ভ্রাতৃগণ এই সময়ে ইংরাজীভাষায় যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কোনও কোনও অংশের মর্ম্ম নিম্নে

প্রদত্ত হইল, উহা হইতে পাঠকগণ রঙ্গলালের এই সময়ের জীবনের ইতিহাস অবগত হইতে পারিবেন।

(১)

২৪ শে নভেম্বর ১৮৬০

শ্রীচরণেষু,

আপনার ২২শে তারিখের পত্র পাইলাম এবং আমাদের শ্রদ্ধাভাজন খুড়া ঘোষাল মহাশয় আপনাকে আদর যত্ন করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। কলেক্টর সাহেবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন শুনিতে পাইলে আরও আনন্দিত হইব। আমি কল্য রাত্রিতে আপনার জিনিষ পত্র ও একশত টাকা নৌকাযোগে পাঠাইয়াছি। আমি সোমবার মিষ্টার স্মিথের (২) নিকট হইতে টাকা আনিবার জন্য লোক পাঠাইব কিন্তু আমাকে টাকা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আপনি স্মিথ সাহেবকে একটি পত্র দিলে এবং সেই পত্র আমার পত্রের সহিত পাঠাইলে ভাল হইত। ইহার মধ্যে আপনার পাঁচশত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কিছু সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিবেন। আমি ভাল পাচক পাইতেছি না, কিন্তু দোয়ারীকে লিখিয়াছি বাগাঁচড়ায় লিখিয়া একটি ভাল পাচক আনাইয়া দিতে। সেও চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয় আপনি শান্তিপুরেই একটি ভাল পাচক পাইবেন। আপনার 'কর্ম্মদেবী' ও অন্যান্য রচনার পাণ্ডুলিপি বাক্সে সযত্নে চাবি

(১) ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

(২) ওয়েন স্মিথ—এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক।

দিয়া রাখা হইয়াছে। আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে মেওয়াগুলি ভাল ছিল না। নূতন আমদানী আসিলেই আপনাকে আবার কতক-গুলি পাঠাইব। খুব সম্ভব আজ রাত্রিতে আমি ঘোষালদের বাড়ী যাইব। সেখানে একটি নাচের মজলিস আছে, গৌর (৩), আবদুল লতিফ (৪) এবং আর কয়েকজন বাছা বাছা বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া-ছেন। ছেলেরা ও আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি আপনিও ভাল আছেন। সুবিধা হইলেই আমাকে পত্রদ্বারা কুশল সংবাদ দিবেন।

আপনার স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২)

সুপ্রিম কোর্ট,

২৬শে নভেম্বর ৬০।

প্রিয় রঙ্গলাল,

তোমার দ্বিতীয় পত্রে অবগত হইলাম শান্তিপুরই তোমার কর্ম্ম-কেন্দ্র হইবে এবং এই সংবাদে সুখী হইলাম। ঈশ্বরবাবুর নিকটে থাকিতে আমি পরামর্শ দিই না, অবশ্য তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব রাখিবে ও তাঁহার সাহায্য লইবে। রাজাবাবু সেখানে আছেন; তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বাজারে নদীর ধারে বাসা লইতে পার, ঈশ্বরবাবুর বাসা হইতে অধিক দূরে হইবে না। খুব সাবধানে থাকিবে এবং সাধুতার পথ হইতে বিচলিত হইবে না। শান্তিপুরের লোকেরা

(৩) গৌরদাস বসাক—ডেপুটী কলেক্টর।

(৪) নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

বড় সুবিধার নহে। তোমার অধীনে যে সকল লোক নিযুক্ত করিবে বিশেষভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইবে। শুনিতেছি গিরিশ বাবু সেখানে দারোগা ছিলেন ; তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতে পার। বড় লোকদের বাড়ী বেশী যাইও না, কর্ত্তব্যের জন্য যেখানে না যাইলে নয় সেইখানে যাইবে। আমরা ভাল আছি। তোমার পরিবার ও ছেলেমেয়েদের জন্য যাহা করা প্রয়োজন হরিকে তাহা করিতে উপদেশ দিও।

আশীর্ব্বাদক

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শান্তিপুর

কেয়ার অব বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শান্তিপুর।

(৩)

২৬-১১-৬০

শ্রীচরণেষু,

আপনার কি কি পুস্তকের প্রয়োজন তাহা অবগত না থাকায় আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই পাঠাই নাই নতুবা পূর্ব্বেই পাঠাইতাম। যাহা হউক আমি যজ্ঞেশ্বরকে পুস্তক কিনিতে টাকা দিয়াছি এবং শীঘ্রই ডাকযোগে পাঠাইব। পাল্কী পাঠাই নাই, কিরূপে পাঠাইব বুঝিতে পারিতেছি না। সেজ মামার দুইটা পাল্কী আছে, একটা আপনি কিছুদিনের জন্য তাঁহার নিকট চাহিয়া লইতে পারেন কিম্বা একে-

বারে একটা কিনিয়া লইতে পারেন। দাদা বলিতেছেন আপনি রাজা বাবুর নিকট হইতেও একটা আপনার ব্যবহারের জন্য লইতে পারেন। জনুর (২) দিন দিন উন্নতি হইতেছে, সে খুব বাধ্য হইয়াছে এবং আমি তাহাকে বলিয়াছি যে যদি দুই মাস সে এইরূপ ভাল হইয়া থাকে তাহাকে আমি হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব। তাহাকে ভাল জামা কাপড় দিয়াছি। পরীক্ষা হইয়া গেলে আমি তাহাকে হিন্দুস্কুলে দিব মনে করিয়াছি। পানুকেও যত শীঘ্র স্কুলে দেওয়া যায় ততই ভাল। গত শনিবার বড় বাজারে গৌর আমাকে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়াছেন। মিষ্টার স্মিথের নিকট হইতে এখনও কোন টাকাকড়ি পাই নাই তাঁহার নামে একটি চিঠি লিখিয়া আমাকে পাঠাইবেন। এখানে সব ভাল। পরের চিঠিতে অন্যান্য সংবাদ লিখিব।

আপনার স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহার কিছুদিন পরে দামুরহুদায় রঙ্গলালের কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়—কারণ ৯ই ডিসেম্বর তারিখের যে পত্র কিংদংশ উদ্ধৃত হইল তাহা "ডেপুটি কলেক্টর ও আসেসর দামুরহুদা" এই ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছিল :—

(১) রামকমল মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ও কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈবাহিক। ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

(২) রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র জহরলালের আদরের ডাক নাম।

(৪)

"আমার শেষ চিঠি বিলাতী মেলের দিন তাড়াতাড়িতে লিখিয়াছিলাম,—কি লিখিয়াছি জানি না। মিঃ স্মিথকে আবার টাকার জন্য লিখিয়াছি, পাইলেই জানাইব। আপনি খুচরা যে যে জিনিষ চাহিয়াছেন, এবারের মেল চলিয়া গেলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। ঈশ্বরবাবুর লোক দ্বারা জিনিষ লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে সব পাঠাইব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। * * ছেলেরা ও আর সকলে ভাল আছে। মিষ্টার লামুর্রের সঙ্গে আমাদের কারবার নাই তবে মিষ্টার মোরান তাঁহাকে জানেন এবং মেল চলিয়া গেলে আমি তাঁহার নিকট হইতে একটি পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিয়া দিব। আশা করি আপনার সমস্ত কুশল।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলিও দামুরহুদায় প্রেরিত।—

(৫)

খিদিরপুর

১৪।১২।৬০

শ্রীচরণেষু

আপনার ৭ই ও ১১ই তারিখের পত্র গত কল্য রাত্রিতে পাইলাম। চারি দিন কোনও সংবাদ না পাইয়া আমি কিছু চিন্তিত হইয়াছিলাম। ডাকবিভাগের অমনোযোগিতাই এই উদ্বেগের হেতু।

আমাকে Lyon's Range—W. Moran & Co. Silk mart—এই ঠিকানায় পত্র দিবেন। মিষ্টার স্মিথ আমাকে ১৪০৲টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনার এখন টাকার প্রয়োজন আছে কি না লিখিবেন। * * * দাদা ঈশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার লোকেরা আপনার জিনিষপত্র লইয়া যাইবে, তিনি সঙ্গে থাকিবেন। আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই সংগ্রহ করিয়াছি—কেবল পাল্কী কিনিতে পারি নাই। উহা ক্রয় করাও শক্ত। আশা করি সমস্ত কুশল। উপরওয়ালাদের খুসি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬)

১৯।১২।৬০

শ্রীচরণেষু

পত্রবাহক মারফৎ জিনিষগুলি পাঠাইলাম প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ। নৌকাভাড়া ও ঈশ্বরবাবুর লোককে বখশিস এক টাকা দিয়াছি।

হরি।

(৭)

খিদিরপুর

১৮।১২।৬০

শ্রীচরণেষু

* * * গৌরবাবু আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি বাটীতে ছিলাম না। দাদা বাড়ী ছিলেন, তাঁহার বড়দিনের ছুটী ছিল। * *

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৮)

১০।১১।৬১

প্রিয় রঙ্গলাল,

তুমি হরিকে যে সকল পত্র লেখ, সেগুলি সব আমি পড়ি। তুমি রাজকার্য্যে দিন দিন সুখ্যাতি লাভ করিতেছ শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। নিয়মিতভাবে এবং যথাসময়ে কার্য্য করিবে, মিতব্যয়ী হইবে। তুমি ঠিক এভাবে চলিতেছ না, কিন্তু তুমি সংসারী লোক, সুখে থাকিতে গেলে এইরূপে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। * * তোমার এখন যে পদ হইয়াছে তাহাতে রাজনীতিক বিষয়াদির জ্ঞান থাকা আবশ্যক, আমি তোমাকে হরকরা বা ইংলিশম্যান পত্রের গ্রাহক হইতে পরামর্শ দিই। **

আশীর্ব্বাদক

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গলাল

নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলিতে রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা হীরামতির বিবাহের কথা আছে। বাগবাজার নিবাসী স্কুল-ইনস্পেক্টর জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। প্রসন্নবাবু W. Moran & Coর আফিসে কর্ম্ম করিতেন।

(৯)

২১।১।৬১

শ্রীচরণেষু,

কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। ২০শে মাঘই বিবাহের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন। সেই দিনই আমি বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি কিন্তু উমেশদাদা এখনও আসেন নাই। বহুবিবাহে তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহাতে তাঁহার উপর নির্ভর করা যায় না। শ্রীনাথ দাদাকে শীঘ্র মালিপোতায় পাঠাইবেন।

* * * আপনার বন্ধু রামচন্দ্র মিত্র আবার পীড়িত। শুনিতেছি তিনি তিন মাসের ছুটী লইবেন, কিন্তু তিনি পুনরায় কর্ম্মে যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। গুজব এই যে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ সোমনাথ বাবু তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইবেন। রামচন্দ্র আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। * * *

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১০)

কলিকাতা

২৮ জানুয়ারী, ৬১

শ্রীচরণেষু—

গতকল্য জগৎবাবুর বাড়ী গিয়াছিলাম। তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্থির হইল এই সপ্তাহের মধ্যেই বিবাহকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। তিনি অধিক কিছু চাহিতেছেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত ভদ্রভাবে ব্যবহার করাই উচিত। আমি বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ করিতেছি। *** রামচন্দ্রের চাকুরীর বিষয়ে আমার বোধ হয় আপনার এখানকার বন্ধুদের বলা উচিত যে অস্থায়ী ভাবে নহে—স্থায়ীভাবে আপনার জন্য ঐ চাকুরী যোগাড় করিয়া দিলে আপনি লইতে পারেন। কারণ আপনি যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন উহা অত্যন্ত সম্মানজনক ও ঈপ্সিত পদ। দাদাকে এ বিষয়ে কিছু বলি নাই! যদি পাকা চাকুরী হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে বলিব, এবং তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সহিত একমত হইবেন। এখন এ সকল বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে।

দাদা রাজা বাহাদুরের বার্ষিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। ছেলেরা তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিল।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১)

১।২।৬১

শ্রীচরণেষু

অবশেষে আমি জগতের ভাগিনেয়ের সহিত হীরামতির বিবাহ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। গত কল্য সন্ধ্যা ৬টার সময় শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। জগৎবাবু অতি ভদ্রভাবে আমাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১২)

১৫।২।৬১

শ্রীচরণেষু

* * বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে দিই নাই, কারণ আমি মনে করিয়াছিলাম যখন উমেশদাদা আপনার নিকট গিয়াছেন, তাঁহার মুখেই সকল কথা শুনিবেন। তাহার পর সকল কথা লেখা উচিত মনে করিলাম। বিবাহ আমাদের ভাঙ্গা বাড়ীতেই হইল। বাড়ীটির কিয়দংশ সংস্কার, অর্থাৎ কিয়দংশ চূণকাম করা হইয়াছিল।··· বরযাত্রী পাঁচজন মাত্র আসিয়াছিলেন—আমাদের বাড়ীতে আহার করিলেন। অন্দর মহল মেয়েদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। সকলেই আসিয়াছিলেন কেবল ··· র দুই কন্যা আসেন নাই।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা—হীরামতী দেবী (বার্দ্ধক্যে পৌত্র সহ)

(১৩)

কলিকাতা শেরিফের আফিস।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১

প্রিয় রঙ্গলাল,

বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি টাকা খরচ হইল। হরি তোমাকে হিসাব পাঠাইয়া দিবে। ··· স্থানাভাব বশতঃ ভূকৈলাসের রাজাদের নিমন্ত্রণ করা হয় নাই।···

জগৎবাবু অতি ভদ্রলোক। হীরামতী এখন তাঁহার বাড়ীতেই আছে। আমি কিছু মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিয়া তত্ত্ব লইয়াছিলাম, সে সেখানে ভালই আছে, জগৎ তাহাকে আদর যত্ন করিতেছেন, গহনাপত্র দিয়াছেন। কুটুম্ব খুব ভাল হইল।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেকালে মধ্যবিত্ত পরিবারে বিবাহের খরচ কিরূপ ছিল তাহা রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের নিম্নোদ্ধৃত হিসাব হইতে পাঠকগণ দেখিবেন :—

গাত্রহরিদ্রা কামান দিগরের	৮৩॥৶৩
আনন্দ নাড়ু	১৭ ৻৩
দধিমঙ্গলা	২।৶৩
বহুভাত কুশণ্ডিকা	
নমস্কারি দিগর	
মোং বাগবাজারের দেওয়া জন্য	৩২।০

ব্রাহ্মণ ভোজন দিগরের	১৩০।০
বাজে খরচ দিগর	৩২৲
দানসামগ্রী	৪৩।/৩
বরযাত্র দিগরের	
বাব সবাব	৬৪॥০
শ্রীমতী হীরামতীর গহনা	২৮৪৶
	৬৮৯।৶
নিজ খরচ ও সংসার এবং বালকদিগের ইস্কুলের খরচ ইত্যাদি এবং তথায় যে সকল দ্রব্যাদি এবং নগদ টাকা যাহা পাঠান যায় তাহার মোট	
বিঃ হিসাব	৬৭৬ /
	১৩৬৫॥

(১৪)

৪।৩।৬১

শ্রীচরণেষু

এবারে বেশী কিছু লিখিবার নাই। আপনার অভিপ্রায় মত এক প্যাকেট চা পাঠাইতেছি। আপনি সন্তোষজনক ভাবে কাষ করি-

তেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ... রেভারেণ্ড মিঃ স্মিথ আমাদিগকে এড়ুকেশেন গেজেট পাঠাইতেছেন না। আপনি যদি তাঁহাকে পত্র লিখেন তাহা হইলে এ বিষয়ে একটু টিপ্পনী করিবেন। আপনার প্রাপ্য বাকী টাকারই বা তিনি কি করিলেন? ...

স্নেহের
হরিমোহন।

পুঃ। পত্রখানি লিখিবার পর আপনার একখানি পত্র পাইলাম। আপনার গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি আনন্দের সহিত তাহা করিব।

(১৫)

১লা এপ্রিল ১৮৬১

শ্রীচরণেষু

আপনার ২৩শে ও ৩০শে মার্চ্চের চিঠি পাইয়াছি। আপনি খরচ সম্বন্ধে সাবধান হইয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ... আপনার দিন দিন কাযে সুখ্যাতি হইতেছে, রাজা ও প্রজা উভয়েরই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়। আমাদের বন্ধু ... বড় ভাল নাই। লোকে তাঁহার সম্বন্ধে দুর্নাম রটাইয়াছে। তিনি প্রজাদের অভিযোগে কর্ণপাত করেন না। এটা অবশ্য লোকের ব্যক্তিগত অভিমত এবং আপনার তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নাই। মধু দত্তের সহিত দেখা করিয়াছিলাম, তিনি আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন এবং পুনরায় লিখিবেন বলিলেন। তিনিও আমার সহিত একমত যে উহা জনাদর লাভ করিবে না

গৌরদাস বসাক

এবং বিশেষ কোনও লাভ হইবে না। সাধারণে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে তিনি আপনার "কর্ম্মদেবী"খানি একবার দেখিতে চাহেন। পাইকপাড়ার ঈশ্বর সিংহ বেচারা মারা গিয়াছেন। বিপদ কখনও একাকী আসে না। আমাদের বন্ধু দত্তদের সম্বন্ধে একথা খুব খাটে। বৃদ্ধ শিবচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। আমি কাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। অবস্থা অতি সঙ্কট জনক এবং দুই একদিনের মধ্যেই বোধ হয় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। রাজেন্দ্রবাবুর অবস্থাও খারাপ এবং তিনি বেশীদিন বাঁচিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

স্নেহের

হরিমোহন।

(১৬)

৩১শে মার্চ্চ ১৮৬১

শ্রীচরণেষু

... আজ হইতে আমাদের বন্ধু গৌরদাসের চাকুরী গিয়াছে। (১) ... মধুর (২) সঙ্গে কিছুদিন দেখা হয় নাই, শুনিয়াছি তিনি মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়াছেন।

স্নেহের

হরিমোহন

---

(১) কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

(২) গৌরদাস বসাক মহাশয় প্রথমে অস্থায়ীভাবে আসেসর ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(১৭)

শ্রীচরণেষু

দেখিতেছি আপনি রাজেন্দ্রবাবুকে আপনার "কর্ম্মদেবী" উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিবেন পাঠান্তে যেন পাণ্ডুলিপিটি আমাকে ফেরৎ দেন। আপনার "কলম্বস" ভাল করিয়া দেখিব। উহার প্রকাশ সম্বন্ধে আমার তেমন ঔৎসুক্য নাই। উহা দ্বারা বেশী অর্থ লাভ হইবে না এবং গ্রন্থকাররূপে আপনার যে খ্যাতি হইয়াছে তাহা বর্দ্ধিত হইবে না। যাহা হউক উহা প্রকাশ করিতে নিরস্ত হইবার পূর্ব্বে আর একবার দেখিব।...

স্নেহের

হরিমোহন।

এই পত্রটি রঙ্গলালকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর পোষ্টের ঠিকানায় প্রেরিত।

(১৮)

২৪।৮।৬১

...রাজা রাধাকান্তের বাটীতে এক সভা হইবে, আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছি। সুপ্রীম কোর্টের মিষ্টার ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে কি করা হইবে তাহার আলোচনা করা হইবে।

স্নেহের

হরিমোহন

নিম্নলিখিত পত্রে অবগত হওয়া যায়, অস্থায়ী চাকুরী শেষ হইলে শিক্ষাবিভাগে রঙ্গলাল পুনরায় চাকুরী

জে, সাটক্লিফ

হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের গুণগ্রাহী অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ তাঁহাকে চাকুরীর আশা দিয়াছিলেন। নদীয়ার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর মিঃ ডব্লিউ, জে, হার্শেলও রঙ্গলালকে একটি পাকা চাকুরী দিবার জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন।

(১৯)

১৫ই ফেব্রুয়ারী ৬২

শ্রীচরণেষু,

... ... আপনার বৃদ্ধ বন্ধু রামচন্দ্র তাঁহার কঙ্কালসার দেহ লইয়া পুনরায় চাকুরী করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিবেন মনে করিয়া সাটক্লিফ্ সাহেব আপনাকে আশা দিতেছেন, কিন্তু যখন মিষ্টার হার্শেল সাহেব আপনাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তখন আমার মনে হয় শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের চেয়ে তিনিই আমাদের পরিবারের অধিকতর মঙ্গলসাধন করিবেন। ... যজ্ঞেশ্বর প্রথম বিভাগে বি-এ পাশ হইয়াছে এবং এম্-এ পড়িবার জন্য ৫০্ মাসিক বৃত্তি পাইয়াছে। ... জগৎ আবদুল লতিফের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন। আমার সহিত আলাপ থাকিলেও আপনার সহিত প্রগাঢ়তর বন্ধুত্ব, সুতরাং আপনি তাঁহাকে একটি পত্র দিলে ভাল হয়। ...

স্নেহের—

হরিমোহন।

নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর সি, আই-ই (যৌবনে)

নিম্নোদ্ধৃত পত্রে মাইকেল মধুসূদনের ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ ও বাটী বিক্রয়ের কথা আছে।

২৯।৪।৬২

শ্রীচরণেষু

... আমি রাজনারায়ণের বাটী কিনিবার চেষ্টা করিতেছি। মধু ইংলণ্ডে যাইতেছেন এবং এখনই বাটী বিক্রয় করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার মোকদ্দমার আপীল হইয়াছে। আমি কৃষ্ণকিশোরের (১) সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। বোধ হয় বিক্রয় হইবে। যদি আমি লইতে পারি, খুব ভাল হয়।

ইনকম ট্যাক্স বেশী দিন থাকিবে না। একটা পাকা চাকুরীর জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। এখানে সব ভাল। আশা করি আপনার সমস্ত কুশল।

স্নেহের

শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দামুরছুদার ঠিকানায় প্রেরিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রে মধুসূদনের বাটী বিক্রয়ের কথা ও রঙ্গলালের সহিত হাই-কোর্টের স্বনামধন্য উকিল (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠতার কথা আছে।

(২০)

মে ১৮৬২

... মধুর বাড়ী সম্বন্ধে দাদা বলেন আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া

১। হাই কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ

পর্য্যন্ত বাটী ক্রয় করিয়া কায নাই। মধু সাত হাজার টাকায় বাটী বিক্রয় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু যদি আপীলে জয় হয় তাহা হইলে দশ হাজার টাকার কমে: ছাড়িবেন না। প্যারীর উকিল কৃষ্ণকিশোরের সহিত দেখা করিয়াছি। ... মধুর উকীল শম্ভুনাথের সহিত পরামর্শ করিতে চাহি। কৃষ্ণকিশোর অপর পক্ষের উকীল তাঁহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা যায়না। শম্ভুনাথকে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করা যায়। আমি শম্ভুনাথের সহিত পরিচিত, কিন্তু তাঁহার সহিত আমার এত ঘনিষ্ঠতা নাই যে যখন তখন তাঁহাকে গিয়া বিরক্ত করি। আপনি যদি তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়া দেন, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। ...

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গলাল যে চাকুরী পাইয়াছিলেন তাহা অস্থায়ী চাকুরী। উইলসনের মৃত্যুর পরে স্যামুয়েল লেঙ ভারতবর্ষের রাজস্বসচিব হন। ইনি নানা উপায়ে ভারতের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া জনসাধারণের আপত্তিকর ইনকম্ ট্যাক্স উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ট্যাক্স পাঁচ বৎসরের জন্য ধার্য্য হইলেও তিনি অল্প আয়ের প্রজাগণকে উহা হইতে অব্যাহতি দিলেন এবং প্রজাগণের নিকট হইতে বার্ষিক আয়ের নূতন হিসাব লইবার নিয়ম উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং ইনকম ট্যাক্স থাকিলেও আসেসরের কার্য্য একপ্রকার উঠিয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রতীয়মান হয়

শম্ভুনাথ পণ্ডিত

যে রঙ্গলালের চাকুরী এই সময়ে শেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা হয় :—

(২১)

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬২

শ্রীচরণেষু,

আপনার ১৮ই তারিখের পত্র পাইলাম। মিষ্টার এইচ [হার্শেল] আপনার উপকার করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আপাতঃ চাকুরী পরিত্যাগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সাটক্লিফ কি করিতে পারেন চেষ্টা করিয়া দেখুন। আমি আশা করি মিষ্টার লাশিংটন (১) আপনাকে একটি চাকুরী দিতে পারিবেন। তাঁহারা ত সদরের জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট লইতেছেন। ২৫০৲ বেতনের এসেসররা যে কাজ অনায়াসে করিতে পারেন, তাহার জন্য ৪০০৲ টাকা বেতনের লোক নিযুক্ত হইতেছে। ... ...

স্নেহের

হরিমোহন

পুঃ। মেওয়া, মদ্য, ও টডের 'রাজস্থান' পাঠাইলাম। 'কুমারসম্ভব' খুঁজিয়া পাই নাই। উহা অপর পুস্তকটির সহিত পরে পাঠাইব।

রঙ্গলালকে চাকুরী ছাড়িতে হয় নাই। তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কিছুকাল এডুকেশন গেজেটের

১। ই-এইচ্-লাশিংটন নদীয়ায় কমিশনার ছিলেন এবং এই সময়ে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুরাতন কলিকাতা গেজেট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই বালেশ্বরে স্পেশ্যাল ডেপুটী কলেক্টরের অস্থায়ী কায পাইয়াছিলেন। গেজেটে দেখা যায় তিনি বালেশ্বরের এডুকেশন কমিটিরও সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিক রঙ্গলাল রাজকার্য্যে এই সময়ে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের উচ্চ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল কর্ত্তব্যসাধনে এতদূর মনোযোগী ছিলেন যে সময়ে সময়ে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু ৺নিত্যকালী দেবী আমাদিগের নিকট এতৎসম্বন্ধে রঙ্গলালের নিকট শ্রুত কয়েকটি লোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। একবার দামুরহুদায় অবস্থানকালে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় জমিদার নাগর মিত্র মহাশয়ের বাটীতে রঙ্গলালকে যাইতে হয়। সেকালে সেস্থানে দুর্দ্দান্ত ডাকাইতদের প্রাদুর্ভাব ছিল। উহারা পথিকদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। রঙ্গলাল কয়েকজন অনুচর সমভিব্যাহারে আলো লইয়া সন্ধ্যার পর জমিদার বাটী যাইতে ছিলেন। একটি জঙ্গলের নিকট উপস্থিত হইলে সকলেই দস্যুভয়ে সতর্ক হইয়া ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতে

লাগিলেন। কিন্তু জঙ্গল হইতে কোন দস্যু বহির্গত না হইয়া বহির্গত হইল—একটি প্রকাণ্ড শার্দ্দূল। তাঁহারা সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিন্তু ব্যাঘ্রটি তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। তখন তাঁহারা সকলে দৌড়াইতে দৌড়াইতে নাগর বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং রঙ্গলাল জমিদার বাটীর সিংহদ্বারেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে জমিদার মহাশয় সমুদয় ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদনান্তে সেই রাত্রির জন্য নিজবাটীতেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আর একবার উড়িষ্যায় খাল খননের সময় একটি প্রান্তরে তাঁবুর মধ্যে রঙ্গলাল বসিয়া গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে। লোকজন তাঁবুর বাহিরে পাকাদি কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এমন সময় একটি ব্যাঘ্র সেই তাঁবুর ভিতর উঁকি মারিল। রঙ্গলাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বোধ হয় আগুন দেখিয়া বাঘটী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। লোকজন পরে ভিতরে আসিলে রঙ্গলাল তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিলেন। প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"কর্ম্মদেবী"

(১৮৬২)

কর্ম্মদেবীর রচনা ও প্রকাশের ইতিহাস। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উদ্ধৃত রঙ্গলালকে লিখিত হরিমোহনের পত্রাবলীতে রঙ্গলালের অভিনব কাব্য-গ্রন্থ 'কর্ম্মদেবী'র উল্লেখ আছে। ২৪শে নভেম্বর ১৮৬০ তারিখের পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে হরিমোহন রঙ্গলালকে সংবাদ দিতেছেন—'কর্ম্মদেবী'র পাণ্ডুলিপি বাক্সে সযত্নে চাবি দিয়া রাখা হইয়াছে। ১লা এপ্রিল ১৮৬১ তারিখের পত্রে অবগত হওয়া যায় যে মধুসূদন দত্ত 'কর্ম্মদেবী'র পাণ্ডুলিপি পড়িতে চাহিয়াছেন। উক্ত বৎসর ১২ই মে তারিখের পত্র পাঠে প্রতীত হয় যে রঙ্গলাল গ্রন্থখানি বন্ধুবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের কিছুকাল পূর্ব্বেই রঙ্গলাল "কর্ম্মদেবী" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে ১লা জুলাই তারিখের এক পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে মাইকেল লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Rangalal says, he never received your letter. He is very proud of your approbation : of course I have not told him what you and I think of his prose. He is a very touchy fellow, more so than a sensible poet should be. He is writing another tale about Rajputana. Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what 'hills peep over hills'— what 'Alps on Alps arise !'

উদ্ধৃত পত্রাংশে রঙ্গলালের গদ্যের অপ্রশংসা আছে। এ সম্বন্ধে সমালোচকের আসন গ্রহণ করিবার মাইকেলের কতদূর অধিকার ছিল, তাহা বিচারযোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গদ্য লেখক-রূপে রঙ্গলাল সাময়িক সুধীসমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের অভিমত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। মনীষার অবতার রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রবন্ধ হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড হইতে পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে পাঠকগণকে তাঁহার দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবে সম্ভবপর হইল না। মাইকেল তাঁহার কাব্য-রসজ্ঞতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ইহাও বলা বাহুল্য যে বায়রণ, মূর ও স্কট নিকৃষ্টশ্রেণীর কবি ছিলেন না। বাঙ্গালীর নিকট ইঁহাদের কাব্য মিলটনের কাব্য অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। আচার্য্য কৃষ্ণকমল একবার যথার্থই বলিয়াছিলেন 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট' কাব্যখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন এরূপ বাঙ্গালী অতি বিরল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইলেও গ্রন্থকার প্রবাসে থাকায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে "কর্ম্মদেবী" প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। "কর্ম্মদেবী—রাজস্থানীয় সতী বিশেষের চরিত্র"—"শ্রীযুত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দোবন্ধে অনুকীর্ত্তিত"—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাপ্তিষ্ট মিশন যন্ত্রে সি-বি-লুইস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় ইহার আখ্যানবস্তুও কর্ণেল টডের রাজস্থান হইতে গৃহীত।

মঙ্গলাচরণ। পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে

গ্রন্থখানি রাজেন্দ্রলালকেই উৎসৃষ্ট হয়। উৎসর্গ পত্রটি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়ঃ—

পরম-প্রেমাস্পদ-বন্ধু শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মহাশয় মদনুকূলবরেষু।

প্রিয় মিত্র!

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উপায়ন-স্বরূপ পদ্মিনী-উপাখ্যান এক সদাশয়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এইক্ষণে প্রণয় ঋণের কুসীদ বৃদ্ধি স্বরূপে কর্ম্মদেবীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিলাম; আপনি সাধু উত্তমর্ণ, সুতরাং অবশ্য প্রসন্ন চিত্তে এই কুসীদ বৃদ্ধি স্বীকার করিবেন, এমত ভরসা হইতেছে।

দামুরহুদা
৩০শে আষাঢ়
১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

ভবদেক প্রণয়ানুরাগী
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিতে কবির আনন্দ। পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন যে ইংরাজী কাব্যের আদর্শ ও প্রাচ্য কাব্যের আদর্শের সংমিশ্রণে বাঙ্গালার নব যুগের উপযোগী এক নূতন আদর্শ গঠিত হইতে পারে। তাঁহার অসাধারণ সাফল্য মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ ইংরাজী সাহিত্যে বিভোর সাহিত্যরথি-গণের দৃষ্টি 'মাতৃকোষে রতনের রাজি'র দিকে আকৃষ্ট

করিয়াছিল। রঙ্গলাল যেমন মূর, স্কট, বায়রণ প্রভৃতি কবি-গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, মাইকেল তেমনই কবিগুরু মিল্‌টনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিলোত্তমা, মেঘনাদ বধ প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করিলেন। পদ্মিনী ও কর্ম্মদেবী প্রকাশের মধ্যে মাইকেল তাঁহার তিলোত্তমা, ও মেঘনাদ বধ প্রকাশ করেন। কর্ম্মদেবীর ভূমিকায় রঙ্গলাল বন্ধু কবিকে ইংরাজী কাব্যের ব্যর্থ সাধনা পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা কবিতার সেবায় উন্মুখ দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মদেবীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

"পদ্মিনী উপাখ্যানের শেষে এই প্রতিজ্ঞা ছিল,

'শুন হে পথিকবর, সাঙ্গ হলো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্য সুধা
এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান ॥'

"এইক্ষণে পরমাহ্লাদ সহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য কুসুম বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, পদ্মিনী প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয়ের মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দ-

দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে ; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃ ভাষায় উত্তম উত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা সালঙ্কৃত এবং বহুলীকৃত করণার্থ কবিতার ন্যায় গদ্যের উপযোগিতা নাই, অতএব সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্য গ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে সেইরূপ সৎকবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ-প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা বিধেয়। পুরাবৃত্ত এবং ধর্ম্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিদ্যা ঘটিত পুস্তক সকল গদ্যে লিখনের প্রয়োজন! কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের কখন কখন ব্যত্যয় জন্মিতেছে। এতদ্দর্শনে সহৃদয়বর্গ সন্তুষ্ট নহেন ; তথাপি সৎকাব্যের যে দিন দিন সমাদর বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব এই কর্ম্মদেবী স্বীয় অগ্রজা পদ্মিনীর ন্যায় সাধারণের কিয়ৎ অনুগ্রহের পাত্রী হইবেন, এমত বিশ্বাস হইতেছে।"

রঙ্গলালের মৌলিকত্ব। আমরা

দেখিয়াছি যখন সাহিত্য সমাজে ঈশ্বরগুপ্তের অতুলনীয় প্রতিপত্তি, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, প্রভৃতি কোরক-কবিগণ তাঁহার আদর্শের অনুকরণে প্রযত্নবান, তখনও রঙ্গলাল গুপ্তকবির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিয়া মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মাইকেলের তিলোত্তমা পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ ও তদীয় পত্নী নিস্তারিণী পরম আনন্দ লাভ করেন এবং রাজনারায়ণ মাইকেলকে সেই আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লেখেন। মাইকেলকে রাজনারায়ণ বাঙ্গালার কবিগণের মধ্যে উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। মাইকেল উক্ত পত্র পাঠ করিয়া প্রত্যুত্তরে রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন, (১৫ই মে ১৮৬০):—

"I feel highly flattered by the approbation of your wife. She is the first lady reader of Tilottama and her good opinion makes me not a little proud of my performance. I did not read that part of your letter to Rangalal, who is often with me for we were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her soul!) mother. He is a

রাজনারায়ণ বসুর সহধর্ম্মিণী

নিস্তারিণী

touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he. My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps imagination, but that his style is affected and consequently execrable. He may improve. Tilottoma seems to have created some impression on him as you will find in his next poem."

রঙ্গলাল ও মাইকেলের মধ্যে কাহার রচনাপদ্ধতি কৃত্রিম তাহার বিচার পাঠকগণ করিবেন। মাইকেল কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিলেন যে রঙ্গলালের নূতন কাব্য-গ্রন্থে তিলোত্তমার প্রভাব-রেখা পরিদৃষ্ট হইবে। বলা বাহুল্য রঙ্গলালের কোনও কাব্যগ্রন্থে মাইকেলের প্রভাব অঙ্কিত নাই। পক্ষান্তরে, মাইকেলের উপর রঙ্গলালের কাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মাই-কেলের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্যের সর্ব্ব প্রধান চরিত্র প্রমীলার সৃষ্টি সম্বন্ধে মাইকেলের নিরপেক্ষ চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"কাশীরাম দাসের ন্যায় তাঁহার স্বদেশীয় আরও একজন কবির

যোগীন্দ্রনাথ বসু
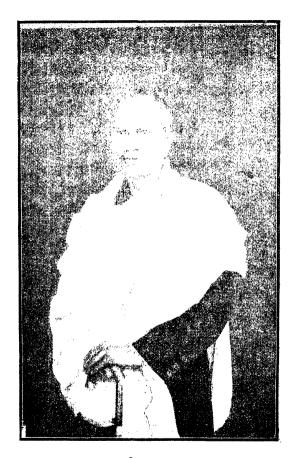
নিকট প্রমীলা-চরিত্র সম্বন্ধে মধুসূদন ঋণী আছেন। মেঘনাদ বধ কাব্য প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্ব্বে, মধুসূদনের বাল্য সুহৃদ্ বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। পদ্মিনী-উপাখ্যান সম্বন্ধে রঙ্গলাল বাবুর সঙ্গে মধুসূদনের অনেক সময় কথোপকথন হইত। নিজের মনঃ-কল্পিতা প্রমীলাকে পদ্মিনীর তেজস্বিতা, কোমলতা এবং পাতিব্রত্যে ভূষিত করিতে মধুসূদনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। রণসজ্জায় সজ্জিতা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের সাক্ষাৎ এবং পদ্মিনীর চিতারোহণ, পরিবর্ত্তিত আকারে, তাঁহার প্রমীলা-চরিত্রের উপযোগী হইয়াছিল।" মেঘনাদ-বধ কাব্যের সুবিখ্যাত টীকাকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুরও লিখিয়াছেন,—"বীর-রমণী এই প্রমীলার চিত্রের জন্য কবি কাহার কাছে ঋণী, বলা দুষ্কর। Tassoর কাব্যে বীর-রমণী Clorindaর চিত্র আছে; Virgilএর কাব্যে বীর-রমণী Camillaর চিত্র আছে, এবং বঙ্গ সাহিত্যের তৎসাময়িক কবি রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানে বীর-রমণী পদ্মিনীর চিত্র আছে। পদ্মিনীর বীর-সজ্জা বর্ণনায় মনে হয়, প্রমীলায় তাহারই ছায়া পড়িয়াছে।"

রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর

"কর্ম্মদেবী" সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের অভিমত। কর্ম্মদেবী প্রকাশিত হইলে প্রতিভার বরপুত্র রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎ-সম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্রে উহার একটি বিস্তৃত সমালোচনা করেন। উহাতে নিরপেক্ষ-ভাবে কাব্যের দোষ গুণ সমালোচিত হইয়াছিল। আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য সমালোচনাটী নিম্নে উদ্ধার করিয়া পাঠকগণকে গ্রন্থখানির পরিচয় দিব। রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন :—

"স্কালিজর, পণ্টেনসের গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের অধিকাংশই এক প্রকার বিকৃত বর্ণনাদ্বারা পরিপূর্ণ। যদি তাঁহার গ্রন্থ হইতে 'কমল' এবং 'পাটল' প্রভৃতি কতিপয় শব্দ পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।' বাঙ্গালা ভাষায় এখন যত কাব্য হইতেছে তাহাদের বিষয়ে এরূপ বলিলে, বোধ হয়, কিছু অন্যায় বলা হইবেক না; যেহেতুক অধুনা যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ কাব্য নামে প্রচলিত হইতেছে, তাহার অনেকেই একপ্রকার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ফলে ইহা নিঃশঙ্ক হইয়া বলা যাইতে পারে যে এখন বাঙ্গালা

ভাষায় কাব্য রচনা শব্দ বিন্যাস মাত্র ; দুই এক গ্রন্থের দুই এক স্থান ব্যতীত অন্যত্র কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। অর্থই বাক্যের শরীর; শব্দাদি অলঙ্কার স্বরূপ। সেই শরীরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া অলঙ্কারের প্রতি যত্ন করা বুদ্ধিজীবি জন্তুর লক্ষণ বলিয়া প্রকাশ পায় না। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি কাব্যের তাদৃশ আদর কেন? আর নলোদয়ের অনাদরই বা কেন? এই প্রকার আলোচনা করিলে অনায়াসে বোধ হয় যে নলোদয় শব্দের ঘটামাত্র ; তাহাতে কাব্যের লেশ মাত্র নাই ; এবং তন্নিমিত্তই তাহ শকুন্তলাদির তুল্য হইতে পারে নাই।

"আমরা যে গ্রন্থের সমালোচনে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই গ্রন্থ বর্ণিত দোষ হইতে নিতান্ত বিবর্জিত নহে। যাঁহারা ঐ গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন যে গ্রন্থকর্ত্তা "নয়ন" "ইন্দীবর" "ভাতি" "ধরাসন" প্রভৃতি কতিপয় শব্দ মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছেন। পরন্তু ইহা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে সম্প্রতি যে সকল কাব্য প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। কবিত্বের গৌরব

ইহাতে প্রকৃত আছে ; এবং বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা প্রচুর হইলে ভাষার উন্নতি স্বীকার করিতে হইবে।

"প্রস্তাবিত কাব্যের নায়কের নাম সাধু, নায়িকার নাম কর্ম্মদেবী, এবং প্রতিনায়কের নাম অরণ্যকমল।

"যশলমীরের অন্তঃপাতী পুগল-দেশে ভট্টিবংশসম্ভূত অনঙ্গ দেব নামে এক রাজা ছিলেন। অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, মধুর প্রকৃতি, সৌম্যমূর্ত্তি, বীর্য্যশালী সাধু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সাধু একদিন শ্রবণ করিলেন, যে মোগল পাঠান প্রভৃতি বণিক্‌দলেরা ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া বিপাশানদীতীরে অবস্থান করিতেছে। এই কথা শুনিবা মাত্র তিনি ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যবনেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি দুর্দ্দশা করিয়াছিল, তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। 'কান্যকুব্জ' 'সোমনাথ' 'মধুপুরী' 'কালিঞ্জর' প্রভৃতিকে যবনেরা ভগ্নাবশেষ করিয়াছে, এই দুঃখ তাঁহার মনে নবীকৃত হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া বিপাশা-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং যবনদিগকে পরাভূত করিয়া ভারতভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

"সাধু গৃহে প্রত্যাগমন-সময়ে ঔরিণ্ট নগরাধিপ

মাণিক্যদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মাণিক্যদেবের কন্যার নামই কর্ম্মদেবী। কবির বর্ণানানুসারে কর্ম্মদেবী ধীর প্রকৃতি নহেন। ইনি প্রগল্‌ভা ও উদ্ধতা। কর্ম্মদেবীর বয়স ষোড়শ বৎসর। তিনি অতিশয় রূপবতা ছিলেন। তিনি পিতার একমাত্র দুহিতা; রাঠোররাজ অরণ্যকমলের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছিল, কিন্তু অরণ্যকমলের প্রতি কর্ম্মদেবীর কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তিনি সাধুর রূপ ও গুণ দর্শন ও শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন, ও বিহার উদ্যানে সখীগণ-সমক্ষে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে হয় সাধুকে পতিত্বে বরণ করিবেন, নয়—

'যদি অন্যে হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি,
অথবা ত্যজিব নিকেতন।
বিজন বিপিন মাঝে, ভ্রমিব যোগিনী সাজে,
ভবব্রত করিব উদ্যাপন॥
আত্মহিত যজ্ঞ ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি,
দিবানিশি করি যাপন।
বনচারী মৃগদল, নাহি জানে কোন ছল,
তারা হবে সহচরগণ॥
বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা
মুচ্ছর্াগত পতিতা ধরায়।'

"সখীগণ, কর্ম্মদেবীকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া হাহাকার ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাধু প্রদোষবায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে উদ্যান-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক শশব্যস্ত সখীগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সখীগণ কুমারের সহিত বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ করিল। কতকক্ষণ পরে কর্ম্মদেবী সচেতন হইলেন। ইতিমধ্যে শারিকা নামে এক সখী কুমারকে উপহাস করিয়া বলিল—

'কেমন এ বীরধর্ম্ম বুঝিতে না পারি।
কোথা শৌর্য্য? বীর হয়ে চৌর্য্য অধিকারী?
অবলা সরলা বালা ঠাকুর-দুহিতা।
চিত্ত চুরী করিলে হে করিলা মোহিতা॥
সাধু কন বীরধর্ম্ম আছে কি না আছে।
রজনী প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে॥'

এই কথা বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে সাধু বলীচক্রে দিগন্তপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা সকলকে পরাজিত করত আপনার অলৌকিক বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সকলের নয়নানন্দ হইলেন।

'এমন সময়ে দেখ অপূর্ব্ব ঘটনা।
হেম থাল করে এক নবীনা ললনা॥
কুসুমের মালা তাহে শোভে মনোহর।
ধীরে ধীরে গতি করে যথা বীরবর॥
তুরঙ্গ রাখিল সাধু প্রমদা নিরখি।
কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী॥
ধর ধর রাজপুত্র এ কুসুম-হার।
কুমারী শ্রীকর্ম্মদেবী-কৃত পুরস্কার॥
দেখাইলে রঙ্গ ভূমে শিক্ষা চমৎকার।
তব যোগ্য পুরস্কার কিবা আছে আর॥
করিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ।
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান॥

"রাজকুমার এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

'শুন শুন সভাস্থ সমস্ত জনগণ।
কর্ম্মদেবী-দত্ত এই মালা সুশোভন॥
সরলা ভূপতি-বালা আমারে বরিলা।
অযাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা॥
কিন্তু এই নিবেদন শুন সহচরী।
—মালামাত্র শিরে ধরি পরি॥
যথা বিধি বিবাহের যদি পাই টীকা।
তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বালিকা॥'

"এই ব্যাপার দেখিয়া কত লোক কত কথা কহিতে লাগিল। অরণ্যকমলের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, সুতরাং মাণিক্য-দেবের ইচ্ছা ছিল না, যে সাধুর সহিত কর্ম্মদেবীর পরিণয় হয়। কিন্তু কুমারীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। বর-বধূ সুখে কালাতিবাহন করিতেছেন, এমন সময়ে অরণ্যকমলের পত্র আসিল। অরণ্য-কমল এই পত্রে সাধুকে ভৎ র্সনা করিয়া, যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন। সাধু পত্রের প্রত্যুত্তর দিলেন, এবং কর্ম্মদেবীর সহিত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে চন্দনা-নদী-তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সাধু পরাজিত হইলেন, এবং অরণ্যকমলের অস্ত্রাঘাতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। রাজকুমারী শোকে অধীরা হইয়া জ্বলন্ত চিতায় আত্ম-সমর্পণ করিলেন। যে স্থানে এই হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা 'কর্ম্মসরোবর' বলিয়া বিখ্যাত হইল।

"কবি এই বিষয় উপলক্ষণ করিয়া আপনার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সাবধান হইয়া পাঠ করিয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি? কর্ম্মদেবী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট

হইয়াছি। কখন বা ললিত ও মধুর রচনা বীক্ষণ করিয়া হৃদয় বিস্ময় বিকসিত হইয়াছে; কখন বা বীর্য্যোদ্ধত প্রণয়-সুকোমল বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অন্তরাত্মা অননুভূতপূর্ব্ব পরস্পর বিরোধি ভাব সমূহে বিলোড়িত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া কত শতবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। যিনি ক্ষণকালের জন্যও আমাদের মনে এইরূপ ভাব উদ্রিক্ত করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ প্রদান করি। যতক্ষণ আমরা কর্ম্মদেবী পাঠ করিয়াছি, অন্ততঃ ততক্ষণ হৃদয় এই দুর্দ্দশীকৃত সংসার হইতে আনীত হইয়া কোন এক রম্য উপবনে সুখ সঞ্চরণ করিয়া অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়াছে। আমরা যাহা বলিলাম তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমরা অনুরোধ করি, যে সহৃদয় পাঠকগণ কর্ম্মদেবী আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। তাহাতে নিশ্চয় জানিবেন যে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

"প্রস্তাবিত কাব্যের প্রশংসানন্তর সমালোচনের ধর্ম্মরক্ষার্থে তাহার দোষেরও কিঞ্চিৎ বর্ণন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে তদ্বিষয়ে গ্রন্থে তাদৃশ অবকাশ নাই, কেবল এক বিষয়ের আমরা এস্থলে

উল্লেখ করিব; তাহা বিশেষ উৎকট নহে তত্রাপি তাহাতে গ্রন্থকারের দৃষ্টির হানি হইয়াছে, মানিতে হইবে। ছন্দোময় কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থল বিশেষে কি প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ করিলে কাব্য উত্তম হইতে পারে, ইহা কবির নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারাই কবির কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইবে যে যেখানে বীররস বিষয়ক কাব্য বলিতে হইবেক সেই স্থলে তদুপযুক্ত বীর্য্য বিশিষ্ট ছন্দঃ প্রয়োগ করাই উচিত। আদিরস বিষয়ক বর্ণনা করিতে হইলে বীররসের ছন্দঃ তথায় প্রয়োগ করা কোন মতেই পরিপাটী হয় না। স্ত্রীলোকের কথোপ-কথন স্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দঃ প্রয়োগ করা যথার্থ কবির লক্ষণ নহে। তাহা হইলে কাব্যের অপকর্ষ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, আর কবিরও মানের হানি হয়। আমরা ভবভূতিকে একজন মহাকবি বলিয়া জানি। যে ব্যক্তি তাঁহার উত্তরচরিত, বীরচরিত, মালতীমাধব পাঠ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার কবিত্ব গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহাকাব্যেরও অনেকস্থলে আমরা নিন্দা করিয়া থাকি। তিনি মালতীমাধব মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের মুখ হইতে এমনি সমস্ত পদ ও কঠিন

কঠিন শব্দ বিনির্গত করাইয়াছেন, যে বড় বড় বিদ্বান্ লোকের মুখ হইতেও সে প্রকার শব্দ ও পদ নির্গত হওয়া সম্ভব নহে। শ্রীহর্ষ এ বিষয়ে ভবভূতি অপেক্ষা প্রশংসনীয়। তিনি আপন রত্নাবলীর প্রাকৃতে তাহার বিশেষ নিদর্শন দিয়াছেন। তথায় স্ত্রীলোকের মুখ হইতে যে প্রকার কোমল মধুর শব্দ নির্গত হওয়া উচিত, কবি তদ্বিষয়ে যতদূর করিতে পারেন করিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন রত্নাবলী বিলাপ করিয়া আপনার দুঃখ আপনাকে জানাইতেছেন, সেই সময়ে কবি শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে, যে প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, সংস্কৃতজ্ঞ কোন্ ব্যক্তির তাহা অবিদিত আছে? কালিদাসের এ বিষয়ে কথাই নাই। বিলাপের সময় কি প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়া সকলে বিলাপ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এই দুইস্থল পাঠ করিতে করিতে বোধ হয় যেন কোন মর্ত্ত্য যথার্থই বিলাপ করিতেছে, তাহা কবির রচনা নহে। যদি কালিদাস অজ-বিলাপ আর রতি-বিলাপের সময় সেই প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ না করিয়া শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দঃ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে কখনই কথিত

দুই বিলাপের এত সমাদর হইত না। পরন্তু কালিদাস প্রভৃতির কথায় প্রয়োজন কি? আমাদের ভারতচন্দ্র ছন্দঃপ্রয়োগ বিষয়ে সামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার দক্ষযজ্ঞ-নাশ ও রতি-বিলাপ, এই দুই স্থলের ছন্দঃ পাঠ করিলে বোধ হয় যেন প্রকৃত কেহ সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি তিনি রতিবিলাপের সে প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ না করিয়া দক্ষযজ্ঞ নাশের ছন্দঃ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই তাঁহার প্রশংসা করিতাম না। ফলে শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই, এবং কোন কোন স্থলে তিনি শৃগালের গর্ত্ত হইতে বৃহদাকার গজেন্দ্র বহিষ্কৃত করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের উক্তিস্থলে যে প্রকার ছন্দঃ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার স্থানে অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছে! সাধুর মরণের পর কর্ম্মদেবী খেদ করিয়া তাঁহার সহোদরকে কহিতেছেন—

কপোতিনী কপোত ধিয়ায়, হায়! বিধি আনি মিলাইল তায়।
হইতে না হইতে মিলন সুখ, ঘটিল বিরহ ঘোর দায়॥
কোথা থেকে আইল নিষাদ ক্রুর, কপোত মারিল বিষবাণে।
কাতরা কপোত বধূ বিরহের বাণে কিবা আশ্বাস পরাণে॥

"সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, বিলাপ স্থলে

এরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ উচিত কি না। ভারতচন্দ্রের রতি বিলাপের ছন্দের সহিত ইহার তুলনা করিলে কত অন্তর হইবে, তাহা যাঁহারা এই দুইস্থল পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। তিনি আরও একস্থলে যেখানে সাধু সংগ্রাম সজ্জা করিয়া কর্ম্মদেবীর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছেন, সেই খানে—

'আইলাম বিধুমুখী বিদায় লইতে তব কাছে হে।
নিবেদন তব প্রতি আমার আর কি বল আছে হে।

এইরূপ ছন্দঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা কোন মতেই উচিত নহে। ইহাতে করুণা রসের কিছুমাত্র উদ্রেক হয় নাই। বিশেষতঃ এরূপ স্থলেই বারম্বার 'হে' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া রসের হানি করিয়াছেন।

"আর কয়েক স্থানেও ছন্দের অনুপযুক্ততা দৃষ্ট হয়। আর নায়িকার স্বভাব রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকের মত সকল স্থলে বর্ণিত হয় নাই। কোন কোন স্থলে গ্রন্থকর্ত্তার স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সমুদায়ে বিবেচনা করিলে আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি গ্রন্থখানি কমনীয় হইয়াছে।"

কৃষ্ণদাস পালের অভিমত।

স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস পালও তৎসম্পাদিত 'হিন্দু-

পেট্রিয়ট' পত্রে (২২ শে ডিসেম্বর ১৮৬২) কর্ম্মদেবীর একটী বিস্তৃত সমালোচনা করেন। তাহা হইতে কিয়দংশ মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ঃ

Karmadevi or the Rajput Wife—A Poem by Baboo Rungo Lall Banerjea. —We have to acknowledge with thanks the receipt of a copy of the above publication. Better known as a poet than as a prose writer Baboo Rungo Lall Banerjea the author of the work under acknowledgment, has with Mr. M. M. S. Dutt, reared up a poetical literature in our language, which may be confidently placed both in the hands of the learner as well as the scholar. Neither is our author unknown to the journalistic craft. He now occupies we believe the editorial chair of the Education Gazette, of which he was originally the projector and editor. The present work is appro-

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর

priately dedicated to Baboo Rajendra Lall Mitter. The story is simple and the incidents natural, while the versification is easy and flowing at times dignified and eloquent.

অতঃপর গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ বর্ণন করিয়া কৃষ্ণদাস উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—

This little episode from the Rajpootana legends is an edifying comment upon the spirit of the laws and customs of the Rajpoot tribe; and a simple tale like that presented by Baboo Rungo Lall Banerjea in a Bengali dress cannot but be read with deep interest by those of our educated countrymen, who take delight in the worship of the Muses, or desire to study the romance of Rajpoot life.

অন্যান্য মনীষিগণের অভিমত।

'কর্ম্মদেবী' অন্যান্য সুধী সমালোচকগণের নিকট

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

হইতেও যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুপণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রে উহার যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আছে—

"ইহা পদ্মিনী উপাখ্যানের সহোদর। ইহার জনয়িতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত অধিকতর প্রয়াস পাইতে হয় না। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি।

"কর্ম্মদেবীর কবিতাগুলি পাঠ করিয়া যে সময়ে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল, তৎসমকালেই বোধ হইতে লাগিল, কবিতাগুলি রঙ্গলাল বাবুর লেখনী হইতে অনর্গল বিনির্গত হয় নাই। ইহার প্রণয়নার্থ তাঁহাকে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। * * যাহা হউক, আমরা এই গ্রন্থের গুণবর্ণন বিষয়ে পাঠকগণকে সংক্ষেপে কহিতেছি, আমরা ইহা পাঠ করিয়া অসন্তুষ্ট হই নাই এবং পরিশ্রমও বিফল বোধ করি নাই।"

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও এই পুস্তকে রাজপুত রমণীর 'সাহস, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে' দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন এবং সাধুর মৃত্যুর পর ভ্রাতার নিকট কর্ম্ম-

দেবীর বক্তৃতার সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন। ইহার বিশুদ্ধ ভাব এবং অশ্লীলতালেশশূন্যতারও তিনি উচিত প্রশংসা করিয়াছেন।

স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে পদ্মিনীর বৃহৎ উপাখ্যান শ্রবণের যে অযৌক্তিকতা ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সমালোচকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কবি কর্ম্মদেবীতে ব্রাহ্মণকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দিয়া সেই দোষ পরিহার করিয়াছেন দেখিয়াও ন্যায়রত্ন মহাশয় সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থ মধ্যে কয়েকটি ব্যাকরণ-দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। এগুলি সম্ভবতঃ প্রবাসে কবির অনুপস্থিতি নিবন্ধন ঘটিয়া থাকিবে, কারণ ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন যে বিদেশে থাকিয়া নির্ভুলভাবে গ্রন্থ মুদ্রিত করা এদেশে একপ্রকার অসম্ভব।

সমালোচকগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ সকলেই একবাক্যে কর্ম্মদেবীর সুখ্যাতি করিয়া-

ছেন। রহস্য-সন্দর্ভের সমালোচনায় কাব্যের তিনটী দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

(১) কয়েকটি শব্দ বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) ছন্দঃপ্রয়োগ স্থানে স্থানে অনুপযুক্ত হইয়াছে।

(৩) রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকগণ কোন কোন স্থলে স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় বর্ণিতা হইয়াছেন।

প্রথম দোষ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে কবি সামান্য চেষ্টা করিলেই অভিধান হইতে প্রতিশব্দ অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু বোধ হয় মাইকেলের ন্যায় অভিধান খুঁজিয়া অপ্রচলিত শব্দ বাহির করিয়া কাব্যে প্রয়োগ করা অপেক্ষা কবি সুপ্রচলিত শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন।

ছন্দঃ প্রয়োগ স্থানে স্থানে অনুপযুক্ত হইয়াছে ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু সমালোচক স্বয়ংই বলিয়াছেন ভবভূতির ন্যায় জগৎপূজ্য কবিও এই দোষ হইতে মুক্ত নহেন। আমাদের মনে হয় কবি নানাবিধ ছন্দে কাব্যরচনায় তাঁহার অধিকার প্রদর্শন করিবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে গ্রথিত করিয়াছেন। নতুবা কেবল পয়ারেও যে সকল প্রকার রসের অবতারণা করা যায়

ইহা কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজস্থানীয় স্ত্রীলোকগণকে স্বদেশীয় মহিলাগণের ন্যায় চিত্রিত করিয়া কবি বোধ হয় ভালই করিয়াছেন। কাব্য ইতিহাস নহে। বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ সকলেই এইরূপ করিয়াছেন। কবিজনোচিত স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া রঙ্গলাল যে ভাবে পদ্মিনী বা কর্ম্মদেবীকে চিত্রিত করিয়াছেন ইহাতেই বাঙ্গালীর নিকট চিত্রগুলি অধিকতর মনোহর হইয়াছে। রাজপুত ও বাঙ্গালী যে একই জাতি, তাহাদের সভ্যতা ও নৈতিক আদর্শ যে এক, তাহা রঙ্গলালই প্রথমে আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন, এজন্য আমরা কবির নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

সমালোচনের ধর্ম্মরক্ষার্থ রহস্য-সন্দর্ভ-সমালোচক উপরিউক্ত দোষগুলির উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাব্যের গুণও তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—"কখন বা ললিত ও মধুর রচনা বীক্ষণ করিয়া হৃদয় বিস্ময়-বিকসিত হইয়াছে, কখন বা বীর্য্যোদ্ধত প্রণয়-সুকোমল বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অন্তরাত্মা অননুভূতপূর্ব্ব পরস্পর-বিরোধি ভাব সমূহে

বিলোড়িত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া কত শতবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। যিনি ক্ষণকালের জন্যও আমাদের মনে এইরূপ ভাব উদ্রিক্ত করিতে পারেন, আমরা তাঁহাকে সহস্র সহস্র সাধুবাদ প্রদান করি। যতক্ষণ আমরা কর্ম্মদেবী পাঠ করিয়াছি, অন্ততঃ ততক্ষণ হৃদয় এই দুর্দ্দশাক্লিষ্ট সংসার হইতে আনীত হইয়া কোন এক রম্য উপবনে সুখ সঞ্চরণ করিয়া অমৃত হ্রদে অবগাহন করিয়াছে।" এই উক্তি অতি যথার্থ এবং অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা হইতে পারে না।

আমরা স্থানাভাব বশতঃ এই কাব্যের সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। একস্থানে স্বদেশপ্রেমিক কবি বলিতেছেন,—

হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥

নাহি সরলতা লেশ, ছেয়েছে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন!
কবে পুন বীর-রসে, জগৎ ভরিবে যশে
ভারত ভাস্বর হবে পুন?
আর কি সেদিন হবে, একতার সূত্রে সবে
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্ত্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্ত্তি,
সুখদ সরল আচরণে?

আর একস্থানে বিদেশীয় বণিকগণ অবাধ বাণিজ্যের সুফল বর্ণনা করিতেছেন ও স্বদেশপ্রেমিক ভারতসন্তান বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতির এইরূপে সমর্থন করিতেছেন:—

আমরা বণিক জাতি বাণিজ্য ব্যবসা।
জগতের হিতব্রতে ভাগ্যের ভরসা॥
যথায় বিরাজে শান্তি সুখ সিংহাসনে।
তথায় বণিক যায় ধন-অন্বেষণে॥
সেই দেশে কমলার শুভ দৃষ্টি হয়।
মান কি না এই কথা হিন্দু মহাশয়?

ইঙ্গলোল

হিন্দুস্থান শান্তিস্থান সংবাদ শ্রবণে।
এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে॥
সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি।
বণিকের ধন বৃদ্ধি তাহার সংহতি॥
দেখিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট।
এ সকল নহে দেশ করিবারে লুট॥
মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশা।
দ্রব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্য আসা॥

* * *

উত্তরে কহিছে সাধু শুনহে পাঠান।
মানিলাম যা বলিলে সব সপ্রমাণ॥
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী শাস্ত্রের লিখন।
সকল দেশের তায়, উন্নতি সাধন॥
ক্রেতা বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল।
বাণিজ্যে রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল॥
কি কারণে এহেন বাণিজ্য সুখ সেতু।
অবরোধ করি আমি শুন তার হেতু॥
পূর্ব্বে এই পুণ্য ভূমি বাণিজ্যের ধনে।
ধনবতী হয়েছিল বিখ্যাত ভুবনে॥
দিগ্ দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর।
এদেশে আসিত কত বণিক নিকর॥

বাণিজ্য সামগ্রী নানা লয়ে যেত দেশে।
ভারতের ধনবৃদ্ধি হত্যো সবিশেষে ॥
এক এক নগরের কত ছিল ধন।
অদ্যাপি না হয় তার সংখ্যা নিরূপণ ॥
একা কান্যকুব্জপুরে, অপূর্ব্ব আখ্যান।
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান ॥
সুবর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে।
দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তূপাকারে ॥
সোমনাথ, মধুপুরী আর কালিঞ্জরে।
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে ॥
কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন?
কে হরিল সে সকল কুবেরের ধন?
কে করিল পুণ্যভূমি, দুঃখেতে নিক্ষেপ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ?
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।
কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ?
কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ?
তোমরা জাননা কি হে সেই ইতিহাস?
যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতি, গোত্রভব ॥
হাজার মঙ্গল-ব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি ॥
এরূপ বাণিজ্য ছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানা দেশে ॥

অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি ?
দুর্গতির প্রতিফল, স্বরূপ দুর্গতি ॥
কি ছার বাণিজ্য দ্রব্য এদেশে এনেছ ?
তোমাদের দেশ বড় উর্ব্বর জেনেছ ?
জাননা ভারত-ভূমি লক্ষ্মীর আবাস ?
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস ?
কোন্ 'মেবা' নাহি জন্মে ইহার ভিতর ?
কর্ব্যে এস্তো হিমালয়ে নয়নগোচর ॥
ঈরাণেতে যত 'মেবা' জনমিয়া থাকে।
এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে ॥
তা ভিন্ন অনেক 'মেবা' হেনরূপ আছে।
এ দেশ ব্যতীত আর কোথা নাহি বাঁচে ॥
রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার ?
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার ॥
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
কারণ-সলিলে পূর্ণ তাহার উদর।
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ?
পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর ॥
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশ ॥
আর এক ফল আছে, নাম আনারস।
নন্দন-কানন-থেকে বুঝি আনা রস ॥
নন্দনপতির ন্যায় সহস্র লোচন।
উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ ॥

শিরেতে পল্লবগুচ্ছ, পুচ্ছের আকার।
হেমময় কিরীট কাননে অবতার ॥
অপূর্ব্ব সৌরভামোদে, মেতে উঠে মন।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যুটে মধুকরগণ ॥
বিফলে ছুটিয়ে আসা, বিফল সে যোটা।
অলির অসাধ্য খেতে রস এক ফোঁটা ॥
যথা কৃপণের ধনে, যাচক বঞ্চিত।
গতায়াত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ ॥
এইরূপ, কতরূপ, এ দেশের ফল।
বিশেষিয়া বাহুল্য বর্ণন সে সকল ॥
আনিয়াছ বসন, সুগন্ধ, সঙ্গে যাহা।
এ দেশের দুর্লভ কিছুই নহে তাহা ॥
ঢাকা কাশ্মীরের তন্ত্রে, কি শিল্প চাতুরী।
অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি ॥
এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তুরী, মৃগমদ।
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন, বিশদ ॥
এই দেশে মল্লিকা, যূথিকা, আর জাতি।
এই দেশে মালতী, সেবতী নানা ভাতি ॥
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জয়িত্রী, কর্পূর, চুয়া, পুগ আদি ফল ॥
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এদেশে।
পূর্ব্ব-পয়োধির দ্বীপ-মালায় বিশেষে ॥
আমোদে আমোদ পেয়ে প্রভাত পবনে।
হাস্যোদয় হয় বৃদ্ধ-বারিধি-বদনে ॥

সেই সব অপূর্ব্ব সুগন্ধ দ্রব্যচয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয়॥
ভারতে না জন্মে যাহা না জন্মে জগতে।
জগতে সর্ব্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে॥
এই দেশে এতবিধ দ্রব্যের প্রকাশ।
এই দেশে এতবিধ লোকের নিবাস॥
অন্য দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই॥
লয়ে যাও যত পার পেস্তা আখরোট।
লয়ে যাও বিদেশে দাড়িম মোট মোট॥

*　　*　　*

এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন।
তোমরা এদেশ থেকে করেছ হরণ॥
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন।
দ্রুত বেগে সিন্ধু-পারে-কর পলায়ন॥
ধন আশে পুনঃ আর এস না এদেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে॥"

কাব্যে ভারতের আর্থনীতিক সমস্যার এরূপ সুন্দর আলোচনা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

'কর্ম্মদেবীর' নানা স্থানে যে সকল সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ বর্ণনা আছে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। "কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ" উটের বর্ণনা বাল্যকালে অনেক পাঠকই বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়া থাকিবেন। এক-স্থানে নানাবিধ মেওয়ার যে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বিশেষ-ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমিক কবির এই কাব্য মধ্যে অনেক স্থলেই তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি আছে। অনেক গুলি শ্লোক বাঙ্গালার সুভাষিত সংগ্রহে চিরদিন স্থান পাইবার যোগ্য। কোন কোন অংশ পাঠে ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনা মনে পড়ে, যথা,

গুণ-গরীয়ান্ গণ্য গায়ক যেমন,
গাইলে বীণার তানে মধুর গাথন,
ফুরায়ে গিয়াছে গীত, তবু জ্ঞান হয়।
শ্রবণ-বিবরে বাজে গান সুধাময়।

পদগুলি অমর কবি শেলীর নিম্নলিখিত পদগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়

"Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory."

পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশ করিয়া রঙ্গলাল যে সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, 'কর্ম্মদেবী' প্রকাশে তাহা বহুল পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইল। নানাবিধ ছন্দে অনর্গল কবিতা রচনায় কবি যে কতদূর শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পাইল। অমর কবি দীনবন্ধু এই অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি সন্দর্শন করিয়াই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে কবির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন :—

কবিবর রঙ্গলাল রসিক রতন,
নানাছন্দে কবিতারে করেছে বরণ,
চলিলে লেখনীলতা ইচ্ছা সমীরণে,
নিমেষে ধরণী ভরে পয়ার সুমনে.
দিয়াছে তনয়াদ্বয় সাহিত্য-সংসারে,
'কর্ম্মদেবী', 'পদ্মিনী' শোভিতা রত্নহারে।"

নবম পরিচ্ছেদ

উড়িষ্যায় রাজকার্য্য—“রহস্য-সন্দর্ভ”—“শূরসুন্দরী”

(১৮৬৩-৬৮)

উড়িষ্যায় রাজকার্য্য।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে নদীয়ায় রাজকার্য্যের অবসানে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই) রঙ্গলাল বালেশ্বরে অস্থায়িভাবে ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর তিনি দুই শত টাকা বেতনে কটকের ডেপুটী কলেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত হইয়া তিন শত টাকা হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী রঙ্গলাল হুগলীতে স্থানান্তরিত হন। সুতরাং কিঞ্চিদধিক পাঁচ বৎসর কাল রঙ্গলাল উড়িষ্যায় রাজকার্য্য সম্পাদন করেন। ইহার পরে পুনরায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী পর্য্যন্ত রঙ্গ-

লাল কটকের ডেপুটী কলেক্টর হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাঁহার প্রথমবার উড়িষ্যায় অবস্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে।

রঙ্গলাল উড়িষ্যায় যে রাজকার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার উপর যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন। পুরাতন কলিকাতা গেজেট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বালেশ্বরে অবস্থান কালে তিনি তত্রত্য শিক্ষাসমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বোর্ড অব্ রেভিনিউ কটকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কটকের শিক্ষা-সমিতির সদস্যও নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শাসন ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয় এবং পরবৎসর তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় শিক্ষাসমিতির সদস্য ও উন্মাদাগারের পরিদর্শক নিযুক্ত হন।

রঙ্গলাল উড়িষ্যায় অবস্থানকালে সেই প্রদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেরূপ দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে অতি অল্পই হইয়াছে। সরকারী রিপোর্টে

স্যর সিসিল বীডন
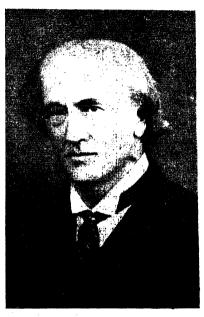
প্রকাশ যে এই প্রদেশের অর্দ্ধেক লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। বোর্ড অব্ রেভিনিউ এবং বাঙ্গলার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যর সিসল বীডনের দীর্ঘসূত্রতার ফলেই এত অধিক প্রাণনাশ হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা এই দুর্ভিক্ষ যে কিরূপ ভীষণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাহা অতিরঞ্জিত মনে করিয়া অতি সংযত ভাবে যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে উড়িষ্যার নবনিযুক্ত অস্থায়ী কমিশনর র‍্যাভেনশ প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারেন নাই। তাঁহার রিপোর্ট পাইয়া বোর্ড অব্ রেভিনিউ ব্যাপারটি সামান্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং দুর্ভিক্ষ দমনের যথোচিত চেষ্টা করেন নাই। 'বেঙ্গলী'তে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 'হিন্দুপেট্রিয়টে' কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত বিবরণ প্রদান করিয়া স্যর সিসিল বীডনকে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দীর্ঘসূত্রতার ফলে উড়িষ্যা প্রদেশের অর্দ্ধেক লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করে। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট ভারত গবর্ণমেন্টের কৈফিয়ত

টি, ই র‍্যাভেনশা

চাহিয়াছিলেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট কমিশন নিযুক্ত করিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্ট পাইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে কেবল কমিশনর ও বোর্ড অব রেভিনিউই তিরস্কৃত হন নাই, এরূপ মহাসঙ্কট সময়ে ছোটলাট বাহাদুরও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেন নাই বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বড়লাট বাহাদুর লিখিয়াছিলেন,

"We find ourselves unable to speak with satisfaction or approval of the mode in which the emergency was met by the Leiutenant Governor."

এই সময় হইতেই নিয়ম হয় যে এ সকল ব্যাপার অতঃপর কমিশনরেরা বোর্ড অব্ রেভিনিউএর গোচরে না আনিয়া একেবারে গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন। বিলাতে হৌস অব কমন্স সভাতেও স্যর সিসিলের কার্য্য তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট স্যর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এই আলোচনার উপসংহারে বলেন ঃ—

স্যর ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট

"This catastrophe must always remain a monument of our failure, a humiliation to the people of the country, to the Government of this country, and to those of our Indian officials of whom we had been perhaps a little proud."

রঙ্গলাল এই দুর্ভিক্ষের সময়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এবং ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে নানা বিষয় সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন। উড়িষ্যার কমিশনর মিষ্টার টি-ই-র‍্যাভেনশা তাঁহার কার্য্যতৎপরতায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পারিবারিক জীবন। তখন উড়িষ্যা প্রদেশে যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না, এবং রঙ্গলাল উড়িষ্যায় নিয়োগের পর কিছুকাল তাঁহার পরিবারবর্গকে তথায় লইয়া যাইতে পারেন নাই এবং খিদিরপুরেও আসিয়া পরিবারবর্গকে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এমন কি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের সময়েও তিনি গৃহে আসিতে পারেন নাই। তাঁহাকে এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ যে সকল পত্র লিখিয়া ছিলেন

তাহা হইতে তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কোন কোন পত্র হইতে অংশবিশেষ নিয়ে অনুবাদিত করিয়া দিলাম ঃ—

[বালেশ্বরের ঠিকানায় প্রেরিত হরিমোহনের পত্র হইতে]

৪-২-৬৩। যজ্ঞেশ্বর পরীক্ষা দিয়াছে কিন্তু এম-এ পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই। জনু পড়াশুনা করিতেছে।

৮-২-৬৩। আশা করি আপনি এতদিনে আপনার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত দেখা করিয়াছেন।

১০-২-৬৩। গত পত্রে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী আপনার পুস্তক বিক্রয়ের যে হিসাব দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমিশন ও অন্যান্য খরচ বাদে ১১৫৸৴১০ মোট আদায় হইয়াছে। ২৫শে জানুয়ারি তারিখ সম্বলিত পত্রে মিঃ লিণ্ডসে আপনাকে উক্ত টাকা লইবার জন্য একটী রসিদ পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে আপনার আদেশমত মেদিনীপুরে দুর্গারাম বসুকে যে ১০০ কপি 'কর্ম্মদেবী' পাঠান যায় তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। যথা কর্ত্তব্য করিবেন। অদ্য প্রাতে আমার একটী কন্যা হইয়াছে।

(তারিখ নাই) শ্রীনাথবাবুকে কপির জন্য বলিয়াছিলাম। তিনি তারিখটী জানিতে চাহেন। আপনি তাঁহাকে তারিখটী জানাইবেন কারণ মিষ্টার হার্শেলের রিপোর্টটী আপনার অতি প্রয়োজনীয়। ৭ রাত্রি গঙ্গাতীরে বাস করিয়া বড় মামী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভয়ানক ক্ষতি হইল, সন্দেহ নাই। আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলাম।

৩১-৩-৬৩। বড় মামীমার শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৫০৲ টাকা খরচ হইল। * * মণি উপর হইতে পড়িয়া যায়। আশ্চর্য্য রূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে। আঘাত খুব বেশী নহে।

৭-৫-৬৩ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে মিষ্টার কর্ণেল আপনাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কমিশনারের অফিসের হেডক্লার্ক মহাশয়কে মিঃ এইচ এর মন্তব্যের জন্য বলিয়াছি। সে বলে বোধ হয় শ্রীনাথ বাবুর * কাছে তাহা আছে এবং তিনি নিজেই উহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শুনিতেছি দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বৎসরের ছুটী লইবেন এবং কৃষ্ণনগর হইতে * * ২৪ পরগণায় আসিবেন। মিঃ সির নিকট হইতে ভাল সুপারিশ পত্র লইয়া মিঃ এইচ এর রিপোর্ট সহ এই কাযের জন্য চেষ্টা করিলে ভাল হয় না কি? * * প্রসন্নর জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।

[পূর্ব্ব পত্রে তোমার উড়িয়া ভাষা শিক্ষার বিষয় অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি।—অম্বিকাচরণ]

২৬-৫-৬৩। শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে মিষ্টার কর্ণেল আপনাকে বন্ধুভাবে দেখিতেছেন। আজি কালিকার সময় অতি মন্দ, উন্নতিলাভ করিলে সুসময় পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। সমস্তই

---

* 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ তখন নদীয়া (অধুনা প্রেসিডেন্সী) বিভাগের কমিশনরের পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন। পরে ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

শ্রীনাথ ঘোষ

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। প্যারী ও মধুর সহিত বাড়ী সম্বন্ধে সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, হরকামিনী আপিল তুলিয়া লইয়াছে। * * হালিসহরের মামী মারা গিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে গোলযোগ ঘটিয়াছে।

৮ ৬-৬৩। আপনার কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে কষ্ট হইতেছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম। আমাদের কতক গুলি লোক উড়িষ্যাবাসী, পূর্ব্বে সংবাদ পাইলে তাহাদের দ্বারা আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি পাঠাইতে পারিতাম। * * যজ্ঞেশ্বরের পত্র পাইয়াছেন বোধ হয়। বেচারী এখনও গবর্ণমেণ্টের কোনও চাকরী পায় নাই।

২৪-৭-৬৩। আপনি পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিতে পারিবেন না শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। জনুর বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত এই যে তাহার এ বৎসরের পরীক্ষার ফল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। তাহার পড়াশুনায় কোন রূপ বিঘ্ন উৎপাদন করা আমাদের উচিত নহে। যদি সে অকৃতকার্য্য হয়, তাহার বিবাহ দেওয়া যাইবে। কটকে পরিবার পাঠাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার এখনও যথেষ্ট সময় আছে। দাদা তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত করিবেন, বহিখানি যন্ত্রস্থ।

৬-৮-৬৩। মণি পড়িয়া গিয়াছে এ সংবাদে আপনি অত্যন্ত আঘাত পাইবেন জানিতাম কিন্তু অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত নাই। ছেলেটা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। বাম হস্তের একটি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্প্লিণ্ট দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বোধ

হয় দিন কুড়ির মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করিবে। ননী প্রায়ই আপনার নাম করে এবং বলে আপনি বাড়ী আসিবার সময় তাহার জন্য ময়ূর লইয়া আসিবেন। ছেলেরা সব ভাল আছে। আমি শ্রীনাথবাবুকে বলিয়াছি আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিবেন। বালেশ্বর তাঁহার অতি প্রিয় এবং তিনি আপনার নিকট হইতে সকল সংবাদ জানিতে উৎসুক। * * শুনিতেছি প্যারী মধুর সহিত মিটমাট করিতে রাজী হইয়াছে এবং দিগম্বর মধ্যস্থতা করিতেছেন। সুতরাং সকল সুব্যবস্থা হইলে আমরা এক মাসের মধ্যে বাড়ীটা পাইতে পারি।

২৯-৮-৬৩। যজ্ঞেশ্বর এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ হোর্ডসের স্থানে অস্থায়ী ভাবে অধ্যাপনা করিতেছে।

৯-১০-৬৩। দাদা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করিবেন। তিনি বলিতেছেন এক মাস তিনি বাহিরে থাকিবেন। কিন্তু তিনি ১০ দিনের বেশী থাকিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। প্রসন্নর জন্য আপনি কিছু করিতেছেন না বলিয়া জগৎ একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

১৫-১০-৬৩। দাদা অদ্য প্রাতে বারাণসী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি গয়া ও বৃন্দাবনেও যাইবেন, সুতরাং ফিরিতে এক মাস লাগিবে। তাঁহার দেশ-ভ্রমণের ব্যয় পাঁচ শত টাকার কম হইবে না। আপনি রেজিষ্ট্রারকে টেলিগ্রাফ করিলে ভাল করিতেন। কেরাণীদের লেখা ঠিক হয় নাই কারণ সাহেবেরা সন্দেহ করেন যে নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা ডেপুটীদের সহিত পত্র-বিনিময় করে।

আপনার দরখাস্ত এখনও এখানে পৌঁছায় নাই, সুতরাং এখানে আপনার আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আমার বোধ হয় আপনার উচিত জন্নুর বিবাহের সময়ে ছুটী লওয়া। শুভকার্য্য সম্পন্ন হইলে আপনি পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে পারেন। আপনি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করেন তাহা হইলে এখন মিঃ কর্ণেলকে ছুটিতে আসিবার অনুমতি প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।

২৯-১০-৬৩। দাদা এখন বৃন্দাবনে, আমি আগ্রা হইতে তাঁহার পত্র পাইয়াছি। * * আপনি পূজার সময় না আসায় ননী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে।

৩০-১০-৬৩। ২৪শে তারিখে এলাহাবাদ হইতে দাদা লিখিয়াছেন, জায়গাটী তাহার বেশ ভাল লাগিয়াছে এবং ২৮শে তিনি আগ্রা যাইবেন ; বোধ হয় এতক্ষণে তিনি তাঁহার প্রিয় বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি ছুটিতে বাড়ী আসিবার অনুমতি পাইয়াছেন কি না তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি যদি পত্র লিখিতে ইচ্ছা করেন ত এলাহাবাদে ই-আই-আর লোকো ডিপার্ট-মেণ্টের বাবু প্রসন্নকুমার সেনের কেয়ারে পত্র লিখিবেন। তাঁহাকে গয়ায় যাইতে অনুরোধ করিবেন, কারণ প্রায় চারিশত টাকা খরচই যখন হইল, তখন পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডদানরূপ অত্যাবশ্যক কার্য্যটী বাকী রাখা উচিত নহে।

১০-১১-৬৩। ছোট মাসী সঙ্কটাপন্ন জ্বর রোগে আক্রান্ত। তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখনও প্রাণটুকু আছে

কিন্তু এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। ভয়ানক দুঃখের বিষয়।

১৬-১১-৬৩। গত সপ্তাহ ছোট মাসীকে লইয়াই বিব্রত ছিলাম। গঙ্গাতীরে এক সপ্তাহ বাস করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাকে তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তজ্জন্য তিনি ৪০০৲ রাখিয়া গিয়াছেন। ৩৩ দিন পরে দাদা দেশ-ভ্রমণান্তে বাটী ফিরিয়াছেন। দেশ-ভ্রমণে তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। বড়-বৌ জ্বরে ভুগিতেছেন। তিনি পাঁচমাস অন্তঃসত্ত্বা।

২৬-১১-৬৩। শ্রাদ্ধের জন্য ব্যস্ত থাকায় ইতঃপূর্ব্বে পত্র লিখিতে পারি নাই। মেজবৌ, পানু ও মতির জ্বর হইয়াছিল। যাদববাবু ঔষধাদির ব্যবস্থা করেন। এখন সকলেই ভাল আছে। ঋতু-পরিবর্ত্তনের জন্য এইরূপ জ্বর হইতেছে।

[আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি সৌন্দর্য্য-সন্দর্ভ পড়ি নাই—দেখিও নাই, কিন্তু দেখিতে ইচ্ছা করি—অম্বিকা-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

২০-১২-৬৩। জনুর পরীক্ষার ফল এখনও জানা যায় নাই, কিন্তু সে বলে সে কৃতকার্য্য হইবে। আমি ভবানীপুরে তাহার জন্য পাত্রী দেখিতে গিয়াছিলাম—বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। পূর্ব্বপত্রে বোধ হয় লিখিয়াছি, কন্যাটী পরমাসুন্দরী না হইলেও চলনসই। বংশটী বেশ সম্ভ্রান্ত, তবে শুনিতে পাই প্রসন্ন একটী 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়াছেন। এখন তাঁহার মাসিক আয় একশত টাকা। আজ প্রাতে ঘটক কথাবার্ত্তা

পাকা করিতে আসিয়াছিল। আমি বলিয়াছি যদি প্রসন্ন এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকেন ত আমি বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে পারিব।

২২-১২-৬৩। শুনিয়াছি কটক খুব সুন্দর জায়গা—বিশেষতঃ শীতকালে। যথাসম্ভব অল্প জিনিষ সঙ্গে লইয়া যাইবেন কারণ বেশী জিনিষ লইয়া যাওয়ায় অনর্থক খরচবৃদ্ধি। জনুর বিবাহ আগামী বাঙ্গালা মাসেই স্থির করিতে হইবে। আমার বোধ হয় ভবানীপুরের লোকেরা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবে।

৯-৪-৬৪। দাদার একটী কন্যা হইয়াছে। পানু, হীরামতি, সুশীলা ও ছোট মেয়েটার হামজ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল আছে, দুধ ভাত খাইয়াছে। ননীর আজ প্রাতে জ্বর হইয়াছে, বোধ হয় হাম হইবে। প্রসন্ন এখানে আছে।

১৬-৪-৬৪। পত্র বাহক আমাদের মাল ওজন করে, ছেলের বিবাহ দিতে দেশে যাইতেছে। তাহার সহিত কিছু মসলা, এক জোড়া ধুতী ও একজোড়া উড়ানী পাঠাইলাম। যজ্ঞেশ্বর রাজসাহীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছে, চাকুরী লইবে কিনা জানি না। এখানে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের কুঁড়ে ঘর গুলি, অরফ্যানগঞ্জ এবং রাজার বাজার ভস্মীভূত হইয়াছে।

২১-৪-৬৪। যজ্ঞেশ্বর রামপুর বোয়ালিয়ার জন্য রবিবার যাত্রা করিবে। খিদিরপুরের অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় যাহারা গৃহহীন হইয়াছে

যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়

তাহাদের সাহায্যার্থ চাঁদা তুলা হইতেছে। খিদিরপুরে ইহার মধ্যেই ১০০০৲ এবং বাহির হইতে ১৫০০৲ উঠিয়াছে। খিদিরপুরের তিন ভাগের দুই ভাগ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছে। ষ্ট্যাম্প অফিসে ১০০৲ টাকা বেতনের একটি চাকুরীর জন্য মৃত্যুঞ্জয় চেষ্টা করিতেছে। ১০০০০৲ জমা দিতে হইবে। সে ৭০০০৲ যোগাড় করিয়াছে, বাকী ৩০০০৲ দরকার। আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তাহাকে টাকা দিলে প্রসন্নকে চাকুরীতে বসাইবার একটা সুযোগ পাওয়া যাইবে। আপনার কি মত লিখিবেন।...যদি আপনাকে নিয়মিত ভাবে ডেপুটী শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকে তাহা হইলে আমার বোধ হয় নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়া আপনার উচিত। খুব গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। ছেলেরা ভাল আছে, স্কুলে যাইতেছে।

২৯-৪-৬৪। মৃত্যুঞ্জয়কে ৫৫০০ টাকার কাগজ দিব। সে চাক্‌রী পাইলে প্রসন্নকে একটি চাক্‌রী করিয়া দিবে।

১৪-৬-৬৪। বোধ হয় আমার শেষ পত্র পাইয়াছেন—যাহাতে আমি লিখিয়াছি যে মৃত্যুঞ্জয় শীঘ্রই নূতন কাযে বসিবে এবং প্রসন্নকে একটি কায দিবে। শুনিয়া আনন্দিত হইলাম আপনি খুব উৎসাহের সহিত পরিদর্শন কার্য্য করিতেছেন। এই কার্য্যে আপনার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে, চাকুরীর ও উন্নতি হইবে, এবং যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, আপনার কবিত্ব শক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইবে। এখানে আপনার মাসিক ব্যয় কিরূপে কমান যাইতে পারে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমি দেখিতেছি আপনার এখানকার খরচ এইরূপ—

মাসিক সাংসারিক খরচ	—১৫৲
দুগ্ধ	—১০৲
বিদ্যালয়ের বেতনাদি	—১১৲
গাড়ীভাড়া	—১৫৲
বই কাগজ কলম ইত্যাদি	—২৲
বস্ত্রাদি	১৫৲
জুতা	—১৲
ধোপা	—১৲
বিবিধ	—৫৲
ডাক্তার	—৪৲
ঔষধ	—৪৲
মোট	৮৩৲ বা ৯০৲

৯-৭-৬৪। মৃত্যুঞ্জয় চাকুরী পায় নাই। গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতে ষ্ট্যাম্প ছাপাইয়া আনিবেন; সুতরাং এখানে পদসৃষ্টি হইল না। হইলে ভাল হইত, প্রসন্নর একটা কিছু হইত। এখন তাহাকে কি করা যায় ভাবনার বিষয়। দত্তবাবুদের রামনারায়ণ দত্তের শ্রাদ্ধ কাল মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। বাবু শ্রীনাথ ঘোষ এবং দত্তবাবুরা আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র মিত্রও আসিয়াছিলেন এবং আমি তাঁহাকে সেলাম করিলে তিনিও নীরবে অভিবাদন করিলেন—বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

২৩-৭-৬৪। আপনার ১৪ই তারিখের পত্রের ইতঃপূর্ব্বে প্রাপ্তি স্বীকার করা উচিত ছিল কিন্তু আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন সে

তথ্য সংগ্রহ করিতে না পারায় উত্তর দিই নাই। ইডেন সাহেব ছোটলাটের সহিত দার্জ্জিলিঙ্গে, এবং শীঘ্র এখানে আসিবেন না; আমি সংবাদ পাইলেই আপনাকে জানাইব। মিঃ এস্ সি বেলী তাঁহার কায করিতেছেন। আমি কাগজে দেখিতেছিলাম যে ছোট লাট আদেশ দিয়াছেন যে আপনাদের জিলায় আরও অধিক কর্ম্মচারী পাবলিক ওয়ার্কস্ এর জন্য নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলে আপনার চাকুরী এখনও কিছুকাল থাকিবে।

১১-৮-৬৪। আপনার পত্র পাইলাম; আপনি অসুস্থ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কোনও পরিবর্ত্তন হইলেই আপনি কেন বিষাদ-গ্রস্ত হন বুঝিতে পারি না। বিধাতা যাহা দিতেছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব জীবনের কথা ভাবুন আর গত আট বৎসরের কথা পর্য্যালোচনা করুন। ভগবান আমাদিগকে যে সুখ সৌভাগ্য দিয়াছেন তজ্জন্য আমাদের পরম কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের অবস্থা ঈর্ষা-জনক।

১২-৯-৬৪। জনু প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। সে বুদ্ধিমান কিন্তু নিজের খেয়ালে চলে। দাদার "কৃষ্ণবিলাস" নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক বাহির হইয়াছে। রচনা প্রশংসার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় ইতোমধ্যে আপনিও একখণ্ড বহি পাইয়াছেন। দাদা জানিতে চাহেন আপনার বালেশ্বরের বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণার্থ উক্ত গ্রন্থের কত খণ্ড আবশ্যক। কারণ গ্রন্থখানি বন্ধুবর্গের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থই মুদ্রিত হইয়াছে।

২৩-১০-৬৪। মহা ঝটিকার (cyclone) পর আপনার কুশল সংবাদ জানিবার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন আছি। আশা করি বালেশ্বরে বিশেষ দুর্যোগ হয় নাই। দক্ষিণ বাঙ্গালার সংবাদ ভয়ানক। অনেক গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে। শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ হইবে আশঙ্কা করিতেছি। জিনিষ পত্রের মূল্য ভয়ানক চড়িয়া গিয়াছে—কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে বলা যায় না।

২০-১১-৬০। এ বৎসরে জন্নুর বিবাহ ও পান্নুর পৈতা দিতে হইবে। সুতরাং আপনার কিছু মিতব্যয়ী হওয়া দরকার।

৩০-১১-৬৪। আপনার পত্র পাইয়াছি কিন্তু আপনি এখনও অস্থায়ী ভাবে বিশেষ কার্য্য করিতেছেন কি পাকা চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত খুলিয়া লিখিবেন। যজ্ঞেশ্বর লিখিয়াছে রাজসাহীতে আর একজন নূতন ডেপুটী হইবে। উহার জন্য আপনি চেষ্টা করিবেন। আপনার পরিবার পাঠাইবার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে আগামী ফাল্গুনে জন্নুর বিবাহ দিতে হইবে, তাহার পর সকলের যাত্রা করিলেই ভাল হয়।

৬-১২-৬৪। জন্নুর পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আশা করি সে কৃতকার্য্য হইবে। * * * কমিশনারের মন্তব্য সম্বন্ধে দ্বারকা মজুমদার বলেন যে দার্জ্জিলিঙে আপনার সম্বন্ধে খুব ভাল রিপোর্ট ই গিয়াছে। আপনার অস্থায়ী কার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে সেক্রেটারিয়েটে কোন সংবাদ আসে নাই।

১২-১২-৬৪। জন্নুর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। * * কমি-শনার রিপোর্ট করিয়াছেন যে জগবন্ধু বাবু ছুটী লওয়ায় বোর্ডের

আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই আপনাকে তাঁহার স্থানে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনাকে পাকা চাকরী দিবার জন্যও তিনি লিখিয়াছেন এবং সেক্রেটারীও ভাল মন্তব্য দিয়াছেন। সুতরাং আপনার পাকা চাকুরী হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। তথাপি রাজসাহীর চাকরীটীর জন্য চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

২৫-১২-৬৪। স্কুল বুক সোসাইটী টাকা দিয়াছেন এবং আপনার খাতায় জমা করিয়াছি। * * মিঃ শোরস্ আপনাকে শ্রদ্ধা করেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শীঘ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করুন।

[কটকের ঠিকানায় প্রেরিত হরিমোহনের পত্র হইতে সঙ্কলিত]

৩-১-৬৫। আপনার পত্র পাইলাম এবং আপনি একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনি বোধ হয় আমার শেষ পত্র পাইয়াছেন। ভবানীপুরের প্রসন্ন বাবু কাল সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলেন এবং ৮৲ দিয়া জন্নুকে দেখিয়া গিয়াছেন। বিবাহের সমস্তই ঠিক হইয়াছে—আগামী মাসে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আমরা রবিবার পুনরায় পাত্রীকে দেখিতে যাইব। পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই—দুই এক দিনেই হইবে। জন্নুর বিবাহ ও পান্নুর পৈতায় পাঁচ শত টাকার অধিক খরচ হইবে না আমার এরূপ ইচ্ছা নহে। আপনার অভিমত জানাইবেন।

৪।১।৬৫। পরীক্ষার ফল মোটের উপর সন্তোষজনক—জন্নু দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে তাহার উন্নতি হইতেছে। তাহাকে পত্র লিখিবেন পড়াশুনায়

অধিকতর মনোযোগ দিতে এবং নভেল পাঠে সময়ের অপব্যবহার না করিতে। আমরা ভাল আছি। বাটীর সংস্কার ও নূতন ঘর তুলিবার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

১০।১.৬৫। গত রবিবার ভবানীপুরে পাত্রী দেখিতে গিয়াছিলাম। ১২ জন আত্মীয় সঙ্গে লইয়াছিলাম, সকলেই পাত্রী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১২ই মাঘ বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে কিন্তু পুরুতমামা সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত। তিনি বাকুলিয়ায় আছেন। তাঁহাকে অদ্যই পত্র লিখিতেছি এবং তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করা যাইবে। ভবানীপুরের মুখোপাধ্যায়রা অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। প্রসন্ন অনেক বিষয় পাইয়াছিলেন কিন্তু অনেক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি আমাদের খুব সমাদর করিয়াছিলেন এবং আমাদের প্রস্তাব সমূহে প্রায় সম্পূর্ণ রাজী। * * মামী অর্থাৎ নাড়ুর মা অত্যন্ত পীড়িত, জীবনের আশা নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, কিন্তু ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা হইবেই। গত দুই বৎসর তিনি ভুগিতেছেন এবং এক্ষণে কঙ্কালসার হইয়াছেন।

১৬-১-৬৫। ১২ই মাঘ জনুর বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে কিন্তু হয় কি না সন্দেহ, কারণ মামী এখনও ভুগিতেছেন, আহার বন্ধ হইয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছি। সুতরাং বোধ হয় ৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে। আপনি গত পত্রে পরিবার দিগকে পাঠাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে সেজ মামার সঙ্গে আমার কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি আপনার পরিবারবর্গকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত আছেন। আমাদের খরচে তিনি তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতে পারিবেন। এ

ব্যবস্থা মন্দ নহে, আমি ১২ই ফাল্গুন পরিবারবর্গকে যাত্রা করাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সেজমামার দোলযাত্রা দেখিবারও সুযোগ ঘটিবে। প্রসন্নর যাওয়া সম্বন্ধে আমার তেমন মত নাই। সে বিধবা জননীর একমাত্র পুত্র, যদি আপনি সেখানে তাহার কোন চাকুরী করিয়া দিবেন এরূপ স্থিরতা থাকে ত সে যাইতে পারে নতুবা তাহাকে যাইবার জন্য উৎসাহিত করা উচিত নহে। জনু এখনও প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হয় নাই ; বিবাহের পর তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিব। * *

পুঃ। যদি স্থির থাকে যে আপনি কটকে অন্ততঃ এক বৎসর থাকিবেন, তাহা হইলে পরিবার লইয়া যাইবেন। অল্প দিনের জন্য হইলে এত খরচ-পত্র করিয়া পরিবার লইয়া যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে।

১৮।১।৬৫। জনুর বিবাহ ফাল্গুন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইল। তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছি। পুরুতমামা সাজ্ঘাতিকরূপে পীড়িত। সপ্তাহ মধ্যে মারা যাইবেন, কালীকুমার এই রূপ আশঙ্কা করেন। গত রবিবার রাত্রিতে দুই বৎসর রোগ ভোগের পর মামী মারা গিয়াছেন। পরিবার ও ছেলেদের যে ক্ষতি হইল বলা যায় না। ভবানীপুরের লোকেরা বিবাহ-কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু জনুর জন্মমাস এবং মামীর মৃত্যুর জন্য তাহা সম্ভব নহে।

১৪।২।৬৫। বোধ হয় দাদার চিঠি পাইয়াছেন। ১৮ই শনিবার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। বৃহস্পতিবার গাত্রহরিদ্রা ও শুক্রবার কামান। আমি একটি বজেটের খসড়া করিয়াছি। বিবাহের খরচ

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠপুত্র—জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৪০০৲, গহনা ৩০০৲ এবং পৈতা ১০০৲ টাকা। আমাদের নিকট আত্মীয়গণকে যোগনা ও তৈল দিব ইচ্ছা করিয়াছি। উহার খরচ প্রায় ৭০৲। সুতরাং বিবাহের সবই ঠিক। সোমবার ২৭শে পৈতা, তাহার পর মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে পরিবারবর্গকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

২০।২।৬৫। আনন্দের সহিত জানাইতেছি জনুর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মেয়েরা এই বিবাহে খুসী হইয়াছেন। পাত্রী পরমাসুন্দরী না হইলেও অতি নম্র ও সুশীলা।

১৯।৪।৬৫। এই মাত্র আপনার পত্র পাইলাম। আপনি গাড়ী পাঠাইয়া ভাল করিয়াছেন। গাড়ী আসিলে শিবচরণ, কুশো ও মালীকে পরিবারের সহিত পাঠাইব। কটকে ভাল স্কুল আছে কি না জানাইবেন, কারণ পানুর শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গহনা না কিনিয়া কিছু টাকা এখানে পাঠাইবেন কারণ পরিবার পাঠাইতে বিস্তর খরচ আছে।

১।৫।৬৫। গাড়ী আসিয়াছে। হাঁ সস্তায় পাইয়াছেন। অত্যধিক পরিশ্রমে বলদ দুইটী রোগা হইয়া গিয়াছে,কিন্তু তাহাদের জাত ভাল। দাদার জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল। ছোট বৌ একটী কন্যা প্রসব করিয়া ভয়ানক অসুস্থ হইয়াছিল, দুর্গাচরণের চিকিৎসায় এখন অনেকটা ভাল আছে। পানু ও মতিকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছি। কুশো দুষ্টামী করিতেছে, যাইবে কিনা স্থির নাই। তাহা হইলে উমেশই যাইবে এবং ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিবে। আমি বলিয়াছি তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা যাইবে। শ্যামা

রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ—নিত্যকালী দেবী

ঝিকে বোধ হয় পাঠাইতে পারিব। বলন দুইটা একটু সুস্থ হইলেই পরিবার পাঠাইব।

৬।৫।৬৫। অবশেষে গতকল্য পানুর পৈতা দেওয়া হইয়াছে। কিছুই ঘটা করি নাই কারণ বিবাহের এত ব্যয়ের পর অধিক অর্থ-ব্যয় করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করি নাই।

৫।৬।৬৫। এই পত্র প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বোধ হয় আপনি উমেশের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন, কারণ তাহাকে তাহাদের যাত্রার বিবরণ মধ্যে মধ্যে আপনাকে জানাইতে উপদেশ দিয়াছি। সে গত রাত্রিতে একটার সময় আপনার পরিবার লইয়া যাত্রা করিয়াছে, অদ্য প্রাতে উলুবেড়িয়া পৌঁছিবার কথা। রামপ্রসাদ যায় নাই। শিবচরণ জ্বরে পড়িয়া আছে সুতরাং আর একজন নূতন বৃদ্ধ লোক সঙ্গে গিয়াছে। রাজুও পীড়িত, সুতরাং সম্ভব হইলে উমেশের নামে একখানি পত্র দিয়া আপনার একজন চাপরাসী পাঠাইলে ভাল হয়। হীরামতিকে বুধবার প্রাতে বাগবাজারে পাঠাইতেছি। এখানকার খরঁচ এখন কমাইয়া ৩৫৲ করিতে পারেন—জনুর কলেজের মাহিনা ইত্যাদির জন্য ২৫৲ এবং কন্যাদের হাত খরচের জন্য ৫৲ হিসাবে। উড়িষ্যা যাত্রীদের খরচ বোধ হয় ২০০৲ পড়িবে।

১৫।৮।৬৫। গত বৎসর আপনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে গত বৎসর বিবাহ এবং পরিবার প্রেরণে বিস্তর খরচ হইয়াছে।

২৪।৯।৬৫। আমাদের ভয়ানক বিপদ হইয়াছে। অম্বিকামামা আর ইহজগতে নাই। তিনি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, সর্ব্বাপেক্ষ

অনুগত, সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। আমার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে। কলেরাতে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

(জহরলালের পত্র)

১০-১২-৬৫। উমেশদাদা কাল এখানে আসিয়াছেন। মা ও ছোটরা সব মোটা হয়েছেন তাঁহার মুখে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি প্রেরিত বস্ত্রগুলি বিতরণ করিয়াছেন। মা গিরিশদাদার কাপড় পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। হীরামতি তাহার কাপড়খানি গিরীশ দাদার স্ত্রীকে দিয়াছে। তাহার জন্য আর একখানি কাপড় ও কয়েক জোড়া কটকের জুতা পাঠাইবেন।

২৬-১২-৬৫। গত সোমবার জ্যেঠামহাশয় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনজন চিকিৎসক তাঁহাকে আরোগ্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহার বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইতে আরও তিনদিন লাগিবে। হীরামতির কটকযাত্রা সম্বন্ধে জগৎ বাবুকেই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(হরিমোহনের পত্র)

৪-১-৬৬। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পৃথিবীতে আর আমরা তিন ভাই বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াও আমি কখন পিতা মাতার অভাব অনুভব করি নাই। সেই পক্ক কেশ, সেই তীব্র দৃষ্টি যাহা আমাদের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিত তাহা আজ কোথায়? সেই পিতার ন্যায় বাৎসল্য কোথায়? এই দুঃখময় ধরণী হইতে তাহা চিরদিনের জন্য চলিয়া

গিয়াছে! রোগের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার বিদায়কালীন বাণী আমরা শুনিতে পাইলাম না। আপনাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে নিষেধ করিয়া বন্ধু রাজেন্দ্রবাবু যে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, আশা করি তাহা পাইয়াছেন। শান্ত হউন, অধীর হইবেন না, সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। সময় লউন, সাহস অবলম্বন করুন, এখন সমস্ত ভারই আপনার। বন্ধুদের পত্র লিখিয়া এখানে একটী চাকুরীর যোগাড় করুন, একশত টাকা বেতন হইলেও ক্ষতি নাই, ছুটী লইয়া পরিবারবর্গকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসুন। আপনাকে না দেখিলে আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। দুঃখে শোকে আমি নিমগ্ন, তথাপি আপনাকে তাড়াতাড়ি কিছু করিতে বলি না। ভগবানের নিকট এবং মানুষের নিকট আমাদের কর্ত্তব্য আছে, সুতরাং সব দিক ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়া আপনাকে আপনার প্রিয় কল্পনাকুঞ্জে বিহার করিতে সুযোগ দিয়াছি, আজ কিন্তু সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আপনার স্কন্ধে লইবার সময় আসিয়াছে, দাদার মত আমাকে আপনার সেবকমাত্র বিবেচনা করুন। * * *

৪।৫।৬৮। কিছুদিন পত্র লিখি নাই বলিয়া ক্ষমা করিবেন—লিখিবার বিশেষ কিছু ছিল না। গত শনিবার দিগম্বর আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি গিয়াছিলাম এবং বন্ধুবর আমার সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে বন্ধু রমানাথ ঠাকুর, চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রেজিষ্ট্রার হেম কর, এবং আমাদের

রাজা দিগম্বর মিত্র সি-এস্-আই

বন্ধু রাজেন্দ্র ও চন্দ্র ছিলেন। আমি নবীন সুতরাং প্রবীণ ও বিচক্ষণ রমানাথের মন্তব্যগুলিতে নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন ভিন্ন বিশেষ কথা-বার্ত্তা কহি নাই। রেজিষ্ট্রার এবং চন্দ্রের সঙ্গে আমাদের ব্যবসায় প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা কহিয়াছিলাম। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজেন্দ্র একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসিয়াছিলেন। দিগম্বরও আমি দুই তিনবার তাঁহার গাম্ভীর্য্যের কারণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেও তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হয় নাই। দিগম্বর আমার সহিত বিশেষ স্নেহের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন ও আমাদের সকলে কে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি যখন আপনার নিকট ছিলেন, তখন মেজবৌ পীড়িত ছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা তিনি বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি এখান হইতে পত্র ও ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন আপনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করেন নাই বলিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পুত্র গিরিশের শরীর ভাল নাই। তিনি নাইনিগালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতেছেন। দিগম্বরের যেরূপ সদ্‌গুণ ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা আছে তাহাতে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে ইচ্ছা হয়। এত বিষয় তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার আছে! দিগম্বর একদিন আমাদের বাটীতে আসিয়া আহার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কবে আসিবেন পরে দিন স্থির করিয়া জানাইবেন।

উড়িষ্যায় অবস্থানকালে রাজা দিগম্বর মিত্রের সহিত রঙ্গলালের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উড়িষ্যায়

দিগম্বরের বিস্তৃত জমিদারী ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি স্বয়ং উড়িষ্যায় গমন করিয়া প্রজাগণকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায়ই রঙ্গলালের আতিথ্য স্বীকার করিতেন। রঙ্গ-লালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ নিত্যকালী দেশীয় ও ইংরাজী প্রথায় নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি রাজা মহানন্দে এই সকল খাদ্য ভোজন করিতেন। রাজা দিগম্বরের জীবনচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় তাঁহাকে কটকের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক প্রকাশ্য সভায় তাঁহার সৎকার্য্যের জন্য একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। সে কালে এত অভিনন্দনের ছড়াছড়ি ছিল না, এবং সেই জন্যই এই অভিনন্দন পত্রের বিশেষ মূল্য আছে। রঙ্গলালই দিগম্বরকে উক্ত সভায় লইয়া যান এবং তিনি এই ব্যাপারে একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অভিনন্দন পত্রটি রাজার জীবনচরিতে মুদ্রিত হইয়াছে। উহা রঙ্গলালের রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

উপরে অনেকগুলি পত্র হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া হয়ত আমরা পাঠকগণের বিরক্তিভাজন হইলাম। কিন্তু সেকালে বিদেশে যাঁহারা চাকুরী করিতে

যাইতেন তাঁহাদিগকে মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া রাজকার্য্য করিতে যে কত অর্থ ব্যয় ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত তাহা ঐ সকল পত্র পাঠ না করিলে বুঝা যাইবে না। তখন রেলপথ এত বিস্তৃত হয় নাই, যান বাহনাদির এত সুবিধা ছিল না, দুর্গম পথে মফঃস্বলের নানাস্থান পরিদর্শন করা ও পরিবারবর্গকে নিরাপদে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি যে কত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ছিল তাহা পত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। পুত্রকন্যাগণের বিবাহের সময় বা নিকট আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুকালেও দেখিতে আসা অনেক সময় সম্ভব হইত না। রঙ্গলালকে বিদেশে কায করিবার সময় এই সকল অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুকালেও তিনি বাটীতে আসিতে পারেন নাই। পূজার অবকাশেও বাটী আসা সম্ভব হইত না।

“রহস্য-সন্দর্ভ”। প্রবাসে রঙ্গলালের যতই অসুবিধা হউক না কেন, তাঁহার সাহিত্য সাধনায় কোনও অসুবিধা হয় নাই। “বিবিধার্থ সংগ্রহ” বিলুপ্ত হইবার পর ঐরূপ আর একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত

করিবার জন্য ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু বন্ধুদ্বারা অনুরুদ্ধ হন এবং অবশেষে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক একটি মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। উহা সর্ব্ববিষয়ে "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র অনুরূপ হইয়াছিল। রঙ্গলাল প্রথমাবধি এই পত্রে গদ্য ও পদ্য রচনাদ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "উৎকল বর্ণন" নামক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহার মূলভাগ ষ্টর্লিং রচিত গ্রন্থসাহায্যে লিখিত হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে উড়িষ্যার এরূপ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। অনেক উদ্ভট ও নীতি-গর্ভ সংস্কৃত শ্লোকের সুললিত পদ্যানুবাদও তিনি এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উড়িষ্যা-বাসী বঙ্গবাসীর প্রতিবাসী হইলেও উড়িষ্যার সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা অল্পই অবগত আছি। রঙ্গলাল উড়িষ্যার ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যদিও প্রথমে তিনি উক্ত ভাষায় বক্তৃতা দিতে পটুতা লাভ করিতে পারেন নাই, উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত এমন পুস্তক ছিল না যাহা তিনি পাঠ করিয়া তাহার রস উপভোগ করিতে পারিতেন না। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় সভাপতির আসন

হইতে রঙ্গলাল যে বক্তৃতা করেন তাহা "রহস্য সন্দর্ভে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সারগর্ভ বক্তৃতাটীর উপ-সংহারাংশ আজিও সাহিত্যিকগণের আলোচনার যোগ্য বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"আমি অতঃপর ভাষার উৎকর্ষসাধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের বাঙ্গলা ভাষা নিতান্ত অল্পকাল মধ্যে কি রূপে শারদীয়-পদ্মবনবৎ সৌষ্ঠবান্বিত হইয়াছে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের প্রযত্নেই তাহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক উক্ত ধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী সংরচিত হয়। তদনন্তর শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সময়ে তাহা বিপুলী-কৃত হইয়া আইসে। অপর শ্রীরামপুরের মিশনরি এবং মহাত্মা রামমোহন রায় যে সকল সংবাদপত্র এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেন তৎসমুদায়ের মূলাভিপ্রায় স্ব স্ব ধর্ম্মের বা মতের প্রকৃষ্ট প্রচার মাত্র। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের প্রকৃত অভিসন্ধি যত

সিদ্ধ হউক বা না হউক বস্তুতঃ বাঙ্গলাভাষায় উৎকর্ষ সাধন পক্ষে তাহাদিগের প্রয়াস বিশেষ হিতকর হইয়াছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা লিখনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এক আদর্শ ; ইহাও উক্ত ধর্ম্ম প্রচার উদ্যোগের এক ফল মাত্র। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ভাষার উৎকর্ষ সাধনের হেতু এই যে প্রচরণীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম যত সহজে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় ততই ফল লাভের সম্ভাবনা ; সুতরাং সহজে আন্তরিক প্রগাঢ় ভাব সমূহের স্ফূর্ত্তি কবিতায় প্রকাশ হইলেই ভাষার প্রসাদ এবং ওজঃগুণ প্রভৃতি বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই রূপে ধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে ভাষার শ্রী সাধিত হইলে তাহা উপায়ান্তর দ্বারাও অনায়াস সাধ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাতে গ্রন্থাদি রচনার রীতি নিতান্ত আধুনিক নহে। ৯০০ বৎসর হইল ত্রিপুরার রাজ বংশীয়দিগের বিবরণ 'রাজমালা' গ্রন্থে লিপি করণারম্ভ হয়। পরন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের বয়স ৪০০ বৎসরের ন্যূন নহে। তদনন্তর কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। এক শত বৎসর হইল ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রণীত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদাৎ এই সকল গ্রন্থ প্রচা-

রিত হইলে পর আমাদিগের দেশে গ্রন্থাধ্যয়নের পিপাসা প্রবল হইল। এই সকল গ্রন্থ প্রচারে শ্রীরামপুর মিশনরি সাহেবেরা এবং রামমোহন রায়ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। উক্ত মিশনরিদল রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ আপনাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের পিপাসা একবার প্রবল হইলে আর তাহা সহজে পরিতৃপ্ত হইবার নহে। যে রূপ প্রকৃত পিপাসায় আতুর হইয়া মনুষ্য কলঙ্কিত পঙ্কিল পয়ঃপ্রণালীস্থ সলিলকেও সুধা জ্ঞানে পান করিতে থাকে, কিন্তু পানান্তে তৃপ্তি লাভ হয় না, সে তখন নির্ঝরস্থ স্ফটিক-সন্নিভ নির্ম্মল বারি অন্বেষণ করিতে থাকে, সেইরূপ বিদ্যাপিপাসাতুর মনুষ্য প্রথমতঃ যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই পরম মধুর জ্ঞানে আস্বাদন করিতে থাকে; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তাহার পরিজ্ঞান জন্মিতে থাকে: তখন ঘৃণা সহকারে অতৃপ্তি আসিয়া সমুদিত হয়। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি তখন বিমল বিদ্যাবারি অনুসন্ধান করিতে থাকেন। উৎকল দেশে এক্ষণে কথঞ্চিৎরূপে সেই পিপাসা জন্মিয়াছে। অতএব যে সকল পুরাতন কাব্যগ্রন্থাদি তালপত্রে বর্ত্তমান আছে তাবৎ মুদ্রিত করা আবশ্যক। এই সকল

গ্রন্থ আধুনিক নহে। উৎকলে ভাষা-রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবতাদি গ্রন্থ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, কিন্তু তত্তাবতের প্রণয়নের কাল স্থিরীকৃত হয় নাই। এই সকল গ্রন্থ-প্রণেতাগণ কোন সময়ে কোন প্রদেশে বর্ত্তমান ছিলেন, ইত্যাকার শুশ্রূষণীয় বিষয় সকলও এই সভার যত্নে নিরূপিত হইতে পারে। গ্রন্থ সকল নিতান্ত অশুদ্ধাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের পঙ্কোদ্ধার হইলে সমধিক প্রতিষ্ঠার কার্য্য হইবেক। অপর রাজা প্রতাপরুদ্রের সময়ে দীন কৃষ্ণদাস নামক কবি কর্তৃক 'রসকল্লোল' আদি কাব্য বিরচিত হয়। তদ্ব্যতীত অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, ভারতচন্দ্রের সমকালে ঘুর-সরাধিপতি উপেন্দ্র ভঞ্জ কর্তৃক 'বৈদেহীশ বিলাস' 'সুভদ্রাপরিণয়', 'কাঞ্চনলতা' এবং 'প্রেমসুধানিধি' প্রভৃতি বহুতর কাব্য কলাপ বিকাশমান হয়। যদিও এই সকল কাব্যে ভাবালঙ্কার অপেক্ষা শব্দালঙ্কারের অতিশয় প্রাচুর্য্য, তথাপি তত্তাবৎ পাঠে প্রণেতাগণের অসাধারণ ক্ষমতা প্রতিপন্ন হইবে। অতএব এই সকল গ্রন্থ অতি সুলভ মূল্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদেশ মধ্যে প্রচারিত করা প্রয়োজন। অধন সধন

সর্ব্বসাধারণ সকল প্রকার শ্রেণীস্থ লোক তত্তাবৎ পাঠ করিতে করিতে ক্রমে তাহাদিগের মনে সৌন্দর্য্য গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রভৃতির কথঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইতে থাকিবেক ; তখন তাহারা তদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করণার্থ উদ্যোগ পাইবেক। সেই সময়ে বিশদভাবপূর্ণ ললিত ভাষায় ভাষিত গ্রন্থ সমূহ প্রণয়নের প্রয়োজন হইবেক। পরমেশ্বর কোন অভাব চিরদিন-জন্য প্রাদুর্ভূত রাখেন না, সর্ব্বপ্রকার অভাব নিরাকরণ নিমিত্তে মনুষ্যের মনে সমুচিত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন ; অবশ্যই অকুলানে সঙ্কুলান হয়। অত্রত্য বিদ্যালয়-নিকরে অধুনা যে সকল বালক অধ্যয়ন করিতেছে, কালে তাহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং সুকবি হইয়া উঠিতে পারে। কোন ইংলণ্ডীয় কবি কহেন, “কাননে অনেক মনোহর পুষ্প বিকসিত হইয়া জাঙ্গলীয় সমীরে আপনাপন মধুর সৌরভ-ভার বিধ্বংস করিতেছে, এবং কত কত সুবিমল জ্যোতির্ম্ময় রত্নাবলী রত্নাকরের নিয়ত-তিমিরপূর্ণ তরঙ্গমালামধ্যে নিহিত রহিয়াছে।” সেইরূপ আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে অনেক ছাত্র থাকিতে পারে, যাহারা কালক্রমে বিদ্যাবিষয়ে ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক যশস্বান হইবে,

এবং তাহাদিগদ্বারাই অনাদৃত উৎকল ভাষা বিমল-বিভায় সন্দীপিত হইবেক। কিন্তু যেরূপ কোন পুত্তলিকাগঠন করিতে হইলে প্রথমে তৃণ মৃত্তিকা প্রভৃতির আবশ্যকতা আছে, সেইরূপ সদ্ভাষার সৃষ্টি কল্পে তাহার প্রধান উপাদান পূর্ব্ববিরচিত গ্রন্থাদির আবিষ্কার। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে এই সভা উৎকল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ সকল সংগ্রহ-করণ-পূর্ব্বক যথাক্রমে এবং যথানিয়মে মুদ্রিত ও প্রচারিত করুন।"

রঙ্গলাল কেবল স্থূলভাবে উৎকলদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি ইতঃপূর্ব্বেই স্বয়ং 'রহস্যসন্দর্ভে' দীনকৃষ্ণদাস ও উপেন্দ্র ভঞ্জের কাব্যের পরিচয় সম্বলিত এক একটি প্রস্তাব লিখিয়া সেই সুকবিদ্বয়ের প্রতি বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি এই প্রস্তাবদ্বয়ে উক্ত কবিদিগের রচনার কোন কোন অংশের সুললিত বঙ্গানুবাদও করিয়াছিলেন। যথা ঃ—

(১) দীনকৃষ্ণদাসের 'রসকল্লোল' কাব্য হইতে নীত 'বর্ষাবর্ণনা'—

পাহাড়িয়া কেদার।

ক্রমে গ্রীষ্ম হল্যো শেষ, আষাঢ়ের সুপ্রবেশ
করাল কালিকা * কাল ছাইল গগনে।
গরজিয়া সুগভীর, গ্রাসিল গিরির শির,
প্রলয় তিমিরে লুপ্ত করে দিক্‌গণে॥
প্রকাশিয়া নিজ বল, ভাসাইল ধরাতল,
হরষিত কৃষিবল পাইয়া বরষা।
যাহার যে অভিলাষ, মনোমত করে চাষ
কেদারে কেদারে ভরে গীতিকা সরসা॥
কমলে কমল বংশ, ডুবিয়া হইল ধ্বংস,
মানস-সরসে হংস করিল গমন।
কূর্ম্ম মীন ভেক দল, প্রেমানন্দে ঢল ঢল,
সরস সারদ ক্রৌঞ্চ আর বকগণ॥
ভূধর কানন শোভা, জনগণ-মনোলোভা
নির্ব্বাণ পাইল বনে দাবানল-প্রভা।
কদম্ব কেতকী জাতি, মল্লিকা মালতী ভাতি
কুটজ চম্পক যূই মোহে অলি-সভা॥
বিয়োগী নীরদে কয়, এ যে মেঘ মেঘ নয়,
কাল নাগ প্রকাশিছে রসনা বিজলী।
কাল জাঙ্গলীয় + করে, খেলে ভীম বেশ ধরে,
বৃষ্টিরূপে গরল পড়িছে তায় জ্বলি॥

---

* শ্রীকৃষ্ণ পক্ষান্তরে জলমালাবিশিষ্ট অর্থাৎ মেঘ।

+ নবমেঘ।

কেহ কয় তাহা নয়, ওযে বনমালী হয়,
কিবা অপরূপ রূপ কাল কলেবর।
শিরে শিখি পুচ্ছদাম, কিবা শোভা অভিরাম,
উঠিয়াছে ইন্দ্রধনু জন মনোহর ॥
সৌদামিনী পীতধড়া, বলাকা মুকুতা ছড়া,
মন্দ মন্দ মধুধ্বনি মুরলী-নির্ঘোষ।
করুণা অমৃত বৃষ্টি, তাহে রক্ষা পায় সৃষ্টি,
কোন্ ভক্তজন চিত্তে না দেয় সন্তোষ ॥

(২) উপেন্দ্র ভঞ্জ প্রণীত 'বৈদেহীশবিলাস' গ্রন্থ হইতে—

অনুবাদ

অরণ্যেতে এক দিন, হয়ে অতিশয় দীন,
কহে সীতা শীতাংশুবদনী।
বিধি দিলা বনবাস, বিগত সকল আশ,
আর কি হইবে নৃপমণি ॥
সেই বিধি সুনিষ্ঠুর, ছাড়ায়ে অলকাপুর,
ঈশানে শ্মশানে স্থান দিল।
মণিময় সিংহাসনে প্রবঞ্চিয়ে নারায়ণে,
ভুজঙ্গ শয়নে নিয়োজিল ॥
যে বিধি অবিধিচয়, বিসরিতে ক্ষম নয়,
তারে কেন লোকে কয় বিধি।
বসাইয়ে নিজ কোলে, রাম কন প্রেম ভোলে,
বসাইয়ে লাবণ্যের নিধি ॥

কেন নিন্দ চতুর্ম্মুখে, নিরন্তর কেলিসুখে,
ভুগ্গাইতে লক্ষ্মীনারায়ণে।
বাছিয়ে নির্জ্জন স্থান, তোমায় আমায় প্রাণ,
প্রেরণ করিলা এই বনে॥
বিচার করহ সতি, হেথা দম্পতির প্রতি,
কি অভাব করিতে উৎসব।
তেজিয়ে অমরাবতী, মলয় পর্ব্বতে গতি,
মধুমাসে করেন বাসব॥
বসন্তের আগমনে, ব্রহ্মলোক বিসর্জ্জনে,
ব্রহ্মা যান গন্ধমাদনেতে।
সুরস প্রবীণে ধনি, সব ধনে আমি ধনী,
কি অভাব এই কাননেতে॥
সৌধ সদনেতে বসি, বিহরিতে হে প্রেয়সী,
এখানেও সে সৌধ (১) সদন।
সেখানে কঞ্চুকীগণ, বেড়ি রহে অনুক্ষণ,
এখানে কঞ্চুকী (২) বিলক্ষণ॥
তথা চন্দ্রাতপতলে, বিহরিতে প্রতিপলে,
এখানেও চন্দ্রাতপ (৩) তলে।
সেথা সব সহচরী, থাকিত বেষ্টন করি,
হেথা আছ সহচরী (৪) দলে॥

---

(১) প্রস্তর। (২) চন্দনবৃক্ষ, সর্প। (৩) আকাশ। (৪) ঝিণ্টা-পুষ্পবৃক্ষ।

তথায় জগতীভূমি, ভ্রমণ করিতে তুমি,
জগতীতে (৫) ভ্রমিছ এখানে।
চিত্রলেখা কত শত, নিরখিতে অবিরত,
হেথা হের চিত্রলেখা (৬) পানে॥
তথায় পালঙ্কোপর, রঞ্জিত রজনী (৭) কর,
হেথাও রজ নিকর শোভা।
বোধক সুকবি কথা, শ্রবণ করিতে তথা,
হেথা শুক কথা মনোলোভা॥
তথা ভদ্র মহোৎসব. দেখিতে পাইতে সব,
হেথা ভদ্র (৮) উৎসব দেখহ।
তথা প্রেমার্ণবে ভাসি, খদির (৯) উদিত আসি,
হেথা অই খদির নিবহ॥
বিঘ্নহীন অক্ষলীলা, তাহে প্রমুদিত ছিলা,
হেথা বিঘ্নহীন অক্ষ (১০) লীলা।
বিনোদ বিহার কালে, থাকিতে সুশীলা জালে,
এখানেও আছে সে সুশিলা॥

---

(৫) জম্বুকানন। (৬) মদনশারিকা।

(৭) হরিদ্রাকিরণ। (৮) দেবদারু বৃক্ষ। (৯) ইন্দ্র। প্রসিদ্ধি আছে ইন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের সাহায্য গ্রহণার্থ অযোধ্যায় উদয় হইতেন। (১০) বিভীতক বৃক্ষ।

ক্ষীর পানে চিত্তবশ, এখানেও সেই রস,
হরিণাক্ষি হের ক্ষীরপাণ। (১১)
আনকের (১২) স্বন ঘন শুনিতে হে সর্ব্বক্ষণ,
আনকের (১৩) স্বন বিদ্যমান॥
সব আছে সমাশ্রিয়ে, একমাত্র নাহি প্রিয়ে,
নৃত্য হেতু নর্ত্তকী নিকর।
তাই হে রমণী মণি, বেণীসহ নাসা মণি,
দোলাইয়ে দিয়ে দয়া কর॥
নাসা করি উত্তোলন, চতুরা জানকী কন,
শির চালি গুরু অভিমানে।
নর্ত্তক অভাব কই, তালে তালে নাচে ওই,
মেঘনাদ কলাপ বিতানে॥

'রহস্য সন্দর্ভে' প্রকাশিত রঙ্গলালের মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে 'স্বপ্নাবেশে দেশভ্রমণ' নামক একটি দীর্ঘ কবিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কবি শ্রীকুল্লূক ভট্ট, জয়দেব, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জয়দেব-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন ঃ—

(১১) ক্ষীরপর্ণী বৃক্ষ। (১২) দুন্দুভি বিশেষ। (১৩) বৃক্ষসম্বন্ধীয়।

তথা হইতে আইলাম কাঁটয়া প্রদেশে ;
তথায় জাহ্নবী বহে উল্লাসিত বেশে
চরে চরে, চরে নানা বিহঙ্গ বিকলী ;
শ্রবণ মোহিত করে কলিত কাকলী।

সে কল কলন মম মনে নাহি ধরে ;
সে স্বরে কি সুধা ক্ষরে শ্রবণ বিবরে ?
তার চেয়ে মিষ্ট তান বাজিল শ্রবণে,
যে তানে জগৎ মুগ্ধ একতান মনে।

দেখিলাম এক দ্বিজ মত্তচিত্ত গানে
উপনীত নারায়ণ-ক্ষেত্র-সন্নিধানে ;
মুখে 'জয় জগদীশ হরে' অবিশ্রাম।
শুনিলাম কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর ধাম।

মূর্ত্তিমতী করে দ্বিজ রাগিণী নিকরে ;
মুঞ্জরে নীরস তরু মধুর সুস্বরে—
ভৈরবী, বাসন্তী, বেলাবলী, মধুমালী,
কল্যাণী, গুর্জ্জরী, পট্টমঞ্জরী, রঙ্গিনী।

এমন মধুর গাথা আর নাহি হবে।
কে বলে ধরায় নাহি অমৃত সম্ভবে ?
শব্দসিন্ধু ভাবসিন্ধু করিয়া মন্থন
শ্রীগীতগোবিন্দ সুধা করিল গ্রন্থন।

কি ছার লবঙ্গলতা, সুধীর সমীর !
কি ছার কোকিল কল নির্ঝরের নীর !
এ হেন ললিত, হেন কোমলতা সার
হেন সুমধুর, হেন বিমল কি-আর ?

ধন্য পদ্মাবতী সতী, ধন্য পতি তব,
জগৎ ব্যাপিল যার সুরব গৌরব।
জয় জয়দেব তব কবিত্ব অতুল
বাঙ্গালার কীর্ত্তি কল্পলতিকার মূল।

কবিতাটীর উপসংহার ভাগে স্বদেশপ্রেমিক কবি এইরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—

দেখিলাম বটে বহু পদার্থ অদ্ভুত
ফলে সে সকলে মন নহে তৃপ্তিযুত।
পূর্ব্ব দৃষ্ট মহা মহাপুরুষ সমান
অন্বেষিতে লাগিলাম ধীমান্ শ্রীমান্ ॥

বৃথা অন্বেষণ মম, বৃথা আকিঞ্চন,
সিন্ধু দরশন পরে গোষ্পদ ঈক্ষণ।
হিমালয় শৃঙ্গশ্রেণী অতিক্রম পরে
পড়িলাম যেন আসি বল্মীক নিকরে।

পূর্ব্বরূপ মহাসত্ত্ব দৃষ্ট না হইল,
নিরখি দেশের দশা হৃদয় দহিল ;
মানসেতে মোহ মেঘ মণ্ডিত রহিল
এক ধারে উষ্ণ অশ্রু নয়নে বহিল ।

রোদনে ভাঙ্গিল ঘুম উদয় চেতন,
দেখিলাম কোথা আমি, কোথা নিকেতন ।
অনেক অন্তরে দেশ সুহৃৎ স্বজন,
মহানদী-তীরে করি জীবন-যাপন ॥

'রহস্যসন্দর্ভে' রঙ্গলালের আরও অনেক মৌলিক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'পদ্ম পুষ্পের প্রতি' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, 'রহস্য সন্দর্ভে' প্রকাশিত রচনা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিব। কবিতাটির নিম্নে রঙ্গলালের নামের আদ্যক্ষর 'র, ল, ব' মুদ্রিত হইয়াছিল। উহার রচনার তারিখও লিখিত ছিল 'কটক, ১ মাঘ ১৭৮৯ শকাব্দা।'

আমরি! আমরি! এ কি শোভা মনোহরা,
সরোবরে সমুদিত অপূর্ব্ব অপ্সরা!
নীলকান্ত মণি-নিভ সরসীর নীর,
তাহে পদ্মরাগ-প্রভা প্রকাশে রুচির।
প্রসারিত মরকত পুঞ্জ পুঞ্জ দল,
পরাগের রাগ যেন বৈদূর্য্য বিমল।

অপরূপ অয়স্কান্ত মধুপ মণ্ডল
উড়ে পড়ে আকর্ষণে বিলাসে বিহ্বল।
আহা মরি! কি মাধুরী ধরে কর্ণিকার!
ঈষৎ বীজের শ্রেণী দশন আকার।
এমন হাস্যের ছটা কোথা দৃশ্যমান?
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

সকল সৌন্দর্য্য সহ তুমি উপমেয়,
সকল সৌভাগ্য দেখি তোমায় আধেয়।
মূর্ত্তিমতী প্রজ্ঞা সতী, দেবী সরস্বতী,
হে নলিনি, তোমার নিকুঞ্জে নিবসতি।
শ্রীরূপিণী সিন্ধুবালা, চঞ্চলা কমলা,
তোমার নামেতে তাঁর খ্যাতি সমুজ্জ্বলা।
নিরবধি তোমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান—
দুই কর কমলেতে তুমি শোভমান।
তুমি সেই কামিনীর ছিলে হে আধার,
কমল দহেতে যেই করিল বিহার
নিরখি শ্রীমন্ত সাধু হারাইল জ্ঞান.
নিরুপম পুষ্প তুমি কে তব সমান?

কুসুমের সার তুমি, শোভার নিধান,
নিজে নিরুপমা উপমার উপাদান।
ললিত লাবণ্যবতী ললনারি সহ
উপমার উপযোগী আর কেবা কহ?

অতুল রাতুল তব সাদৃশ্য শোভন,
অভিলাষী কর, পদ, নয়ন, বরণ।
নব কলিকার সুকুমার সে আকার
ধরিবারে উরসিজে বাসনা অপার।
মৃণাল লালিত্য লভ্যে বাহুতে প্রয়াস,
তব মধু সঞ্চয়নে অধরের আশ।
বিফল প্রয়াস আশ, সবে হতমান ;
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান ?

'উৎকল দর্পণ।' উড়িষ্যায় প্রবাসকালে রঙ্গলাল 'উৎকল দর্পণ' নামক উড়িয়া ভাষায় লিখিত একটি সংবাদপত্রও প্রবর্ত্তিত করেন। উহা কত বৎসর প্রচলিত ছিল এবং উহাতে তাঁহার কি কি উল্লেখ-যোগ্য সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখি নাই।

শূরসুন্দরী। কটকে অবস্থান কালেই তাঁহার অভিনব কাব্যগ্রন্থ "শূরসুন্দরী (রাজস্থানীয় বীরবালা বিশেষের চরিত্র)" প্রকাশিত হয়। ১লা আশ্বিন ১২৭৫ বঙ্গাব্দা তারিখ সম্বলিত 'মঙ্গলাচরণ' হইতে আমরা কিয়দংশ প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে উদ্ধৃত করিয়া রঙ্গলালের কৈশোরের সাহিত্যসাধনার পরিচয় দিয়াছি।

এই ছিল বিদ্যারসে রসিক সুজন।
এই অবিদ্যার বশ মূর্খ অভাজন॥
এই প্রিয়া পরিণীতা বনিতার বশ।
এই পরকীয়া প্রেমে পিয়ে সুধারস॥
এই মত্ত মাতঙ্গের মত বলবান।
এই ক্ষীণ ক্ষুধাতুর ভিখারী সমান॥
তড়িৎ জড়িত যথা জলদঘটায়।
শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায়॥
কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবণ।
স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন॥
সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয়।
এই একরূপ, এই অন্যরূপ হয়॥
একক্ষণে পাপজ্ঞানে যার প্রতি রোষ।
পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ॥

সুতরাং—

যে আক্‌বর করুণার সাগর অপার॥
যে আক্‌বর সুবিচারে ধর্ম্ম-অবতার।
যে আক্‌বর বহুবিধ জ্ঞানের আধার॥
যে আক্‌বর ভেদজ্ঞানবিহীন সুজন।
সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন॥

সেই গুণসিন্ধু আকবরই হিন্দুধর্ম্ম সংহারের প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং শশদীয়া বালাকে

অঙ্কশায়িনী করিয়া মিবার-রাণার অকলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিতে অভিলাষী হইলেন।

"শাস্ত্র এই, যুক্তি এই, যেই হয় বীর।
অধর্ম্মের পদে কভু না নোয়ায় শির॥
সহস্র শক্রতা থাক্ প্রতিযোগী সহ।
বিগ্রহ ব্যসনে সদা অধর্ম্ম বিরহ॥

কিন্তু হায়, বীর আক্‌বরের সে ভাব এখন কোথায় গেল?

দ্বিতীয় সর্গ।—আকবর বহু সৈন্য এবং সেনাপতি মানসিংহ ও ('প্রতাপের কনীয়ান্ সাগরের সুত') মহাবেত সহ পুত্র সেলিমকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। প্রতাপের ভ্রাতা মোগলের অনুগত শক্তিসিংহও মোগল বাহিনীর সঙ্গে আসিলেন। প্রতাপের সে কি দুর্দ্দিন!

"কিন্তু যথা সাগর-তরঙ্গ-প্রতিঘাতে।
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর না পাতে॥
প্রতি প্রতিঘাতে তার মূলবদ্ধ হয়।
সেরূপ সুদৃঢ় চেতা উদয় তনয়॥
এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল।
'জননীর স্তন্য দুগ্ধ করিব উজ্জ্বল॥"

প্রতাপ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। কখনও বনে

কখনও পর্ব্বতকন্দরে বাস করিয়া, বনের ফল আহার ও নদীর জল পান করিয়া, তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ সহ স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন এবং শত্রুসৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। একবার প্রতাপের প্রাণসংশয় হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর ঝালবর-পতি তাঁহার রাজছত্র দণ্ড ও নিশান তাঁহার সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া শত্রুর অস্ত্রাঘাত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রতাপকে রক্ষা করেন। ঝালবর পতির অনুপম প্রভুভক্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রতাপ সেই অবধি নির্দ্দেশ করিয়া দেন

বংশ-অনুক্রমে ঝালবরপতিগণ।
রাজছত্র, দণ্ড আর নিশান শোভন॥
নিজ ধামে ধরাইবে ধরাধীশ প্রায়।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে সভায়॥

হল্‌দীঘাটের ভীষণ যুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত রাণা যখন প্রিয় অশ্ব চাতকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বায়ুবেগে ফিরিতেছিলেন, দুইজন মোগল সেনাপতি তখন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। শক্তিসিংহের তখন ভ্রাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে নিহত করিয়া প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

অতঃপর আকবর কৌশলে মিবারের কুলগর্ব্ব নাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিকানরাজের ভ্রাতা কবি পৃথ্বীসিংহ শক্তি সিংহের কন্যা সতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সতী 'রূপে গুণে অনুপমা রমা অবতার।' পৃথ্বী সিংহ মোগলদের অনুগত এবং দিল্লী দরবারে কাব্যকলায় নিরত ছিলেন। আকবর নৌরোজা পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিলেন, প্রতি মাসে রমণীদের হাট বসাইলেন। দরবারের ওমরা আমীর প্রভৃতি তাঁহাদের অন্তঃপুরিকাগণকে এই স্থানে পাঠাইবেন, সকল জাতির নারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হইবে এইরূপ আদেশ হইল। সতী পতিব্রতা নারী ছিলেন, তাঁহাকে একেবারে হস্তগত করা সহজ হইবে না বলিয়া প্রথমে আকবর ভিকানের রাণীকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার অঙ্কশায়িনী করিলেন। পরে—

যথা গৃহপালিত মাতঙ্গ বিচক্ষণ
প্রলোভে ভুলায়ে আনে বনের বারণ॥

সেইরূপ ভিকানের রাণী একদিন সতীকে নৌরোজার উৎসবে দেখিতে লইয়া আসিল। সাধুশীল পৃথ্বীরায় বিনা সঙ্কোচে সতীকে নৌরোজা হাটে ভ্রাতৃজায়ার

সহিত আসিতে দিলেন, কারণ,

সতীর সতীত্ব পরীক্ষিত বারে বারে
কার সাধ্য সতীরে অসতী করিবারে ॥
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সেই সতীত্ব কবচ।
পাপ অস্ত্রে সাধ্য নাই স্পর্শে তার ত্বচ।

তৃতীয় সর্গ।—নৌরোজা হাটের মণিময় বর্ণনা। সতী এই হাটে প্রবেশ করিলেন—

সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী।
দ্বিজেশ দরশে যথা প্রদোষে নলিনী ॥

চতুর্থ সর্গ।—জনতার মধ্যে সতীকে ছাড়িয়া দিয়া ভিকানের রাণী অদৃশ্য হইল। সতী পথ ভুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটি পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে আক্‌বর তাঁহার নিকট প্রেম নিবেদন করিলে সতী সম্রাটকে পদাঘাতে ধরাশায়ী করিয়া সম্রাজ্ঞী যোধাবাইএর কৌশলে প্রাপ্ত তরবারি দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন আক্‌বর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আর কখনও কোন রাজপুত মহিলাকে অন্তঃপুরে আনিবেন না এইরূপ স্বীকৃতি পত্র লিখিয়া দেন।

ইহার পর পৃথ্বীরাজ পুষ্কর তীর্থে গমন করেন।

সেই সময় রাণাকে পত্রে লিখিয়াছিলেন “কাহারও নিস্তার নাই নৌরোজা সঙ্কটে।”

সুধী সমালোচকগণের অভিমত।

এই কাব্যেরও সমালোচনা প্রসঙ্গে রামগতি ন্যায়-রত্ন লিখিয়াছেন যে উহাতে রাজপুত রমণীর সাহস, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। শূরসুন্দরীর চরিত্র ওজস্বী, উদার ও অতি নির্ম্মল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আক্রমণোদ্যত বাদ-সাহের বক্ষে পদাঘাত করিয়া শূরসুন্দরী যে তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহারও তিনি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই কাব্যের ছন্দো-বৈচিত্র্যেরও সমুচিত সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন, “পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় ইহাতেও পয়ার ত্রিপদী ভিন্ন তাহাদেরই রূপান্তর স্বরূপ নানাবিধ নূতন ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবতীর স্তোত্রে সংস্কৃতানুকারক—

নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিনি!
প্রচণ্ডচণ্ড পাতিনি!
প্রশান্ত দান্ত পালিনি!
প্রসীদ মুণ্ডমালিনি!”

এই প্রমাণিকা ছন্দটি উপযুক্ত স্থলে অর্পিত হওয়ায় বড় মধুর হইয়াছে।”

রঙ্গলাল

সুপণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ রঙ্গলালের কাব্যের বিশেষ গুণপক্ষপাতী ছিলেন। "সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়" নামক কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থের লেখক কল্পনারথে আরূঢ় হইয়া দেবলোকের যে সংবাদ আনয়ন করিয়াছিলেন তৎপাঠে প্রতীত হয় যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের আত্মার নিকট প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আত্মা মাইকেলের কাব্যের অপ্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হইলে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের আত্মা বলেন,—

"মহাত্মন্ প্রিন্স—আধুনিক কবিদিগের মধ্যে আমরা বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথেষ্ট প্রশংসা করি; তাঁহার লেখা দেখিলে অনায়াসে বোধ হয় তিনি অতি যোগ্য লোকের নিকট কবিতা রচনার শিক্ষা পাইয়াছিলেন। লেখাতে তাঁহার সবিশেষ অভ্যাস জন্মিয়াছে; অন্যান্য অনেক আধুনিক গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তিনি স্বয়ং সিদ্ধ হয়েন নাই, তাহাতেই তাঁহার কবিতা এত গুণসম্পন্ন হইয়াছে। স্বয়ং সিদ্ধ মহাশয়গণের দৃষ্টান্তানুসারে বর্ষানদীর মত তিনি ভ্রমযুক্ত কবিতাস্রোতঃ নিঃসরণ করেন নাই, আহা! তাঁহার কবিতার কি রমণীয় ভাব ও লালিত্য!"

রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই

শূরসুন্দরী প্রকাশের কিছুদিন পরে মনীষার বর-পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই মহোদয় 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' বাঙ্গালা সাহিত্যের যে মনোজ্ঞ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে রঙ্গলালের কাব্যগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Rangalal Banerjea is a living poet and a Deputy Magistrate,and has written three spirited poems on Episodes from Rajput history. His পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী and শূরসুন্দরী are full of spirited descriptions of war and heroism No authentic history perhaps affords to the poet such stirring tales of heroism and valour as that of Rajasthan and our poet has served his country well by embalming passages from the annals of Rajasthan in admirable verse."

কোনও কোনও সুপণ্ডিত সমালোচক রঙ্গলালের কাব্যগুলির সতর্ক আলোচনার পর তাঁহাকে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির আসন প্রদান করিয়াছিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' নামক সুবিখ্যাত ত্রৈমাসিকে এই সময়ে কয়েকজন মনীষী বাঙ্গালা গ্রন্থের সমা-

ডব্লিউ, এস্, সীটনকার

লোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। 'শূরসুন্দরী'রও এই সময়ে (১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে) একটি বিস্তৃত সমালোচনা উহাতে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় অনুমান করেন, সমালোচনাটী বিখ্যাত সিভিলিয়ান ডব্লিউ এস সীটনকারের লেখনী-প্রসূত। আমরা সমালোচনাটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব।

"Babu Rangalal Banerjea is one of the best Bengali writers of the day; and though he has written a great deal in prose, is chiefly known as a poet. And he is no mean poet. Indeed to our mind, he is perhaps *the first Bengali poet of the day.* We are aware of the claims of Mr. M. M. S. Dutta, whom we remember to have been styled the "Milton of Bengal." It reminded us of the incident, when Coleridge, the poet and metaphysician, heard Klopstock, the author of the "Messiah", called the German Milton. 'Yes a *very* German Milton,' replied Coleridge. Not that we deny merit to Mr. Dutta as a poet, his powers are undoubtedly great.

But he is such a Tartar in the field of Bengali literature, that he is bound by no laws and rules whatever, but deems himself superior to them. Such license maybe allowable in superhuman geniuses like Goethe and Shakespeare; but in a poetaster like Mr. Dutta, it is simply intolerable. Mr. Dutta is wild, irregular, eccentric; Babu Rangalal is neat, elegant, and idiomatic. A great fault in Mr. Dutta is—and it is a very vulgar fault—that he tries to pick out all the hardest words in the dictionary. The practice of all great poets, like Wordsworth and Tennyson, is just the opposite; they use the most common, simple and familiar words. Mr. Dutta never writes Bengali poetry, one would suppose, without having Amarkosh or Wilson's Sanscrit Dictionary before him.

"Rangalal Banerjea's muse derives inspiration, it seems, chiefly from Colonel Tod's **Annals** of **Rajasthan**. Some years

ago he favoured us with the elegant poem of **Padmini-Upakhyan,** a tale of Rajput story; and now he presents to his countrymen the **Sura Sundari,** a tale founded on an incident of the same story. The story lies in a nutshell. The Emperor Akbar was fond of Rajput ladies, the chief of his *harem* being Yodha, the sister of Maun Sing, once the Viceroy of Bengal. Akbar heard of the beauty of *Sati* the wife of *Prithvi,* brother of the Raja of Bhikanir and wanted to have her. With this view he got up a *nourojah* or Fancy Fair, at which all the beauties of his vast empire assisted. *Prithvi's* wife, peerless in beauty, "a very incarnation of feminine grace," was of course there. As gentlemen were not permitted to be present at the Fair, Akbar assumed the disguise of a *Yogi,* who, on account of his sanctity, is allowed access everywhere. But the plans of the imperial Yogi were disconcerted by his beloved consort Yodha, whom

jealousy instigated to assume the disguise of a Yogini and to follow in the wake of her husband. Akbar, however happening to meet *Sati* alone, used every sort of entreaty. *Sati*, true to her name, repels him, and he retires completely baffled. The story is well conceived, the images select, and the description natural. Our poet has a minor fault, however, which he would do well to correct. Babu Rangalal Banerjea is a little too fond of alliteration—the besetting sin of Bengali poets. An alliteration here and there is pleasing; but an excessive use of it grates upon the ear. Witness the following from page 4—

Dillir dordanda darpa dipta das disi

and similar examples might be quoted from almost every page. We are aware that Babu Rangalal Banerjea's countrymen are fond of excessive alliterations, but he should aim at imparting to them a juster and a more refined taste. Not-

withstanding this, and some other faults which might be pointed out, the *Sura Sundari* is on the whole, a choice and successful poem."

দশম পরিচ্ছেদ

হুগলীতে রাজকার্য্য—"কুমারসম্ভব"

(১৮৬৯—৭৩)।

হুগলীতে রাজকার্য্য। অগ্রজ গণেশ-চন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর রঙ্গলাল বাটীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বদলি হইবার চেষ্টা করেন। ফলে, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি হুগলীতে স্থানান্তরিত হন। তাঁহার আসিবার আর একটি কারণ ছিল। এই সময়ে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পান্নালালের বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়াছিল। হাইকোর্টের খ্যাত-নামা উকীল এবং পরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কাদম্বিনী দেবীর সহিত এই সময়েই পান্নালালের শুভ পরিণয় সংঘটিত হয়।

হুগলীতে রঙ্গলাল প্রথমে তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্ম-চারীদিগের প্রীতিভাজন হন। তিনি হুগলীর মিউনি-

পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপ্যাল কমিশনর নির্ব্বাচিত হন এবং জাহানাবাদ মহকুমার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর তাঁহার বেতন মাসিক তিনশত টাকা হইতে চারিশত টাকায় বর্দ্ধিত হয় এবং পর বৎসর তাঁহার শাসন-ক্ষমতাও বর্দ্ধিত করা হয়।

হুগলীতে অবস্থানকালে রঙ্গলাল একবার জ্বরে খুব ভুগিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহার ন্যায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা পরিবারের জন্য বিলক্ষণ অর্থসঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু রঙ্গলাল যে ভাবে থাকিতেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে অধিক অর্থসঞ্চয় করা সম্ভব হয় নাই। তিনি মাতুলদত্ত খিদিরপুরস্থ বাটীটি নূতন করিয়া নির্ম্মিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লিখিত তাঁহার পত্রাদি দৃষ্টে প্রতীত হয় যে তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল তিনি অধিককাল জীবিত থাকিবেন না এবং তিনি পরিবারবর্গের মাথা গুঁজিবার জন্য বাটীটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আসল কথা, বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিলেও রঙ্গলাল তাঁহার সাহিত্য-সাধনা হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হন নাই।

সীতার 'বনবাস'এর গান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতুলপুত্র ডাক্তার অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি যাত্রার দল সংগঠিত করেন। উহার কয়েকটি পালা রঙ্গলাল স্বয়ং লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বর্দ্ধমান স্কুলের অধ্যাপক রমাপতি রায় মহাশয় এই যাত্রার জন্য 'সীতার বনবাস'এর একটি পালা রচনা করিয়া দেন। রঙ্গলাল ইহাতে কয়েকটি গান সংযোজিত করিয়া দেন। আমরা এই গীতগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং পাঠকগণকে উপহার দিতেছি ঃ—

৩০ নং গান (জুড়ি)

(১) সুর—রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়াঠেকা।

পঞ্চমাস গর্ভকালে নির্ব্বাসিতা সীতা।
তপোবনে রাজবালা রাজার বনিতা॥
হায়রে বিধাতা শত ধিক তব কাজে।
পতিসোহাগিনী কোথা কাঙ্গালিনী সাজে॥
কোথা সে কোমল শয্যা কোথা সিংহাসন।
রাজেশ্বরী সীতাভাগ্যে হল তৃণাসন॥
হা! রাম! জীবিতেশ্বর! হাহাকার করি।
কোন মতে প্রাণ মাত্র রহিলেন ধরি॥
এইরূপে তপোবনে পঞ্চমাস গত।
ক্রমশঃ প্রসবকাল হল সমাগত॥

ডাঃ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়

একবারে দুই সুত প্রসবিলা সতী।
পুত্রমুখ নিরখিয়ে হরষিতা মতি॥
যথাকালে জাতকর্ম্ম আদি সমুদায়।
সমাধান করিলেন মুনি মহোদয়॥
যুগল বালকে করি লালন পালন।
করেন জানকী সতী কালের হরণ॥
ভাবিয়া আপন ভাবী জীবন্মৃত প্রায়।
শয়নে কি জাগরণে মুখে হায় হায়॥
ক্রমশঃ যুগল শিশু শুক্লশশী সম।
বাড়িতে লাগিল রূপে গুণে নিরুপম॥
বেদ আদি বিদ্যা শিক্ষা দিল মুনিবর।
কত বিদ্যা শিশুদ্বয় হইল তৎপর॥
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর হল গত।
পরে প্রকাশিত হবে পর কথা যত॥

৪৩ নং গান (লব ও কুশ)
C সুর—তাল—আড়া ঠেকা

বিশুদ্ধা চরিতা সীতা পতিব্রতা ধরাতলে।
সে হেন সতীরে হে রাম বনে দিলে কোন ছলে॥
না ভাবিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম, সাধিলে অসাধু কর্ম্ম,
বিন্ধিলে দারুণ শল্য সতীর হৃদি কমলে
তাই যদি ছিল মনে কি কার্য্য সিন্ধু বন্ধনে
কেন বধিলে রাবণে সুগ্রীবাদি বলে॥

কেন আনি নিজবাসে পুনঃ দিলে বনবাসে

কেমনে ভুলিলে বা সে পরীক্ষা কথা অনলে ॥

৪৯ নং গান (সীতা)

সুর—রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল কাওয়ালী

পুনঃ চাহিবেন কি বিধি আমায় কৃপানয়নে

দুঃখিনী সীতারে কি নাথ করেছেন মনে ॥

কত আশা মনে আসে, বসিব পতির পাশে,

সোহাগিনী হব পুন তাঁর মিলনে ॥

মনের বেদনা যত কাঁদিয়ে জানাব কত

দেখিব প্রবোধ নাথ করেন কেমনে ॥

৫৪ নং গান (কুশ ও লব)

তাল দশকুশি

প্রাণের কুশি ভাই মায়ের নাহিরে চেতন

বুঝি আজ হারালাম রে মা রতন ॥

খেলান্তরে গেলে ঘরে, মুখচুম্বন কে আর করে—ধরে অধরে,

কে বলিবে আর তোমায় অঞ্চলের ধন ॥

কে থাকিবে আর আগারে, ক্ষুধা পেলে খাবার চাব কারে,

ভাইরে মনের মতনরে কে আর করিবে যতন ॥

বনে ছিলাম মনের সুখে, কত কথা শুন্তে পেতাম জননীর মুখে,

সে সব ফুরাল ভাইরে জনমের মতন ॥

কি বলিব গিয়ে ঘরে, ঋষিকন্যা জিজ্ঞাসিলে পরে আমারে

যজ্ঞে এসে ভাই মায়ে দিলাম বিসর্জ্জন ॥

শুনিয়াছি অঘোরনাথ একদিন হুগলীতে রঙ্গলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাত্রাগানগুলি রচনা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে রঙ্গলাল অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গানগুলি রচনা করিয়া দেন। রঙ্গলাল রহস্য গীত রচনাতেও সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সীতার বনবাসের পর যাত্রায় গীত বাউল সঙ্গীতের অন্তর্গত একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

৬ নং গীত

Dসুর

আরে কালে কালে এর পর আর কি হবে রে ;
মিনষের কোলে ছেলে দিয়ে মাগীরে লড়ায়েতে যাবে রে।
যারা ছিল কাঁথা চোরা, তাদের হাতে টাকার তোড়া
ঠকির মর্য্যাদা বাড়া, মানী জনার মান যাবে।
কলিতে মুটের মাথায় রেশমী ছাতা গাড়ু লয়ে * * যাবে।
বদ্যি হ'ল পদ্যি ছাড়া, পণ্ডিত হল মূর্খ ভেড়া
মেয়েরা ঘোড়ায় চড়া, মিনষেরা ঘাস্ কাটবে ;
কলিতে বরের ঘরে পাল্কি চড়ে মেয়েরা বে কর্ত্তে যাবে॥
পূর্ব্বে ছিল তালের হুঁকো, এখন সব রূপোবাঁধা সোণামুখো
তা দেখে হলাম ভেকো, টেকো মাথায় চুল হবে
কলিতে জোলার ছেলে মাকু ফেলে
কুলীন হয়ে মান বাড়াবে রে॥

চিরুণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌত্রলাভ। এই বৎসরেই রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র জহরলালের জ্যেষ্ঠপুত্র চিক্কণলাল জন্মগ্রহণ করেন। রঙ্গলাল পৌত্রলাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহনকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার পরে হরিমোহনের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহাকে অনু-যোগ করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

Hooghly
2 January 1872

My dear Hari,

More than a month ago, I wrote you a letter announcing the birth of our grandson, but you did not think it worth while to acknowledge it or congratulate the parents of the poor child. The little babe, if he lives to be a man, will be the first—to perpetuate the race of our dear departed father. I quote the following ordinance of our religion for your edification :—

"পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে।
অথ পৌলস্য পুত্রেণ মোদন্তে প্রপিতামহাঃ॥"

ব্যাখ্যা—তত্র পুত্রেণ নরকাদুদ্ধৃতঃ পৌত্রেণ স্বর্গং নীয়তে প্রপৌত্রেণ ততোহপ্যুপরি নীয়তে; পুত্রেণৈব স্বর্গং নীতঃ—পৌত্রেণ ব্রহ্মলোকং প্রাপিতঃ আনন্ত্যং মোক্ষং লভতে তেনাসৌ প্রপৌত্রমপেক্ষত ইত্যর্থঃ। * * *

'**কুমার সম্ভব**।' এই বৎসরেই (১লা ভাদ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) রঙ্গলালের একখানি অভিনব কাব্যগ্রন্থ 'কুমার সম্ভব' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাকবি কালিদাসের জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সরল বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থখানি শ্রীরামপুরে আলফ্রেড যন্ত্রে যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া গ্রন্থকার কর্তৃক হুগলী হইতেই প্রকাশিত হয়। যে সকল কারণে রঙ্গলাল মৌলিক কাব্য প্রণয়ন না করিয়া এই অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিজ্ঞাপনে তাহা বিবৃত করিয়া

ছিলেন। এই বিজ্ঞাপন হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। বাল্যকালাবধি যাহা অভ্যস্ত হয়, তাহা অধিক বয়সে পরিহার্য্য নহে; পূর্ব্বের ন্যায় আমার অবকাশ নাই,—বিষয় কর্ম্মে সমস্ত দিবস ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রদোষে যে দুই এক দণ্ডকাল নিশ্বাস-পরিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা দুরূহ, অথচ অভ্যাস রক্ষার অনু-রোধে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু পশ্চাৎ দেখিলাম, নূতন রচনাপেক্ষা পুরাতন অনুবাদ করা অধিকতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ;—কি করি, আরম্ভ করিয়া কোন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়, সুতরাং অনুবাদ সমাপ্ত করিলাম।

২। অনেকে এই ক্ষণে পদ্যময় কাব্যের অনুবাদ গদ্যে সম্পাদন করেন, সহৃদয়বর্গ কহেন তাহাতে অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; চম্পক পুষ্পের প্রতিকৃতি স্বর্ণ-সহকারে নির্ম্মিত হইলেই সুন্দর দেখায়, রজতে রচিত হইলে তাদৃশ শোভনীয় হয় না, অতএব কোন কোন বন্ধু সংস্কৃত প্রধান পদস্থ কাব্য-নিচয়ের পদ্যানুবাদ করণে আমাকে অনুরোধ করাতে আমি সেই অনুরোধ

রক্ষার প্রথম আদর্শ স্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে এই গ্রন্থ সম্প্রদান করিতেছি।

৩। আমরা ভিন্ন দেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি আচার ব্যবহারাদি পরিহার পূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এই ক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা করণে স্বদেশ-হিতৈষি মাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণ করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষতঃ স্বদেশী পুরাতন কাব্য-কলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে; প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিদ্রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হই।"

রঙ্গলাল অনুবাদের জন্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্তৃক সংগৃহীত মূল কাব্য ও উৎকল দেশে দৃষ্ট দুই

খানি হস্তলিখিত কুমারসম্ভব কাব্য এবং অন্যান্য সংস্করণ পাঠ করিয়াছিলেন। রঙ্গলালের অনুবাদটি কেবল ভাষার লালিত্যের জন্য নহে, এই জন্যও বিশেষ মূল্যবান।

রঙ্গলাল-কৃত কুমার-সম্ভবের অনুবাদ যে কিরূপ সুন্দর তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উহার যে কোনও স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেই অনুবাদকের কৃতিত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমরা যথেচ্ছভাবে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি—

প্রথম সর্গ।—

পরিমাণ শূন্য রত্নরাজীর প্রভব
হিম হেতু নহে তার গৌরব লাঘব
গুণ সমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে
কলঙ্ক নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ করে। (৩)

দিবাভীত অন্ধকার নিবসি কন্দরে
রাত্রিচর প্রায় রক্ষা পায় ভানুকরে ;
শরণ আগত অতি ক্ষুদ্রজন প্রতি
নিতান্ত মমতাশীল মহতের মতি (১২)

প্রভাবশ্রী শিখা সহ দীপ যথা সাজে
ত্রিদিবে ত্রিধারা যথা শোভায় বিরাজে
দেবভাষা করে যথা পণ্ডিতে মণ্ডন
পূত বিভূষিত গিরি লভি উমাধন॥ (২৮)

শরদে মরাল যথা ভাসে গঙ্গাজলে
নিশাগমে মহৌষধি যথা স্বতঃজ্বলে
সেইরূপ সমাগমে শিক্ষার সময়
লভিলেন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বিদ্যাচয় ॥ (৩০)

আয়ত নয়নে চারু কটাক্ষ চপল,
প্রভাত সময়ে যথা শোভে নীলোৎপল
মৃগাঙ্গনা সহ এই বিবাদ বিষয়
কে কাহার নেত্র নিল হইল সংশয় ॥ (৪৬)

দ্বিতীয় সর্গ ।—

অনন্তর সুললিত, ভামিনী ভ্রূলতা চিত,
শৃঙ্গধর ধনু মনোহর ।
রতির বলয়-পদ, চারু চিহ্নে শোভাস্পদ,
কণ্ঠতটে ধরি নিরন্তর ॥
ঋতু পতি সহচর, করে যার শোভাকর,
মাকন্দ মঞ্জরী প্রহরণ ।
শচীনাথ সুগোচরে প্রাঞ্জলি-আবদ্ধ করে,
সমুদিত হইল মদন ॥ (৬৪)

তৃতীয় সর্গ ।—

বীরাসনে স্থিত স্থির পূর্ব্ব কলেবর
বিনত কন্ধর ঋজু তনু পরিসর
উত্তান যুগল পাণি অঙ্ক অন্তরালে
প্রফুল্ল কমল যেন শোভিত মৃণালে ॥ (৪৫)

প্রলম্বিত জটাজুটে ভুজঙ্গ বিরাজে
শ্রবণেতে দুই ছড়া অক্ষসূত্র সাজে
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-প্রভা নীলিমা সংকাশ
কৃষ্ণাজিন প্রাপ্ত তাহে বিশেষ বিকাশ ॥ (৪৬)

ঈষৎ প্রকট নেত্রে তারকা-স্তিমিত
ভুরুর বিক্ষেপ সঞ্চালন-বিরহিত
ত্রিনয়নে পক্ষ্ম পুঞ্জ স্পন্দন-বিরত
নাসা লক্ষ্যে অক্ষিতেজ অধোদিকে নত ॥ (৪৭)

যথা বর্ষাভাবে স্থির মেঘের বিস্তার .
সেইরূপ প্রাণ আদি বায়ুর সঞ্চার
তরঙ্গবিহীন হ্রদে অপান-নিরোধ
নিবাত নিষ্কম্প দীপ সমান উদ্বোধ ॥ (৪৮)

উর্দ্ধদিকে ললাটস্থ নেত্রের উচ্ছ্বাস
ব্রহ্মরন্ধ্র পথে তার জ্যোতির প্রকাশ
হরিতেছে শিরস্থিত বালশশি শোভা—
মৃণাল সূত্রের ন্যায় অতি মনোলোভা ॥ (৪৯)

চতুর্থ সর্গ।—

শশী যবে অস্তে যায়   জ্যোৎস্না তার সঙ্গে ধায়
মেঘ সহ তড়িৎ প্রয়াণ,
পতি-পথ পরা সতী   পতি ভিন্ন নাহি গতি
জড়েতেও দিতেছে প্রমাণ! (৩৩)

পঞ্চম সর্গ।—

গমনে চঞ্চলা বালা বলে 'যাই চল'
বল্কল বসন তাহে হৃদয়ে চঞ্চল,
অমনি স্বরূপ ধরি মৃদু হাস্যাধর
ধরিলেন প্রমথেশ পার্ব্বতীর কর॥ (৮৪)

তাঁরে হেরি হৈমবতী, শিহরি উঠিলা সতী,
সরস শরীর অতি পদ নাহি পড়ে ঊর্দ্ধে স্থিত একেবারে
যথা অবরোধ ঘায়, গমনে না পথ পায়,
আকুলিত নদীপ্রায়, যাইতেও নারে বালা
থাকিতেও নারে॥ (৮৫)

ষষ্ঠ সর্গ।—

অম্বুদয়ে মেঘদল বরষিত হলো জল
ফুল বিনা ফলের সঞ্চার;
না করিতে চিন্তা মনে তোমাদের দরশনে
অসম্ভব সম্ভব আমার॥ (১৪)

সপ্তম সর্গ।—

'প্রণতা পার্ব্বতী প্রতি কহে সতীচয়,'
প্রাপ্ত হও অখণ্ডিত পতির প্রণয়
স্নিগ্ধ জন-আশীর্ব্বাদ অতিক্রম করি,
পতি অর্দ্ধ অঙ্গ উমা পরে, মন হরি॥ (২৮)
স্পৃহনীয় এই দুই রূপের আকর
যদি না করিত বিধি যুক্ত পরস্পর

তবে এ উভয় রূপ বিধান কারণ
বিফল হইত সব বিধির যতন ॥ (৬৩)

'কুমারসম্ভব' সম্বন্ধে সমালোচকগণের অভিমত।—রঙ্গলালের পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় কুমারসম্ভবের অনুবাদ করেন নাই। র‍্যালফ্ টি গ্রিফিথ ইংরাজী পদ্যে উহার একটি অনুবাদ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার "The Birth of the War God" অনুবাদ হিসাবে সর্ব্বত্র সফল হয় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৮ই নবেম্বর তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে একজন সুপণ্ডিত সমালোচক রঙ্গলালের কুমার সম্ভবের সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"No contemporary Bengali poet is better known to his countrymen than Babu Rangalal Panerji. His *Karmadevi* and *Surasundari* are familiar as house hold words in every part of the country, and for elegance of diction, playful imagery, and rich flow of language have been generally accepted as models of Bengali composition. If at times they fail to attain the sweetness of Bharat Chandra, they are nowhere disfigured

by the low thoughts commonplace ideas and the disgusting licentiousness which prevail in the works of the laureate of Krishna Chandra. Written by an accomplished well-educated scholar, whose taste has been cultivated by perfect familiarity with the classics of India on the one hand, and the literature of England on the other, they blend the luxuriance of the east with the chastity of the west, and offer a rich treat to the lover of the truly beautiful. As original compositions founded on the mediaeval legends of Rajasthan, delineating the highest moral, mental and physical qualities of the noblest specimens of the Hindu race, they have, besides, a peculiar charm for Indian readers, who cannot contemplate the glories of their solar line, without feeling a sort of reflex light being thrown on themselves. The work whose title heads this notice has not this recommendation in its favor, as its heroes are divine personages, and not men; it lacks likewise the

charm of originality, as it is only a translation; but these drawbacks are amply compensated by the halo which surrounds the glorious name of Kalidasa, the greatest poet of the Augustan age of Sanskrit literature, and which is by itself enough to touch the most sympathetic chord in the hearts of Hindu readers. Nor are the intrinsic merits of the translation by any means secondary. The rendering is throughout as close as the idioms of the two languages will admit of, and the attempt to preserve the spirit that intangible something which forms the soul of poetry and which so freqently vanishes altogether in the process of translation—has in many places proved highly successful, much more so than in Mr. Griffith's "Birth of the War God." Doubtless the latter had to contend against a serious difficulty the extremely dissimilar character of the English and Sanskrit languages, and the difference of taste in the class of readers for whom

his book was designed ; while the former had to deal with a Sanskritic dialect in which the words of the original may be, and have often been ; transferred bodily without any alteration, and an audience whose taste and sympathies are all on the side of the original ; still the task was one which none but a person of high poetical taste and thorough mastery over the two languages could grapple with any prospect of success. And we have great pleasure in recording our opinion that the success in the present venture is great. We are glad too to notice that the translator has worked only on the first seven cantos of the Kumara, and rejected the apocryphal sequel which never issued from the pen of Kalidasa. We must add, however, that chaste, elegant and faithful as the rendering is, it is at times too thorough a reproduction of the phraseolgy of the original to be easily intelligible to the ordinary Bengali

reader, and it can look to a small circle of well-educated people for appreciators. Had the author adopted an easier style, and more popular and simpler words, he would have perhaps sacrificed a little of his classical purity, but at the same time secured a much wider circulation for his work."

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র "Mitranus" —এই ছদ্মনামে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মুখার্জীর ম্যাগেজিনে 'Uma, the Mountain Maiden" নামক এক মনোজ্ঞ সন্দর্ভের উপসংহারে গ্রিফিথ ও রঙ্গলালের কুমারসম্ভবের অনুবাদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া রঙ্গলালের অনুবাদটীকে উচ্চতর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সেই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধটি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, আশা করি, পাঠকগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না :—

"Mr. Griffith had to overcome many difficulties. He had the idiom of the English language to deal with, which is ill-suited to the preservation of the terseness of Sanskrit poetry. Then the

ideas, expressions, similes and metaphors which came in his way, though the most beautiful in Sanskrit, in many instances could not be made to retain their grace and elegance in an English garb ; some becoming positively grotesque when so habilitated. He took, besides, the work in hand when he was not in a position, owing to his location in England, and want of adequate knowledge of the habits, manners and customs of the people of India, to grasp the spirit of Kalidasa's language with sufficient firmness to reproduce it in English with strict fidelity. The Bengali translator had no such serious impediments to remove. As a native of the country he was perfectly familiar with the life of the people ; as a thorough Sanskrit scholar, the language of the original came home to him even as his own mother tongue ; as a Bengali poet of many years' standing, Indian poetical ideas and phraseolgy were tools of every

day use to him; and writing in a language in which entire Sanskrit sentences may be compressed with the simple omission of case marks, he had no linguistic obstacles in his way; and it is not remarkable therefore that his translation is as exact as could be expected. As an illustration of the kind of error which frequently occurs in the English version we will cite an example. In canto 7, the poet in one stanza, describes the bridal thread which has to be tied on the left wrist on the eve preceding the day of marriage. Mr Griffith renders it thus,—

"On Uma's round arm the woollen band,
Was fixed securely by the Nurse's hand—
Blind with the tears that filled her swimming eye,
In vain the mother strove that band to tie."

Babu Rangalala Banerjee, familiar with the custom of tying this band, which still prevails in India, is much more happy in expressing it. He says—

"আনন্দের অশ্রুধারা নয়নেতে ক্ষরে,
ঊর্ণাময় সূত্র রাণী বাঁধে স্থানান্তরে—
আসিয়া উমার ধাত্রী কৌতুক অন্তরে
যথাস্থানে কৌতুক বাঙ্কিল তারপরে ।।"

Other instances may be easily multiplied, but the intelligent reader, who will compare the two versions with the original, will soon find them. In common fairness it should be added, however, that if the English translator has sometimes failed in accuracy, he has, like Pope in his rendering of the Iliad, acquitted himself with great success in producing an elegant and very interesting poem, which we have read more than once with delight. Babu Rangalal's version is equally elegant and graceful, but we cannot help thinking that he has at times sacrificed perspicuity and clearness at the altar of verbal accuracy. A simpler style and a more frequent use of common and every day homely words would, we are also of opinion, have immensely added to the popularity

of his works though that would perhaps have somewhat affected its classical purity. On the whole, however, we heartily accept it as a valuable contribution to vernacular literature, and an excellent interpreter of the poetry of Kalidasa to the people of Bengal."

পদ্মিনীর ইংরাজী অনুবাদ।

ভ্রাতুষ্পুত্র (পরে রায় বাহাদুর) মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত রঙ্গলালের নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রতীত হয় যে তিনি এই সময় 'মুখার্জীর ম্যাগেজিন'-এর জন্য 'পদ্মিনী'র একটী ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিলেন। কিন্তু উহা কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

Hooghly,
5. 11. 72

My dear Moni,

I have received your letter and the hasty abortion of a poem—it is composed of distorted translation of my Padmini as you might have perceived by reading it. I think it will be tomahawked

to pieces in Mukherjee's Magazine shortly.

Yours ever affly
Uncle
Rangalal Banerji.

অসমীচীন স্পষ্টবাদিতার শাস্তি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রঙ্গলাল কার্য্যদক্ষতার জন্য এতাবৎকাল তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচিত্ত ও স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং একবার একটি মোকদ্দমার রায়ে অসমীচীন স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ শাস্তিভোগ করিতে হয়। হুগলীতে অবস্থান কালে মহানদ গ্রামের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ দুইটি ভদ্র হিন্দু কন্যাকে "আলোকে" লইয়া যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ায় কন্যাদ্বয়ের পিতা খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের বিরুদ্ধে রঙ্গলালের আদালতে অভিযোগ করেন। রঙ্গলাল তাঁহার রায়ে মিশনারীদের ও খৃষ্ট ধর্ম্মের গ্লানিসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। জজ সাহেবের আদালতে উক্ত মোকদ্দমার আপীল এবং রঙ্গলালের কৈফিয়ত লওয়া

হয়। জজ সাহেব উক্ত মন্তব্য কমিশনারকে জ্ঞাত করায় কমিশনার বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্টে তাহা রঙ্গলালের কৈফিয়তসহ প্রেরণ করেন। ইহাতে রঙ্গ-লালের রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত হইবার সম্ভাবনা হয়। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল তখন বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা। তিনি রঙ্গলালকে কিছু দিনের জন্য suspend করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। রঙ্গলালের বিশেষ হিতৈষী রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর এবং বৈবাহিক বিচার-পতি অনুকূল মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়া ছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্র রঙ্গলালকে কলঙ্কমুক্ত ও স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি হইতে তিন মাস রঙ্গ-লাল suspended থাকিবার পর তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধু রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয়ের চেষ্টায় তিনি কর্ম্মে পুনর্নিযুক্ত হন এবং কটকে দ্বিতীয়বার স্থানান্তরিত হন। এই তিন মাস রঙ্গলাল মাসিক চারিশত টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে মাত্র একশত টাকা suspension allowance পাইতেন। কিন্তু অর্থের জন্য নহে, এই নিদারুণ অপমানে রঙ্গলাল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্ম্মাহত

অনুকূল মুখোপাধ্যায়
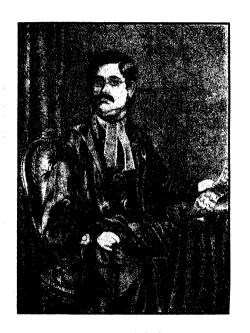
হন, এবং নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি হইতে এই ঘটনার এবং তাঁহার এই সময়ের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) হরিমোহনকে লিখিত জহরলালের পত্র

(ভাবানুবাদ)

হুগলী

১৩ই জানুয়ারী ১৮৭৩

প্রিয় খুড়া মহাশয়,

আপনার ১২ই তারিখের স্নেহলিপি হস্তগত হইয়াছে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ছোট লাট বাহাদুর পিতাঠাকুরকে তিন মাসের জন্য সসপেণ্ড করা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। কমিশনার এ বিষয়ে স্বয়ং কিছু করেন নাই, কিন্তু জজ সাহেব পিতৃদেবের কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার রায়ে ঘটনাটির উল্লেখ করায় তিনি বাধ্য হইয়া নথিপত্র গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন এবং লাট সাহেব সেগুলি দেখিয়া স্বয়ং আদেশ প্রদান করেন। কমিশনারের উদ্দেশ্য ছিল যে গবর্ণমেণ্ট সাবধান বা তিরস্কার করিয়া যাহাতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারকেরা তাঁহাদের রায়ে কোন

স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল

ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা না করেন তাহার বিধান করা। রায়ে যে কথাগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা এই—

"And they went to embrace Christianity in the Mahanad mission house,—the last refuge of such black sheep."

এবং আপনিই বিচার করিয়া দেখিতে পারেন উহাতে খৃষ্ট ধর্ম্মের কোন নিন্দা সূচিত হইয়াছে কি না। বাবার কৈফিয়তে জজ সাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং কমিশনারও কোনও শাস্তি দিতে অনুরোধ করেন নাই, তবে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে নথিপত্রগুলি গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়া ছিলেন।

আপনার স্নেহের চিরানুগত ভ্রাতুষ্পুত্র—

জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) হরিমোহনকে লিখিত রঙ্গলালের পত্র

Hooghly
20. 1. 73.

My dear Hari,

The fatal order did not come to hand when you wrote to Janu about it; the rumour was afloat at the time and I thought it proper not to write to you

on the subject at that time. Since the receival of the order, a deep dejection has settled in my heart, and I am so restless—that health has fled me and I dare not endure the gaze and stare of the populace by stirring out. Will you not come up at once and see me in my wretchedness? Do come, my dear Hari —you are always welcome and in such grief and sorrow your advent here must be immeasurably dear to me and to us all—my hand quivers as I am writing this. I cannot write more, but hope to see your sweet face by this evening or to-morrow morning at the farthest. Hoping the children all well.

Yours ever affte brother
Rangalal Banerjea.

(৩) রঙ্গলালকে লিখিত হরিমোহনের পত্র

প্রিয় ভ্রাতঃ,

আমি দিগম্বরের কাছে গিয়াছিলাম—তিনি বলিলেন তিনি আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন। দুর্ভাগ্যের

বিষয় 'ব' (১) এর সহিত 'দ' (২) এর সাক্ষাতের পর আপনার কৈফিয়ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, 'ব' আপনার কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হন নাই। আপনার উপর 'বা' (৩) র কিছু আক্রোশ আছে তাহা 'দ' বুঝাইয়া দিয়াছেন কিন্তু 'ব' বলেন এরূপ রিপোর্ট করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে। কিছুক্ষণ বাদে তিনি এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে এ বিষয়টি তেমন গুরুতর নহে এবং উহা ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। 'দ' যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং শনিবার পুনরায় 'ব'এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি রবিবার তাঁহার নিকট যাইব। ইতোমধ্যে আমাদের আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। রাজা বিজয়নারায়ণ এখানে নাই, তিনি বোধ হয় কাল বারাণসীধামে

(১) 'ব'—মিষ্টার সি, ই বার্ণাড´—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পলিটিক্যাল সেক্রেটারী

(২) দ—রঙ্গলালের পরম হিতৈষী বন্ধু রাজা দিগম্বর মিত্র, সি-এস-আই

(৩) বা—মিষ্টার সি-টি-বাকল্যাণ্ড—বিভাগীয় কমিশনর।

গিয়াছেন। এখন বড় ব্যস্ত আছি, আগামী পত্রে বিস্তারিত ভাবে সব লিখিব।

আপনার স্নেহের ভ্রাতা
হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
২২শে জানুয়ারি ১৮৭৩।

(৪) রঙ্গলালকে লিখিত হরিমোহনের পত্র

আমার শেষ পত্র অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে লিখিয়াছি, তাহাতে বেশী কিছু লিখা উচিত মনে করি নাই। মণি আপনার নিকট যাইতেছে। আপনি বেশী ভাবিবেন না। ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। দ বাবু (দিগম্বর) মনে করেন যে আপনার অসতর্ক বাক্য প্রয়োগে আপনার কেস তত খারাপ হয় নাই, যত খারাপ হইয়াছে বিধর্ম্মীদিগকে আটকাইয়া রাখায়, এবং আপনার কৈফিয়ত তত সন্তোষজনক নহে। মিঃ বার্ণার্ড সিলেটে একজন কার্য্যক্ষম ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন এবং তিনি মনে করেন ঐ স্থানে আপনাকে বদলি করা ভাল। সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে এই ব্যবস্থায় যদি বড় সাহেব খুসী হন তাহা হইলে উহাই স্বীকার করিয়া লওয়া

আপনার উচিত। বিমলাচরণ সেখানে কিছুদিন ছিলেন, তিনি বলেন জায়গা ভাল এবং এখন ৫।৬দিনে সেখানে যাওয়া যায়, প্রথমে ট্রেণে এবং পরে ষ্টীমারে (ষ্টীমার এখন নিয়মিতরূপে যাতায়াত করে)। আপনার স্থানান্তরিত না হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। আপনাকে বদলি করিবেই।

সুতরাং যথাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আমার বোধ হয় না যে আপনি হুগলীতে পরিবার রাখিয়া যাইবেন। পানুকে প্রেসিডেন্সীতে বদলি করিয়া দিতে হইবে। মতির শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইবে যে শিক্ষার ব্যয় অল্প এবং আপনার বন্ধুর তত্ত্বাবধানে হইতেছে বটে, কিন্তু বাটী ভাড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

(৫) হরিমোহনকে লিখিত জহরলালের পত্র

(ভাবানুবাদ)

হুগলী

১৫ই মার্চ্চ ১৮৭৩

প্রিয় খুড়া মহাশয়!

আপনি বোধ হয় এই পত্রের সহিত বাবারও এক খানি পত্র পাইবেন, তাহাতে তিনি হুগলীতে এখন যে

পরিবারবর্গ আছে তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা আপনাকে জানাইয়াছেন। সসপেন্সন কালের পর তিনি যেখানে বদলি হইবেন মা ও মতি সেইখানেই বাবার সঙ্গে যাইবেন। পান্নু সম্ভবতঃ কলিকাতায় হিন্দু হোষ্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিবে। হীরামতি ও ধনমতী তাহাদের বাগবাজার ও বহুবাজারস্থ স্বামী-গৃহে যাইবে; তাহাদের এবং তাহাদের বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বাবাকেই বহন করিতে হইবে, ভগিনীদ্বয়ের ও মার অনুরোধে বাবাকে ইহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

(৬) রঙ্গলালকে লিখিত হরিমোহনের পত্র

একটী সুখবর আছে। এই মাত্র বেঙ্গল গবর্ণ-মেণ্টের সেক্রেটারীর নিকট হইতে ডাকযোগে এক খানি পত্র পাইলাম, তাহার অবিকল নকল নিম্নে দিলাম।

No. 961 R.

From

C. Bernard Esquire

Offg. Secretary to the Govt.

of Bengal.

To

Baboo Rungolall Banerjee
Deputy Magistrate & Deputy
Collector, Hooghly
(under suspension)

Apptt-Dept.

Calcutta, the 7th April, 1873

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant-Governor has been pleased to transfer you to Cuttack.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obedient servant,

C. Bernard.

Offg. Secy to the Govt of Bengal.

সুতরাং আপনি সময় নষ্ট না করিয়া যাত্রার উদ্যোগ করুন। কোন কোন ষ্টিমার ঐ দিকে যায় তাহা জানাইবেন, তাহা হইলে আমি ষ্টিমার পঁহুছিবার তারিখ ও সময় অনুসন্ধান করিয়া জানিব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"উড়িষ্যায় দ্বিতীয়বার—'বিরহবিলাপ,'
প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণা, ও নীতিকুসুমাঞ্জলি'
(১৮৭৩—৭৯)।

কটকে দ্বিতীয়বার। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল রঙ্গলাল দ্বিতীয়বার কটকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরের কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় স্কুল কমিটীর সদস্যও নিযুক্ত হন। পরবৎসর তিনি উড়িষ্যা বিভাগের স্থানীয় কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং তাঁহার শাসন ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল খাল খননের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবারে ট্রেজারির ভার প্রাপ্ত হইলেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহার পুরাতন প্রভু উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার র‍্যাভেনশা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন।

Cuttack
4-5-73

My dear Hari,

I have received your letter today. I wrote you another letter just after arriving here—perhaps the same must have

been miscarried—since then I was serious ly ill. I had a sudden attack of fever of the very same type with my Jehanabad friend—the same irritation of the bowels the same hot, cold and perspiring stages.

I have not got my old Irrigation—they have given me the treasury and other important charges.

Mr. Ravenshaw received me most heartily as usual. So far so good. Hoping you are all quite well—particularly chhotobohuma and the child.

Yours ever afft. brother
Rangalal Banerjee.

রঙ্গলালের এই সময়ের অন্যান্য পত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ প্রায়ই জ্বরে ভুগিতে ছিলেন। প্রায় প্রতি পত্রে তিনি ভ্রাতাকে লিখিতেন তাঁহার স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে এবং তিনি তাঁহার বাটীর নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে দেখিবার জন্য উৎসুক। তাঁহার একখানি মাত্র পত্র এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইল।

Cuttack

1st Oct. 73.

My dear Hari,

Today is the Bijaya and here goes my blessings to you all. I was ill, severely ill of fever during the last few days, and I write this in bed. I was so very ill, that I thought my time is come at last—father died this time. But the angel of Death did not remove this useless burden—a man that is incapable of building a shelter for his helpless children in his 47th year surely ought to die !—Adieu !

Yours ever affte brother

Rangalal Banerjee.

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বেতন বৃদ্ধি হয় এবং উক্ত বৎসর ১৩ই নভেম্বর হইতে অস্থায়ী ভাবে এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি হইতে স্থায়ীভাবে রঙ্গলালের মাসিক বেতন ৪০০৲ টাকা হইতে ৫০০৲ টাকায় বর্দ্ধিত হয়। ইহার অধিক বেতনলাভ রঙ্গলালের অদৃষ্টে ঘটে নাই।

বন্ধুবিয়োগ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলাল তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মধুসূদন দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও দীনবন্ধু মিত্র তিনজনেই এই বৎসরে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নবীনচন্দ্র এই দুর্বৎসরের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

"মধুসূদনের" শোকে বিবশা দুঃখিনী,
না হতে চেতন নেত্র মুদিল "কিশোরী"
তার শোক অশ্রুজল না ছুঁতেই বক্ষঃস্থল
মাতৃকোল 'দীনবন্ধু' গেল শূন্য করি
ঈশ্বর তোমারি ইচ্ছা—বঙ্গ অভাগিনী।

রঙ্গলালের পত্রাবলী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে মাইকেলের মৃত্যুর বহুদিন পরেও তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের সন্ধান লইতেন।

মুখার্জীর ম্যাগেজিন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদত্ত একটি পত্র পাঠে আমরা জানিতে পারি যে প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক ও সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মুখার্জীর ম্যাগাজিনে' প্রকাশ করিবার জন্য রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ অনুবাদ তাঁহার নিজেরই

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মনোমত হয় নাই বলিয়া তাহা মুদ্রিত হইতে দেন নাই। রঙ্গলাল যাহা লিখিতেন তাহাই মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিতে উৎসুক ছিলেন না। বোধ হয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাগ্রহ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মুখার্জীর ম্যাগেজিনে রঙ্গলাল কয়েকটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। উহা ব্যতীত তাঁহার আর কোনও রচনা উক্ত ম্যাগেজিনে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিতেও রঙ্গলালের কিরূপ ক্ষমতা ছিল তাহা প্রদর্শিত করিবার জন্য আমরা সেই দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্র হইতে শ্লোক গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

The Indian Anacreon
being
Translations from the Latter-day
Sanskrit Poets.

No. 1.

To my Lady Love during a Lunar Eclipse

O tarry not, my love, beyond thy bower,
Lo, yon ascends the node 'tis th' eclipse
hour !
'Twould leave the moon, thy radiant
face to swallow,
Drawn by its more effulgent, brighter
halo.
R.

No. 2.

*A lady to another, seeing her Toilette
unruffled in the morning.*

Unrubb'd is the saffron-patch on thy
radiant cheek ;
Untouch'd is the sandal paste on thy
bosom sleek ;
Lo, still the collyrium adorns thy
dark eyes' fringe ;
And thy lips are vermil still with the
Tambul's * tinge.
O tell me, thou lady o' the graceful gait,
Is thy husband a dolt, or a peevish mate ?
R.

---

*The Tambul is the prepared Pan, and not the betel leaf alone. R.

No. 3.

The answer to the above.

My lord came home after weary years,
And half the night was spent in
wand'ring talk,—
Then sped the moments with my frets
and tears ;
But when a little calm'd, alas ! the cock,
Crew, and Aurora, like a rival came,
With angry face, and smother'd all
the flame ! †

No. 4.

To an Unrelenting Maid.

Thy face, a full-blown lotus fair ;
Thy eyes, a light blue lily pair ;
Thy teeth are *Kunda* blossoms white ;
Thy lips are blooming roses bright ;

† It may be explained to the English reader that it is still indelicate among good Hindus to give themselves up to connubial felicities during morning and evening, the holy hours of prayer ! It is a sin to transgress this law.

Thy person,—*Champacs* claim their own;
O, why thy heart is hard as stone?

No. 5. R.

To a Lady.

They say, from flowers spring forth flowerets rare,
The thing till now was heard, ne'er seen of men;
Lady! thy beaming face divine doth bear,
Two roses blooming soft on lilies twain!

No. 6. R

A Lover's Prayer.

O Lady with the sparkling een,
Give me a look again as keen,
For ancient sages truly say,
Poison's force, poison takes away.

R.

'দুর্গাস্তোত্র' ও 'বিরহ-বিলাপ।'

কৈশোর হইতেই রঙ্গলাল কলিকাতা বহুবাজারের

অক্রূর দত্ত বংশীয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী নরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্রের ভ্রাতা যোগেশচন্দ্র (পরে 'রেইস এণ্ড রায়ত'-সম্পাদক) এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ('বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ জামাতা) শ্রীশচন্দ্র রঙ্গলালের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইঁহাদের সাহিত্য-সুহৃদ শম্ভুচন্দ্রের সহিত এই জন্যই রঙ্গলালের ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে 'মুখার্জ্জীর ম্যাগেজিনে' সুপ্রসিদ্ধ কবি 'রামশর্ম্মা' (নবকৃষ্ণ ঘোষ) Hymn to Durga নামক একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের অনুরোধে রঙ্গলাল উহার একটি সুললিত বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদটী শম্ভুচন্দ্রকে প্রেরণ করিবার সময় রঙ্গলাল তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় কত দ্রুত রঙ্গলাল এইরূপ অনুবাদ করিতে পারিতেন!

Cuttack
20.10.73.

My dear Mirza,

After writing my letter to you this morning, I could not avoid the tempta-

শ্রীশ চন্দ্র দত্ত

tion—so took up my grey goose-quill and finished the translation in 5 or 6 minutes. I don't keep copy—and never mind afterwards whatever the said grey goose-quill brings forth. See if this will do.

Yours Sincerely
Rangalal Banerjee

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'রামশর্ম্মা' "Willow drops" নামক একটি সুদীর্ঘ কাব্য মুখার্জীর ম্যাগেজিনে প্রকাশিত করেন। এই সুন্দর কাব্যটীর রস ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকগণকে উপভোগ করাইবার জন্য শম্ভূচন্দ্র রঙ্গলালকে উহার পাণ্ডুলিপি ক্রমশঃ প্রেরণ করিয়া উহার একটি অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। রঙ্গলাল অত্যল্প সময়ের মধ্যে কাব্যটীর একটি সুললিত অনুবাদ শম্ভূচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। এই বিরহ-বিলাপ কাব্যটীর শ্লোক সংখ্যা ৮৫। রঙ্গলাল তিনবারে তিন খানি পত্র সহ শম্ভুচন্দ্রকে এই অনুবাদিত কাব্যটী প্রেরণ করেন। পত্র তিনখানি এইরূপ :

রামশর্ম্মা (নবকৃষ্ণ ঘোষ)

(১)

Cuttack
7 11. 73.

My dear Bhat of Bhats,

Here goes the feat achieved in 15 or 20 minutes, amid 16,000 Uriyas assembled to pay Road-cess. I received your letter and at once commenced translating—the rest tomorrow with the original.—Send me the remaining stanzas. Crack—you will rue hereafter if my frenzy is lost.

Yours ever sincerely
Rangalal Banerjee

(২)

Cuttack
20. 11. 73.

My dear Sriharsha,

You didn't say anything about the progress of my present translation. Well, here goes the conclusion of it. Do you mean to give the translation along with the original or what? Will you tell me who is the father of the child, a god-

father ought to know this or he cannot stand sponsor.

Yours ever sincerely
Rangalal Baner

(৩)

Cuttack
8. 12. 73.

My dear Siva Sambhu,

If you give the "lament" at all, don't give it piecemeal.

Yours sincerely
Rangalal Banerjee.

উপরি ধৃত দ্বিতীয় পত্রটি হইতে প্রতীত হইবে যে রঙ্গলাল 'রামশর্ম্মার' সহিত তখন পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি রামশর্ম্মার কাব্যের পরম অনুরাগী ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারী কটক হইতে তাঁহার খুল্লতাত নরেশচন্দ্র দত্তকে এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—

"আমি এবং দেববাবু গত কল্য রঙ্গলাল বাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। * * তিনি বলিলেন রাম শর্ম্মার কবিতা তাঁহার বড় ভাল লাগে এবং সেই জন্যই পরিশ্রম

স্বীকার করিয়া তাহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ** রাম শর্ম্মা কে তাহা জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক। এই সংবাদ জানিবার জন্য তিনি উভয়কেই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে আমি তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য বলিলাম তিনি বাঙ্গালারই একজন অধিবাসী। তিনি এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না এবং তাঁহার নাম প্রকাশ করিবার জন্য পুনরায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।”

রঙ্গলালকৃত ‘দুর্গাস্তোত্র’ ও ‘বিরহবিলাপ’ শম্ভুচন্দ্র কোথাও প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রঙ্গলালের ‘বিরহ-বিলাপ’ দত্ত পরিবারস্থ মহিলাগণ পাঠ করিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্রের পত্নী তরুণ কবি গিরীন্দ্রমোহিনী অনুবাদ কর্ত্তার নাম না জানিলেও সেই সুদীর্ঘ কবিতাটি স্বহস্তে নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ‘অশ্রুকণা’র মুখপত্রে এই কাব্যের দুইটী ছত্র ‘মটো’স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ঃ—

“যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।”

অস্মদীয় পরম প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত ননীগোপাল

মজুমদার মহাশয় রঙ্গলালের ‘দুর্গাস্তোত্র’ ও ‘বিরহ-বিলাপ’ কিছুকাল পূর্ব্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ মাসিক পত্রে (আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৩) প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালার কাব্যামোদী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা কৌতূহলী পাঠকগণের দৃষ্টি ‘নারায়ণে’র উক্ত সংখ্যাদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া এই অনুবাদিত কবিতাদ্বয়ের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম।

প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণা। আমরা কবি রঙ্গলালের—সম্পাদক রঙ্গলালের—সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রাত্নতত্ত্বিক রঙ্গলালের পরিচয় প্রদান করি নাই।

দেশের ইতিহাসের জ্ঞান রঙ্গলালের প্রচুর পরিমাণেই ছিল এবং তিনি ভারতীয় বহুবিধ ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সুতরাং প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণাতে তিনি সফলকাম হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। উড়িষ্যায় খাল খনন করিবার সময় তিনি দুই তিন খণ্ড তাম্র ফলক প্রাপ্ত হন এবং উহার পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি উড়িষ্যার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার আই বার্জেস্ বোম্বাই হইতে

'The Indian Antiquary' নামক একটি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক সাময়িকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন। উহাতে অনেক প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ সন্দর্ভাদি লিখিতেন। কটকের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর মিঃ বীম্‌স্‌ উহাতে প্রায়ই লিখিতেন। রঙ্গলাল এবং কটকের তৎকালীন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুপ্রসিদ্ধ জগদীশনাথ রায় বীম্‌স্‌ সাহেবকে এই সকল সন্দর্ভ লিখিতে সহায়তা করিতেন। বীম্‌স্‌ সাহেবের 'A Comparative Grammar of the Indian Vernaculars' প্রণয়ন করিতেও রঙ্গলাল যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গলালকে লিখিত বীম্‌স্‌ সাহেবের অনেক পত্র তাঁহার পুত্রগণ বহুদিন সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে সেগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। রঙ্গলালের নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে প্রতীত হইবে যে তাঁহার প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক সন্দর্ভগুলি পণ্ডিতগণের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

Cuttack
19th May 1875.

My dear Hari,

* * * You forgot to answer my

query about Michael's daughter Sermishta.

I have been contributing papers to the Indian Antiquary and other Journals and received very flattering letters both from Calcutta and Bombay.

Yours ever affly.
Rangalal Banerjee

:৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal" নামক অতীব কৌতুহলোদ্দীপক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে ডাক্তার এ, এফ্, আর, হার্ণলে (A. F. R. Hoernle) রঙ্গলাল কর্ত্তৃক উক্ত সভার মুখপত্রে প্রকাশিত একটী সন্দর্ভের এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"Babu Rangalala Banerji made known an important copper land grant, found in the Record office of Katak, of the Kalinga prince Yayati during the reign of Siva Gupta. (J. A. S. B. vol XLVI p 149)

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ "Antiquities of Orissa" রচনা-কালেও রঙ্গলাল তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটী অব আর্টস এর প্রস্তাবানুসারে ভারতগবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় ভাস্কর্য্যের প্রতিরূপ প্রস্তুত ও সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অনেক টাকা মঞ্জুর করেন। তাহা হইতে কিছু টাকা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত হয় এবং উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে যথাবিহিত আয়োজন করিতে অনুরোধ করা হয়। রাজেন্দ্রলাল তৎকালীন শাসন-কর্ত্তা স্যর উইলিয়ম গ্রেকে পরামর্শ দেন যে যে সকল অনুকৃতি প্রস্তুতকারক ও ছাঁচ নির্ম্মাতা উড়িষ্যায় প্রেরিত হইবে তাহার সহিত একজন অভিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ব-বিৎকে প্রেরণ করা উচিত। তাহা হইলে ভুবনেশ্বর এবং অন্যান্য স্থানের ভাস্কর্য্যের পরিচয়ের সহিত পুরাতত্ত্ববিষয়ক বিবরণও সঙ্কলিত হইতে পারে। স্যর উইলিয়ম রাজেন্দ্রলালকেই এই ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং ১৮৬৮-৯ খৃষ্টাব্দে শীতকালে রাজেন্দ্রলাল উপযুক্ত শিল্পীদের লইয়া ভুবনেশ্বরে গমন করেন।

উড়িষ্যায় প্রাত্নতত্ত্বিক গবেষণার সময় রাজেন্দ্রলাল প্রায়ই রঙ্গলালের আতিথ্য স্বীকার করিতেন এবং তাঁহার নিকট Antiquities of Orissa রচনায় যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের মহা গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড রচনার সময় রঙ্গলাল রাজেন্দ্রলালকে পুরীর তৎকালীন বিদ্যালয়াধ্যক্ষ সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের সন্ধান বলিয়া দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থের কোন কোন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্য' মাসিকপত্রে ক্ষীরোদচন্দ্র কতকগুলি পত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা হইতে তিনখানি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

স্নেহাস্পদ ক্ষীরোদ,

তোমার ভক্তি এবং প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পাইবামাত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রবাবুর সন্নিধানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। বন্ধুবর তদুত্তরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পত্র ক্রোড়স্থ হইল। যথাবিহিত সাধনে কোন মতেই তোমাদ্বারা ত্রুটির সম্ভাবনা নাই।

ভবদেক শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

Maniktalla
Aug 2, 79.

My dear Rangalal,

Thanks for the sight of the Head Master. I have been myself writing to the Head Master and also to Beck to whom you too had written. The replies from both sources are disappointing. I have again written to the Head Master for an outline of the figures in pencil. A true and faithful outline is all that I care about; contour is of no interest to me. Will you please write for the same to the Head Master to hurry him on? Your correspondent at Bagbazar has not answered your letters.

Yours sincerely
R. L. Mitra.

সপ্রণাম নিবেদন মিদং—

আমি ইতিপূর্ব্বে জগন্নাথের ছবি পাঠাইবার জন্য মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছি। এবং আমার অভিপ্রায় অনুসারে আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যো-

পাধ্যায়ও ঐ জন্য আপনাকে পত্র লিখিয়াছেন। সম্প্রতি আপনি রঙ্গলাল বাবুকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি তাহা আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের ছবি প্রার্থনা করি। বিবিধ বর্ণরঞ্জিত ছবিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এবিষয়ে আপনি একজন চিত্রকরকে নিযুক্ত করিবেন। চিত্রকর যেন কেবল পেন্সিল দ্বারা উক্ত চারিটি মূর্ত্তির ছবি অঙ্কিত করে। যথার্থ আদর্শের প্রতিকৃতি পাইলে, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। রথের ছবিতে আমার কোন আবশ্যক নাই। গুণ্ডিচাচম্পূ ও ও নীলাদ্রি মহোদয় এই দুইখানি পুস্তক আমার বিশেষ প্রয়োজনীয়। আপনি উহা শীঘ্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলে পরম উপকৃত হইব ইতি।

১৮৭৯, ২রা আগষ্ট
কলিকাতা
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্রস্য।

রাজেন্দ্রলালের Antiquities of Orissa পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৭ পৃষ্ঠায় এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে রঙ্গলাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত দুইটি মূল্যবান তাম্রলিপির উল্লেখ আছে। সাধারণ পাঠকগণের বিরক্তিকর হইতে পারে বলিয়া রঙ্গলালের প্রাত্নতত্ত্বিক

গবেষণার সম্পূর্ণ পরিচয় বর্ত্তমান প্রস্তাবে প্রদত্ত হইল না।

নবীনচন্দ্রের সহিত পরিচয়।—
রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালার মনীষিগণ উড়িষ্যায় পদার্পণ করিলে রঙ্গলালের আতিথ্য স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। রঙ্গলাল যে কিরূপ অতিথিবৎসল ছিলেন তাহা কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের আত্মচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায়। নবীনচন্দ্র 'আত্মজীবনে' লিখিয়াছেন যে যখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে বদলি হন তখন তাঁহার স্ত্রী আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা অথচ স্বামীসহ প্রবাস গমনে বদ্ধ পরিকর। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

"পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কটকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে এমন উন্নতমনা সদাশয় ভদ্রলোক সকল ছিলেন যে, রঙ্গলাল বাবুর সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও তিনি আমাকে উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য কত মতে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন, এবং লিখিলেন যে সমস্ত পথের তিনি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন যে আমার কোনও কষ্ট হইবে না। তিনি উৎকলের কত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন, উৎকল কবির যোগ্য

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

স্থান এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মহানদীর তীরে সম্মিলন আশায় তিনি আমার পথ চাহিয়া আছেন।

* * রঙ্গলালবাবুর যে কথা সে কায। ষ্টিমার ঘাটে লাগিবা মাত্র দুই রক্তবীজের বংশধর (constable) আমাকে হস্তসঞ্চালনের দ্বারা অভিবাদন করিয়া বলিল যে কেন্দ্রাপাড়ার সবডিভিসন্যাল অফিসারের আদেশ মতে তাহারা হাজির হইয়াছে। আহার করিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে 'যাত্রিক' থাকিবার একখানি ঘরে লইল। * * * সেখান হইতে শ্রীক্ষেত্র একশত পঞ্চাশ মাইল। অতএব আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীকে লইয়া এ দীর্ঘ-পথ কিরূপে যাইব সে চিন্তায় হৃদয় ছাইয়া গেল। * * * যেখানে একটা পুলিশ ষ্টেশন কিম্বা জমিদারি কাছারি আছে সেখানে খাবার প্রস্তুত। * * *

চান্দবালী হইতে কেন্দ্রাপাড়া পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছিল, কেন্দ্রাপাড়া হইতে কটক পর্য্যন্তও তাহার পুনরভিনয় হইল। পথের যেখানে পুলিশষ্টেসন কিম্বা জমিদারি কাছারি আছে সর্ব্বত্র খাবার ষোড়শো-পচারে প্রস্তুত। * * * যাহা হোক সে রবিকরসমুজ্জ্বল চঞ্চল সলিলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে মহানদী পার হইয়া কটকে প্রবেশ করিলাম এবং রঙ্গলাল বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও যে আদর অভ্যার্থনা করিলেন তাহা মনে হইলে অশ্রুতে চক্ষু ভিজিয়া উঠে। হায়! আমাদের দেশের এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের সে সকল সদাশয় লোক কোথায় গেল। তিনি তখন তাঁহাদের কলেক্টর বিডন (Beadon) সাহেবের কাছে ট্রেজারির চাবি পাঠাইয়া দিয়া, সে দিনের মত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং

নবীনচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মী দেবী

একটা সমস্ত দিন কবিতা ও সাহিত্য লইয়া দুজনে কি আনন্দে কাটাইলাম। সে সময়ে তিনি "কাঞ্চি কাবেরী" রচনা শেষ করিয়াছিলেন। উহা আমাকে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি মাইকেলের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। সায়াহ্নে কটক পরিদর্শনে গাড়ীতে দুজনে বাহির হইলাম। * * * সন্ধ্যার পর আমরা রঙ্গলাল বাবুর বাটীতে ফিরিলাম। সেখানেও এক প্রকাণ্ড সঙ্গম। এ সঙ্গম কটকের উৎকৃষ্ট গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের। তাহারা তাহাদিগের তৈল-হরিদ্রা মণ্ডিত বিপুল কলেবরে বৈঠকখানা আলো করিয়া কি কালো করিয়া বসিয়াছে। প্রথম নৃত্য, তারপর গীত আরম্ভ হইল। রঙ্গলাল বাবুর আমোদ দেখে কে! তাঁহার তখন বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে। আমি তাঁহার কাছে বালক বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহার আমোদ উদ্যম উৎসাহ ও আনন্দের কাছে আমিই বৃদ্ধ হইয়া পড়িলাম।

* * রাত্রি প্রায় দুইটা হইল। তখন আমার শরীর কবুল জবাব দিল। কিন্তু সেখানে যে একটু ঘুমাইব তাহাও রঙ্গলাল বাবুর জন্য সাধ্য নাই। একবার তিনি যখন বাইজীর সঙ্গীতে আনন্দে আত্মহারা, আমি তখন চুপে চুপে সরিয়া গিয়া পার্শ্বের একটি কক্ষে শয়ন করিলাম। কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ নাই। তিনি তাহা টের পাইয়া আমাকে সেখান হইতে চুরির আসামীর মত টানিয়া আনিলেন, এবং ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন— "নাতি! আমার এত বয়স, আর আমি এ আমোদ করিতেছি, আর তুই ছোঁড়া নতুন রসিক, তুই ঘুমাইতে গিয়াছিস্। তিনি নর্ত্তকী ও গায়িকাদিগকে মুঠে মুঠে টাকা দিতেছিলেন

শুনিলে বোধ হয় এখনকার ডেপুটীদের আতঙ্ক হইবে। আমার বোধ হয় আমি অপরিচিত আমার অভ্যর্থনায় তাঁহার সে এক দিনে একশত টাকার কম ব্যয় হয় নাই। যাহা হউক তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া রাত্রি তিনটার সময় সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দুজনে পাশাপাশি দুই পালঙ্কে শয়ন করিলাম। আমার চরিত্রে অসংখ্য দোষের মধ্যে প্রাতনির্দ্রাদোষটা নাই, কিন্তু তাহাতেও বা বুড়ার কাছে কোথায় লাগি। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তিনি বাগানে গিয়াছেন, এবং শনৈঃ শনৈঃ আমাকে ডাকিয়া গাইতেছেন।—

'রাই জাগো। রাই জাগো। শারি শুক বলে,
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে।'

এ বিচিত্র গান শুনিয়া, আমি উঠিয়া বাগানে গেলে, রঙ্গলালবাবু আমার মুখ ধরিয়া সে গান গাইতে লাগিলেন। দেখিলাম বুড়া তিনটা পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাহাতে মুখে অবসাদের চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া যে শান্ত সৌম্য সমুজ্জ্বল আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়া ছিলাম এখনও সেই মূর্ত্তি। মাথার এক গাছিও অর্দ্ধ পক্ক বাবরি চুল বিশৃঙ্খল হয় নাই।

কথা ছিল যে, প্রভাতেই আমরা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিব। বাহকগণ এখনও আসে নাই কেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—কি ইয়ার ছেলে গো। এ বুড়াটী সারারাত্রি জাগিয়াছে, আর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাহাকে এ কচি চাঁদপানা মুখখানি দেখাইয়া তুমি চলিয়া যাও। * * আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে আমার ছুটীর সেদিন শেষ।

পরদিন শ্রীক্ষেত্রের কার্য্যভার গ্রহণ না করিলে কোন মতে চলিবে না। তিনি বলিলেন—'আমি একটা এত কালের পাপী, তাহা কি আর আমি জানি না। আমি তোমাকে এমন সময়ে রওনা করাইয়া দিব যে কাল তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছিবে এবং তোমার আহার প্রস্তুত পাইবে।' সেদিনও তিনি আর আফিসে গেলেন না। দুজনে সমস্ত দিনটা কি আনন্দে গল্পে কাটাইলাম! বেলা চারটার সময়ে আমাদের বাহকেরা আসিলে, রঙ্গলাল বাবুর স্ত্রী আমাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—'আমি নাতবৌকে এ অবস্থায় যাইতে দিব না। তুমি একা চলিয়া যাও।' * * অবশেষে দুদিনের গুরুতর আহারের পর, দু পাল্কি খাবার বোঝাই করিয়া দিয়া, এই সদাশয় স্নেহময় পরিবার আমাদিগকে বিদায় দিলেন। রঙ্গলাল বাবুর দশ বৎসর বয়স্কা একটী নাতিনী ছিল তাহার নাম নুটী। তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা, দুদিন যাবৎ আমাদের সমস্ত সৎকারের ভার এই দশবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়াছিল। রঙ্গলালবাবু বলিলেন এই বালিকাই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। এমন একটি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কার্য্যক্ষম, অথচ শান্ত স্থির বালিকা আমি আর দেখি নাই। সে আমাদের কি আদরই করিয়াছিল! তাহার ছবিখানি এখনও আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে। এ পরিবারের অভ্যর্থনা ও স্নেহে হৃদয় পূর্ণ এবং নয়ন সিক্ত করিয়া আমরা শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম।"

'বঙ্গদর্শনে'র সহিত সংযোগ।—

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত

'বঙ্গদর্শনে'র সহিত এই সময়ে রঙ্গলাল লেখকরূপে কিছুকাল সম্পৃক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শনের মুদ্রাযন্ত্র কাঁটালপাড়ায় স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুজ পূর্ণচন্দ্র তখন উহার কার্য্যাধ্যক্ষ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রঙ্গলালের প্রথম কবিতা "ভাবী পতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীলশ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস বাহাদুরের প্রতি ভারতভূমির অভ্যর্থনা" ১২৮২ সালে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। ভারতের যুবরাজ (পরে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) ১৮৭৫-৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিলে দেশব্যাপী আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। এই ঘটনা উপলক্ষে বাঙ্গলার কবিগণ উপযুক্ত অভ্যর্থনা-গীতি রচনা করিয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র যে কবিতা রচনা করেন—সেই 'ভারতভিক্ষা' নামক কবিতাটি বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। নবীনচন্দ্রের 'ভারত উচ্ছ্বাস' বিলাতে Crown Perfumery Co. কর্ত্তৃক ঘোষিত পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। রঙ্গলালের কবিতাটি বঙ্গীয় পাঠক সাধারণ কর্ত্তৃক 'ভারত ভিক্ষা'র ন্যায় সমাদৃত বা Crown Perfumery Co. কর্ত্তৃক

পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত না হইলেও উহা যে তাঁহার কবি যশের অনুপযুক্ত হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' উহা সাদরে পত্রস্থ হইয়াছিল, ইহাই কি যথেষ্ট গৌরবের নহে ? এই সুন্দর কবিতাটি রঙ্গলালের প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'ও এখন দুষ্প্রাপ্য। সেই জন্য আমরা এই কবিতার কিয়দংশ নিয়ে পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—

সুখের দিবস আজ, রোদনের কিবা কাজ,
তবু কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সত্য নিষ্ঠা তপোদানে আর্জব অমিত জ্ঞানে
ভূষিত ছিলেন মম পূর্ব্বপতিগণ॥
পুরূরবা কার্ত্তবীর্য্য, রাম নাম মহাবীর্য্য
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিক্রম তপন।
তাঁহাদের নাম স্মরি, হৃদয় বিদরে মরি
আর কি হইবে সেই সুদিন ঘটন॥
তার পর এলো কাল, এলো সে যবন কাল,
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজনী দুর্জ্জন।
মৎসরতা-মদে ভোর, রুধির শুষিল মোর,
নন্দন নিকরে কত করিল নিধন॥

মধ্যে কিছুদিন ভাল, প্রসন্ন হইল ভাল,
রামরাজ্য আকবরের সুখের শাসনে।
এসো এসো যুবরাজ, সে সুখ পেলাম আজ,
নিরখিয়া নাথ তব চারুচন্দ্রানন ॥
যত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলি ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ
না চাহিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন ॥

"**নীতি-কুসুমাঞ্জলি।**" ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনেই পৌষ মাস হইতে ধারাবাহিক ভাবে রঙ্গলালের 'নীতি-কুসুমাঞ্জলি' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কবি সূচনায় লিখিয়াছিলেন, এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল রচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্য্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না—শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণেতিহাস কাব্য প্রভৃতিতে যখন যে মনোজ্ঞ-হিতকথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র।"

রঙ্গলাল

পৌষ ও মাঘ মাসের 'বঙ্গদর্শনে,' 'নীতিকুসুমাঞ্জলি'র 'প্রথম অঞ্জলিতে' ১০৩টী শ্লোকের এবং ফাল্গুন ও চৈত্রের—'বঙ্গদর্শনে' উহার 'দ্বিতীয় অঞ্জলিতে' ৯৯টী শ্লোকের সুললিত পদ্যময় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এগুলি যে কিরূপ সুন্দর তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যে কোনও স্থান পাঠ করুন, মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হইবে।

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয়॥
তার এক কাব্যামৃত রস আস্বাদন
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন॥

মাণিক কুগ্রহ ফলে, লুটায় চরণ তলে,
কাচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাচে লোক কাচ কবে,
থাক তারা যথায় তথায়।

কাক কৃষ্ণবর্ণ ধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত॥

বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটি সুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমল জ্যোতি
তবু কাক রাজহংস নয়॥

সেই জন সঞ্জীবন, সেই জন যশোধন
সজীব যেজন কীর্ত্তিমান্।
অযশ অকীর্ত্তি যার, জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকা মৃতের সমান॥

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপপয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে?

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌরভ বিস্তার॥

বুদ্ধির জড়তা হরে, সঙ্গে দেয় মতি।
সম্মানে উন্নতি করে কলুষে বিরতি॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্ত্তির সঞ্চয়।
সাধু সঙ্গে মানুষের কি না লাভ হয়॥

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই মহোদয় ১২৮৭ সালে ৩০শে চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ে যে হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন, তাহার একস্থলে রঙ্গলাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ঃ—

"ইঁহার পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ। উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দুমহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনীশক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ইনি বহুকালাবধি পদ্যাদি আর লিখেন না, কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তির ও কাব্যলিখনক্ষমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই। ৩/৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি নীতি-কুসুমাঞ্জলি নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মত পরিষ্কার, ইংরাজীতে যাহাকে smart বলে, তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার, টিকল, অথচ সম্যক্ সম্পূর্ণ।"

ইহার উপর আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

পুত্র ও পত্নী বিয়োগ। এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে যে দ্বিতীয়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

বার কটকে আসিয়া অবধি রঙ্গলাল ও তাঁহার পরিবার-বর্গ রোগে ভুগিতেছিলেন। রঙ্গলালের ঊনবিংশ বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কটকেই দেহরক্ষা করেন। ইহার দুই বৎসরের মধ্যেই কবির গৃহিণী ৩৭ বৎসর কবিকে দাম্পত্যসুখে সুখী করিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন। রঙ্গলাল এই দুই পারিবারিক দুর্ঘটনায় মর্ম্মাহত হন এবং বাটীর নিকটস্থ কোনও জিলায় বদলী হইবার চেষ্টা করেন। ফলে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ হইতে তিনি হাবড়ায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হাবড়ায় রাজকার্য্য ও অবসর গ্রহণ। 'কাঞ্চীকাবেরী' ও অপ্রকাশিত রচনাবলী। শেষজীবন।

(১৮৭৯-৮৭)

'কাঞ্চী কাবেরী'। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত নবীনচন্দ্রের জীবনস্মৃতি পাঠে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে কটকে অবস্থান কালেই রঙ্গলালের অভিনব কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'র রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। গ্রন্থের ভূমিকায় "কটক, ২০ কার্ত্তিক ১৭৯৯ শকাব্দা" তারিখ থাকিলেও কাব্যটি শশীভূষণ দাস দ্বারা গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে (১২৮৬ বঙ্গাব্দা) বি, মিত্র এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা গেজেটে উহার প্রকাশকালে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়।

"An epic story from the history of Orissa. Gives much legendary, mythological and antiquarian information regarding that Province."

"কাঞ্চী কাবেরী"র ভূমিকায় রঙ্গলাল উৎকল-দেশীয়

বীর রসাত্মক এই আখ্যায়িকা বর্ণনার দুইটী কারণ দেখাইয়াছেন ঃ—

"উৎকল দেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে। অত্রত্য লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গত হইতেছে যে উৎকলীয় লোকের মানসে অনেক গুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে, এবং তাহারা এক সময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রতিবেশিতা সম্পর্ক-বশতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে।*** কিন্তু উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য যত বর্দ্ধিত হয়, ততই সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্য-রজ্জুর খণ্ডৈক ক্ষীণসূত্র বা তৃণবৎ আমি এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়নের অন্যতর কারণ কতিপয় উৎ-কলীয় বন্ধুর উত্তেজনা। তাঁহারা বলেন যেখানে আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এই দেশে প্রবসতি করিলাম, সেখানে এদেশ-সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। ফলে সুহৃদানুরোধ রক্ষণ করা সমাজের একটী সুনীতি।"

কাব্যবর্ণিত আখ্যানটী রঙ্গলাল ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মেজর কলনেট কর্তৃক রামকমল মুখোপাধ্যায়কে উপহৃত ষ্টর্লিং লিখিত উড়িষ্যার বিবরণে প্রথমে পাঠ করিয়াছিলেন। আখ্যায়িকাটী সংক্ষেপে এই—

কাঞ্চীনগরের অধিপতির পদ্মাবতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁহার রূপের খ্যাতি উড়িষ্যাধিপতি পুরুষোত্তমের কর্ণগোচর হয় এবং তিনি পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। কাঞ্চী-অধিপতি বীরত্বে ও সম্মানে অতুলনীয় উড়িষ্যাধিপতিকে জামাতা রূপে প্রাপ্ত হওয়া গৌরবের বিষয় বিবেচনা করেন, কিন্তু কন্যা সম্প্রদানের পূর্ব্বে উৎকলবাসীদের আচার ব্যবহারাদি অবগত হইবার জন্য পুরীধামে আগমন করেন। এখানে রথযাত্রার সময় মহারাণা পুরুষোত্তমকে সুবর্ণ মার্জ্জনী দ্বারা চণ্ডালের ন্যায় জগন্নাথের পথ পরিষ্কৃত করিতে দেখিয়া, তিনি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই জানিয়া, এবং জাতিভেদ নাই দেখিয়া তিনি কন্যা সম্প্রদানে অস্বীকার করেন। গণেশ-পূজক কাঞ্চী-রাজ জগন্নাথের অশেষ নিন্দা করিয়া এবং চণ্ডালকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না বলিয়া নিজধামে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইষ্ট দেবতার অবমাননায় ক্ষুব্ধ হইয়া

পুরুষোত্তম সৈন্যসামন্ত সহ কাঞ্চী বিজয়ে যাত্রা করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে গণেশ কাঞ্চী-রাজের জন্য এবং স্বয়ং কৃষ্ণ ও বলরাম কৃষ্ণকায় ও শ্বেতকায় অশ্বে আরোহণ করিয়া উৎকলাধিপতির পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার ইষ্ট দেবতা দ্বারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতিলাভ করিয়াও পথিমধ্যে মাণিকপত্তম গ্রামে এই প্রতিশ্রুতির কোনও নিদর্শন প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এমন সময়ে মাণিক নাম্নী এক গোপবালা তাঁহার নিকট একটী অঙ্গুরীয় আনিয়া দিয়া বলে যে একজন কৃষ্ণকায় অশ্বে ও একজন শ্বেতকায় অশ্বে আরূঢ় বীর কাঞ্চী বিজয়ের জন্য যাত্রা করিয়াছেন, পথিমধ্যে তাহার নিকট দুগ্ধ পান করিয়াছেন এবং এই অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে উহা উৎকলাধিপতিকে দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুগ্ধের মূল্য লইতে হইবে। পুরুষোত্তম সেই অঙ্গুরীয় শিরে ধারণ করতঃ মাণিক গোয়ালিনীকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন এবং তাহার নামে সেই গ্রামের নূতন নামকরণ করিলেন—মাণিকপত্তম। এই গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। অতঃপর তিনি কাঞ্চীরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে অবরুদ্ধ করিলেন এবং মন্ত্রীকে বলিলেন—কোনও চণ্ডালের সহিত উহার

বিবাহ দিতে হইবে। মন্ত্রী রাজকন্যার দুঃখে কাতর হইলেন। অবশেষে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে রাজা যখন সম্মার্জ্জনী হস্তে চণ্ডালের কার্য্যে প্রবৃত্ত তখন মন্ত্রী রাজকন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই আখ্যায়িকাটী রঙ্গলাল বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। উড়িষ্যায় আসিবার পর দুর্গোৎসবের বন্ধ উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের একদিকে দেখিলেন, শ্বেত ও কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী সৈনিকদ্বয়ের আকার খোদিত আছে, পার্শ্বে এক তরুণী ক্ষীর সর লইয়া তাহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবামাত্র পূর্ব্ব পঠিত আখ্যানটী তাঁহার মনে পড়িয়া যায়। গ্রন্থ রচনার এক বৎসর পূর্ব্বে তালপত্রে লিখিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুঁথী তাঁহার হস্তগত হয় এবং উহার পাঠসমাপনান্তে তিনি এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় দিবস মধ্যে উহা সমাপ্ত করেন। উহা উৎকল দেশীয় কাব্যটীর অনুবাদ নহে, আখ্যানটী মাত্র উহা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। রঙ্গলাল লিখিয়াছেন:—
"শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূল কাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই এক স্থল সাদৃশ্য

থাকিবার সম্ভাবনা' কিন্তু এ প্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য্য।"

এইরূপ আখ্যায়িকা বর্ণনে রঙ্গলাল যে কিরূপ নিপুণ ছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যসমূহের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এই কাব্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কাব্য খানি তাঁহার কবিযশঃ বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করে নাই। ইহার অনেকগুলি পদ্য বাঙ্গলার সুভাষিত রত্নাকরে স্থান পাইবার যোগ্য। যথা—

"হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানুকরে তার শরীর বিকল॥'

"সেই দেশ ধন্য হয়, যেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে অর্চ্চিত।"

"যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর? সাকার কল্পনা সার।
সাধকের হিত, তাহে সমাহিত, কহে বেদ বার বার॥
পুন কহে বেদ, ভেদ জ্ঞান-ছেদ সেই জ্ঞান সার মাত্র।
বিভু সন্নিধান, সকলে সমান, ভ্রম ভাণ পাত্রাপাত্র॥
কিবা হরিহর, ব্রহ্মা পুরন্দর, সকলি আমার প্রভু।
পাত্র-ভেদে পয়, নানাবর্ণ হয়, বস্তু ভিন্ন নয় কভু॥
নহে বস্তু অন্য, একই হিরণ্য, সকল ভূষার মূল।
কিঙ্কিনী কঙ্কণ, কিরীট শোভন, ললাটিকা কর্ণফুল॥
যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে, সেই ভাবে পাবে সেই॥"

আচার্য্য লালবিহারী দে

৩০

গ্রন্থ মধ্যে রঙ্গলাল নানাপ্রকার ছন্দেরও অবতারণা করিয়াছেন এবং সেগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আচার্য্য লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগেজিনে' এই গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"Babu Rangalal Banerjee is acknowledged to be one of the best Bengali poets of the day, and the present poem will no doubt add to his reputation. The tale is taken from the annals of Orissa where the Babu resided for some years. The versification is throughout spirited."

'ঋতুসংহার'। 'কুমার সম্ভবের' অনুবাদে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিবার পর রঙ্গলাল কালিদাসের 'ঋতুসংহারের' অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ঋতুসংহার কাব্যটী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কেবল উহার অন্তর্গত 'শরৎ' শীর্ষক কবিতাটী 'মানসী'তে (৩য় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৮) মুদ্রিত হইয়াছিল। অনুবাদটী অতি সুন্দর—

> শরদী কুমুদী সঙ্গে শীতল পবন।
> দিগঙ্গনা সুপ্রসন্না হাসে মেঘগণ॥
> পঙ্কহীন বসুন্ধরা, সুবিমল জল।
> স্ফুটদ্যুতি চন্দ্র তারাচিত্র নভস্তল॥

অসিত নয়ন শোভা হেরি ইন্দীবরে।
ক্বণিত কনক কাঞ্চী, মত্ত হংসস্বরে।
অধর রুচির শোভা বাঁধুলীর ফুলে।
কাঁদিতেছে ভ্রান্তমতি প্রবাসীর কুলে॥

শশাঙ্কের শোভা রাখি বনিতা বদনে।
মণি মঞ্জীরেতে চারু মরাল নিস্বনে।
মধুর অধরে রাখি বাঁধুলীর শোভা।
কোথা যায় শরতের রূপ মনোলোভা॥

'রতনচুর'। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রঙ্গলাল ভারতীয় বহুভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি অনুবাদেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা হইতে ইংরাজীতে, সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায়, উড়িয়া হইতে বাঙ্গালায় তিনি যে সকল অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এইবার আমরা রঙ্গলালের আর একটী অপ্রকাশিত রচনার উল্লেখ করিতেছি। হিন্দী হইতে অনুবাদ করিয়া তিনি রতনচুর নামক একটী কাব্যগ্রন্থ এই সময়ে রচনা করিয়াছিলেন। কোন গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে তিনি উহা প্রকাশের ঔচিত্য সম্বন্ধে সাহিত্যবন্ধুগণের

পরামর্শ লইতেন। এই গ্রন্থখানি রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন নাই বলিয়া উহা প্রকাশিত হয় নাই। রাজেন্দ্রলাল কেন নিষেধ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র পাঠে প্রতীত হইবে ঃ—

My dear Rangalal,

I should have returned the accompanying M.S. long ago, but I was overwhelmed with work and could not think of correspondence. I am no better now but I have stolen to-day for correspondence.

I have now the whole of your translations and admire greatly the elegance with which you have rendered uncouth Hindi into charming Bengali. You fully deserve the title of the Bharatachandra of this century. But I most frankly tell you that you must not print them at all, certainly not in your name. There is a great deal too much of pruriency and not unoften of positive indecency in the originals which your art has failed to gloss over, and people will for certain condemn you and justly for giving them

currency. You may accuse me of prudery, but at my time of life I cannot help it and as a friend well conversant with the world I am bound to warn you of the consequences. Your name and fame are public property and every care should be taken of them.

Niru expected you much and went away disappointed. Why did you not come? You are getting unkind.

Yours sincerely
Rajendralala Mitra.

রাজেন্দ্রলালের পরামর্শ অনুসারে রঙ্গলাল উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং উৎকৃষ্ট প্রাচীন কাব্যাদির রস বর্ত্তমান রুচির বিরোধী হইলেও উপভোগ্য বিবেচনা করিতেন। আমরা রঙ্গলালের 'রতনচুর' কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি এবং তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে উহার ভূমিকার খস্‌ড়ারও কিয়দংশ দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সেই কীটদষ্ট খণ্ডিত ভূমিকার যতটুকু পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"* * ইহাতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন; কি

উদ্দেশ্যে এই হিন্দী কবিতাবলীর ছায়া ধরিয়া বঙ্গীয় সমাজে প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তক তিন পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হইবে। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম রস পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম ব্যবহার পরিচ্ছেদ; তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম বৈরাগ্য পরিচ্ছেদ।

এইক্ষণে রুচি রুচি বলিয়া যে একটী কথা উঠিয়াছে তাহাতে অনেকে প্রথম পরিচ্ছেদের কবিতা সকল পাঠ করিয়া ন্যক্কার করিতে পারেন। যদি ন্যাকরা শব্দ ন্যক্কার শব্দের অপভ্রংশ হয়, তবে তাঁহাদিগের ঐ ন্যক্কার ন্যাকরা মাত্র। বাস্তবিক আদিরসে কিছুই মন্দ নাই, তাহা সর্ব্বদেশীয় সাহিত্যের জীবন,—মনুষ্য তদ্বিরহে থাকিতে পারেন না। তবে অনধিকার প্রয়োগ না হয়, তাহাই……"

রতনচুরের অধিকাংশ কবিতা সংস্কৃত আদিরসাত্মক উদ্ভট শ্লোকগুলির মত এবং অনেকটা মদনমোহন তর্কালঙ্কারের রস-তরঙ্গিণীর ন্যায়। রস পরিচ্ছেদের কবিতাগুলিই অধিকতর অশ্লীলভাবাপন্ন। আমরা ব্যবহার পরিচ্ছেদ হইতে দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম!—

"ইন্দ্রিয়ের স্রোত রোধ সমুচিত নহে।
বাঁধা জলে অবিরত কি দুর্গন্ধ বহে।"

"বাঁকার নিকটে কেহ নাহি যায় ত্র'সে।
বাঁকা চন্দ্রমায় কভু রাহু নাহি গ্রাসে।"

"যে খুঁজে সে পায় সুগভীর জলে পশি।
ডুবিবার ভয়ে তীরে রহিলাম বসি।"

নেত্র-হীন দেহ যথা নিশি চন্দ্রহীনা।
মেঘ বিনা ধরা যথা, বিপ্র বেদ বিনা।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম বিনা।"

"পক্ষী পক্ষ বিনা, যথা দন্তী দন্ত-চ্যুত।
পতিহীনা সতী, পিতৃ-হীন বেশ্যাসুত।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম চ্যুত।"

"নীরহীন কূপ আর ধেনু ক্ষীরহীনে।
দীপহীন গৃহ, তরুবর ফলহীনে।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম হীনে।
স্মর হরিনাম মন কিবা-নিশি দিনে।"

"তরণীতে জলবৃদ্ধি ঘরে বৃদ্ধি ধন।
দুহাতে সেচন কর এই তো শোভন।"

"দোতলা তেতলা ঘর রথ অশ্ব গজবর
ত্যজ ত্যজ প্রিয় পরিজন।
ত্যজহ সুশীলা দারা ধরি সারমেয় ধারা
স্বর্গপথে উঠ ওরে মন ॥"

"কোথা হতে এলে তুমি যাইবে কোথায়।
কিছু নাহি নিরূপণ হইল হেথায় ॥
কেবল এ মধ্য গতি আছে নিরূপণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য শুন ওরে মন ॥"

পদাবনতি ও অবসর গ্রহণ। হাবড়ায় দুই বৎসর কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই রঙ্গলালের কাছারির কতকগুলি নথিপত্র হারাইয়া যায়। শুনিয়াছি তাঁহার নিম্নপদস্থ কোনও কর্ম্মচারীরই দোষে উহা হারাইয়া যায়, কিন্তু রঙ্গলালকে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তিনি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর পুনরায় suspended হন এবং পাঁচশত টাকা মাসিক বেতনের পরিবর্ত্তে তাঁহার জন্য ২৫০ মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। রঙ্গলাল দীর্ঘকাল সুখ্যাতির সহিত রাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে এতাদৃশ অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারি হইতে এক বৎসর তিন মাসের ছুটী লইয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১১ই এপ্রিল হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

রঙ্গলালের খিদিরপুরস্থ আবাসভবন

অশ্বমেধ যজ্ঞ। রঙ্গলাল দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিয়া খিদিরপুরে নিজ বাটীতে অবস্থানকালে অলস ভাবে জীবন যাপন করেন নাই। যতদিন লিখিবার শক্তি ছিল তিনি বাণীসেবা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হুগলীতে অবস্থানকালে তাঁহার মাতুল পুত্র ডাক্তার অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় একটি যাত্রার দল সংগঠিত করিয়াছিলেন এবং রঙ্গলাল তাহার জন্য গীত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের ও অন্যান্য পারিবারিক দুর্ঘটনার পর অঘোর নাথ যাত্রার দল তুলিয়া দেন। কিন্তু হাবড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রঙ্গলাল দেখিলেন শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় খিদিরপুরে একটী যাত্রাদল সংগঠিত করিয়া 'সীতার বনবাস' অভিনয় করিতেছেন। রঙ্গলাল শৈশবাবধি যাত্রার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নেপালচন্দ্রকে তাঁহার অনুষ্ঠানে উৎসাহ দিতেন এবং সীতার বনবাস নাটকে "অশ্বমেধ যজ্ঞ" তথা 'চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ' সংযোজিত করিয়া দেন। সংস্কৃত কাব্যাদিতে যেরূপ ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগের (onomatopoeia) নিদর্শন পাওয়া যায়, রঙ্গলালের রচনাতেও অনেক স্থলে সেইরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যায়। 'অশ্বমেধ যজ্ঞে' একটি গানে অশ্বের লম্ফধ্বনি ভাষায় কিরূপ ঝঙ্কৃত হইয়াছে দেখুন—

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল

চলে অশ্ববর দম্ভে, সবেগে লম্ফে ঝম্ফে,
অধীরা ধরা কম্পে, ধরে কে জোরে।
আমি মরদ যেঁই, ধরে রেখেছি তেঁই,
অন্যে কে পারে কবে দেখিলে ডরে।
ঝক্ ঝক্ ঝক্, ঝক্ মক্ সাজে,
কুলিশ সম তেজে যবন গতি অতি বিরতি অন্তরে।

চন্দ্রকেতু ও লব যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান করিলে রঙ্গলাল বিরচিত নিম্নলিখিত সংগীতটি গীত হইত—

মরি কি ঘোর রণ, ছুটিছে প্রহরণ,
উঠিছে অনুক্ষণ বিজলী মুখে তার।
দেখ প্রখর রাগে, রঞ্জিত রক্ত ঝাগে,
যুগল আঁখি ভাগে অরুণ কমলাকার॥
নাচিছে ভ্রুযুগল, যেন ভ্রমর দল,
কমল দলে বিহার করিছে অনিবার।
স্খলিত কেশজাল, গলিত পুষ্পনাল,
ঘর্ম্মে শোভিত ভাল কিবা সে মুক্তাহার॥
প্রভাত ভানু সঙ্গে জবা কি ফুটে রঙ্গে
বহিছে সব অঙ্গে রুধির একধার।
বন্ বন্ বন্ বন্ বন্ ঘোরে বিমল সমর ঘোরে
ছাইল খর শরে বনের চারিধার॥

হোলির গান। দোল-যাত্রার সময় নেপাল চন্দ্রের অনুরোধে যাত্রায় গীত হইবার জন্য রঙ্গলাল কয়েকটি হোলির গানও বাঁধিয়া ছিলেন। দুইটী সঙ্গীত পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গাড়ী খাম্বাজ—তাল যৎ

হোরির দিনে শ্যাম যদি তোমায় পাই হে—
বনমালী বনফুলে সাজাই হে—
চম্পক সেবতি মল্লিকা মালতী, ফুলেরি পাংখা বানাই হে,—
পাঁচ রাঙ্গা ফুল দিয়ে, ঝালোর লাগাইয়ে, সোহাগে পাশে বসি
পাংখা হিলাই, আর সাধ মিটাই হে—।

সুর ও তাল—ঐ

কেন গেলাম সই আনিবারে বারি।
দাঁড়ায়ে যমুনাতটে ত্রিভঙ্গ মুরারী॥
আবির গুলাব মারে নন্দলাল, আঁখি হল লাল ভারি—
খসিল বসন, কাঁচলি কষণ, লাজ সম্বরিতে নারি—
কি করি মারে পিচকারী।

'লক্ষ্মণ বিজয়।' রঙ্গলাল এই সময়ে যাত্রার জন্য দুই তিনখানি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। একখানি নাটকের নাম 'লক্ষ্মণ-বিজয়।' উহা সীতার বনবাসের

ন্যায় ভবভূতির উত্তররামচরিত অবলম্বনে রচিত হইয়া ছিল। উহার পাণ্ডুলিপি আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার অপর একখানি নাটক 'চন্দ্রহংসে'র পাণ্ডুলিপি ঈষৎ খণ্ডিত অবস্থায় আমরা প্রাপ্ত যইয়াছি।

'চন্দ্রহংস নাটক।' বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই নাটক খানির সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার স্থান নাই। আমরা উহা হইতে কয়েকটি গান মাত্র পাঠকগণকে উপহার দিব।

বেহাগ—ধ্রুপদ

পরব্রহ্ম পরমেশং বিভো নির্ব্বিশেষং ত্বংহি আদ্য মধ্য শেষং
নিরাকার নির্ব্বিকার নিরাধার সর্ব্বাধার পরিব্যাপ্ত সর্ব্বদেশং
করুণাময় করুণাবরুণালয় দেহি করুণালেশং
সৃজন পালন লয়, ইচ্ছাধীন সমুদয়, তাপহর ত্রিলোকেশং।

রাগ ছায়ানট—তাল একতালা

শুধু ভাঙ্গা গৃহ দিলি। কালি মা গো!
দিনে দিনে বাঁধন ছিঁড়ে ঝুলে ঝিলি মিলি॥
এক ঘরে নটা দ্বার, তবু তাহে অন্ধকার।
জ্ঞানের আলো নাহি জ্বলে—আঁধারে রাখিলি॥

মালকোষ—একতালা

চলে রঙ্গে ভঙ্গে রঙ্গিণী সঙ্গে লইয়ে সঙ্গিনী,
যেন চঞ্চলতা গেল উদিত হইল সৌদামিনী।
মত্ত মাতঙ্গ গামিনী ধনী, চম্পক বরণী রমণী মণি,
ঈষদ হাসিনী মধুর ভাষিণী, রূপে রতি সতী অরুন্ধতী জিনি॥

ইমন—জলদ তেতালা

ঐ এলো যামিনী নাগিনী, দংশিবারে বিরহিণী।
আকাশের নীল কায়, তারাগণ শোভা পায়,
তারা কভু নহে তারা, চিত্র করা ভুজঙ্গিনী।
শ্বাস ছলে মৃদু বায়ু, হবে বিরহীর আয়ু,
হিমবিন্দু বিষবিন্দু বরিষে ফণী ভামিনী॥

বেহাগ—একতালা

কি শোভা হেরি, আমরি! কে দেখেছে হেন শোভা গো!
মেঘের শোভা সৌদামিনী, চাঁদে শোভে যামিনী,
এ যে শোভে চাঁদের কোলে তড়িৎ লহরী!
কে ছোট কে বড় রূপে, ভিন্ন নহে কোন রূপে,
সোণাতে মিশিল সোণা, দেখ সবে নয়ন ভরি॥

হিন্দী দোঁহা। রঙ্গলাল হিন্দী দোঁহাবলীর বড় অনুরাগী ছিলেন। সম্পাদককুলতিলক পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় স্মৃতি কথায় লিখিয়াছেন —"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার মাতামহকুলের সহিত সংবদ্ধ ছিলেন। আবার অন্য পক্ষে আমার পিসতুতা ভাইদের পিসতুতা ভাই ছিলেন। আমি তাঁহাকে 'রঙ্গদা' বলিয়া ডাকিতাম। একবার ভাগলপুর হইতে আসিবার সময়ে হুগলীতে রঙ্গলাল দাদার বাসায় আমরা ছিলাম। তখন তিনি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমার কিন্তু সে কথা তেমন ভাল মনে নাই। পরে আমার পৈতার সময় তাঁহাকে সজ্ঞানে প্রথম দেখি। তিনি আমার মুখে হিন্দী দোঁহা চৌপায়ী প্রভৃতি পদ্য ও গাথা শুনিতে ভালবাসিতেন। হিন্দী কবি নরহরি ও ভূষণের দেশাত্মবোধ জ্ঞাপক কবিতা সকল যখন আবৃত্তি করিতাম, তখন বৃদ্ধের সেই রোগ-ক্লিষ্ট মুখও যেন জ্বলিয়া উঠিত। এত তেজ, এত ঝাঁজ যে বাঙ্গালীর মধ্যে হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও জানিতাম না।"

রঙ্গলাল অবসর কালে হিন্দী দোঁহা বা কবিতার অনুবাদ করিতেন। আমরা তাঁহার অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে প্রায় দুই শত এইরূপ দোঁহার সুললিত পদ্যানুবাদ দেখিতে পাইয়াছি। দুই চারিটী নমুনা দিতেছি—

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

গঙ্গাস্নান করি যদি মুক্ত হও ভাই।
মৎস্য আর মণ্ডুকেরা বিমুক্ত সদাই॥
মুণ্ড মুড়াইয়া যদি সিদ্ধ হও ভবে।
লোম ছিন্ন মেষগণ সিদ্ধ হয় তবে॥

উপবাসে পড়ে থাক আপন আলয়ে।
অনাহারে দিন দশ যায় যাক্ বয়ে।
তুলসী কহেন তবু উদরের তরে।
কখন যেওনা ভাই কুটুম্বের ঘরে॥

যদবধি অসি না ছেদয়ে তরু তদবধি রহে ছায়া।
কহেন তুলসী উপদেশ বিনা কেমনে কাটিবে মায়া॥

কেন কাজী উচ্চৈঃস্বরে দিতেছ আজান।
তবে বুঝি, নাই ভাই ঈশ্বরের কাণ॥
জান নাকি পিপীড়ার পাদক্ষেপ ধ্বনি।
ধ্বনিত তাঁহার কর্ণে দিবস রজনী॥

নবদ্বার যুক্ত এক সুচারু পিঞ্জরে।
পবনে রচিত পক্ষী সতত বিহরে॥
কিমাশ্চর্য্য দেখ ভাই! কহেন কবীর।
এতক্ষণে কেনই বা না হয় বাহির॥

প্রেমের পিয়ালা সেই জন পিয়ে যে দেয় দক্ষিণা শির।
লোভী নাহি পারে,—প্রেম প্রেম করে, কহেন কবি কবীর॥

নিম্বোধিকা। রঙ্গলালের এই সকল অপ্র-

কাশিত কবিতাগুলির মধ্যে "নিষেধিকা" শীর্ষক কতক গুলি রসপূর্ণ প্রহেলিকা কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, পাঠক গণকে তাহাও উপহার দিতেছি—

অপরূপ কিবা সখি! দেখ কলিকালে।
আকাশেতে এক পদ দ্বিপদ পাতালে॥
শূন্য হ'তে পুষ্পবৃষ্টি, মন্দাকিনী ধারা।
হে সখি! বামন সে কি?—না সখি!—ফুয়ারা॥

তাপে তপ্ত চতুর্ব্বর্ণ, করে তাঁর পূজা।
সর্ব্ব শিরোপরে কিবা শোভে অষ্টভুজা॥
দ্বিপদে বিপদে তাঁরে না চায় কে সাথী।
হে সখি! অম্বিকা না কি?—না সখি, সে ছাতী॥

প্রশ্ন—হে সখি! শুনহ অই ঘন গরজন।
উত্তর—কহনা সজনি! সে কি হয় নবঘন॥
প্রঃ আবার দেখহ সখি! উঠে জ্বলি জ্বলি।
উঃ বুঝিলাম, ওলো সই! সেতো বিজলী॥
প্রঃ আলো আলি! করে সেই কর সুশোভন।
উঃ তবে বুঝি হবে সেই বলয় কঙ্কণ॥
প্রঃ আবার দেখহ ওষ্ঠোপরি শোভাকর।
উঃ এইবারে বুঝিলাম হইবে বেসর॥
উপপন্নঃ কেমন চতুরা তুমি! বুদ্ধির ধুকুড়ী।
যা বলিলে কিছু নয়, হয় গুড়গুড়ী॥

বৈমাত্রেয় বংশ প্রতি অহিত আচারী।
যাহার নির্দ্দেশে মেঘ বরিষয়ে বারি॥
সহস্র লোচন শোভা অঙ্গেতে প্রচুর।
হে সখি! বাসব সে কি? না সখি ময়ুর॥

তাহার প্রতাপে তাপে তাপিত সংসার।
কত শত শত গৃহ করে ছার খার॥
জলে না নিভায় তেজ, কাটে তার ঠাণ্ডি।
হে সখি অনল সে কি? না সখি সে ব্রাণ্ডি॥

নীলনিভ ঘটাধারে বান্ধা আছে বারি।
অতি সুশীতল সেই সর্ব্ব তাপহারী॥
অই শুন বজ্র শব্দে বর্ষে অনর্গল।
হে সখি নীরদ সে কি? না লো সোডাজল॥

লজ্জাবতী লজ্জাবশে, প্রচ্ছন্ন কুটীরে।
কতই অমৃত ধরে, সুবর্ণ শরীরে
সহজে সম্ভোগ তার নাহি লভে বঁধু।
হে সখি! নবোঢ়া না কি? না সখি! সে মধু॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে আমি শ্যাম অবতার।
লোকের সুরুচি হেতু আর সদাচার॥
পরেতে গৌরাঙ্গ হই ভক্তির নিধান।
জগতেরে তৃপ্ত করি, করি রসদান॥
গড়াগড়ি ধরাতলে, এই পরিণাম।
হে সখি। কেশব সে কি? না সখি! সে আম॥

সর্ব্ব বর্ণ ভুক্ত সেই নানা দেশে জাত।
ঝলমল তনুরুচি, বিভায় বিভাত ॥
মম লজ্জা সজ্জা সই, সেই রক্ষা করে।
দিবানিশি আলিঙ্গিয়ে আছে কলেবরে ॥
জন মনোমোহনের সেই মাত্র অস্ত্র।
হে সখি! বল্লভ সে কি? না সখি! সে বস্ত্র ॥

অলঙ্কার শাস্ত্র। রঙ্গলাল আর একটা মহা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তারিত ভাবে লিখিত ঐরূপ গ্রন্থ একখানিও নাই দেখিয়া রঙ্গলাল অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটী বিস্তারিত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই কিন্তু তাঁহার অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে এই বিরাট গ্রন্থের যে টুকুর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাঁহার সঙ্কল্পিত গ্রন্থের বিরাটত্ব উপলব্ধ হয়। কেবল নায়িকাদের প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত প্রকার বিভিন্ন ভাব প্রস্তাবিত গ্রন্থ মধ্যে মনোহর শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সকল প্রকার অলঙ্কারের ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে তাহা দুর্লভ। সুতরাং রঙ্গ-

লাল সংস্কৃত শ্লোক হইতে অনুবাদ করিয়া বা স্বয়ং নূতন নূতন বাঙ্গালা শ্লোক রচনা করিয়া অলঙ্কারের এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা দুই চারিটি নিদর্শন দিতেছি—

যমকালঙ্কার। ভিন্নার্থবোধক এক প্রকার শব্দ সকল যদ্যপি ক্রমে ক্রমে অর্থের সহিত কথিত হয় তবে যমক হইবেক। উদাহরণ—

রসাল রসাল বনে, আমোদে আমোদ বনে,
পরভৃত রুত তরু তমালে।
করি গুণ গুণ গুণ, গাইছে বসন্ত গুণ,
মধুব্রত বৃত বৃততমালে॥

লেশ। গুণে দোষের আরোপ এবং দোষে গুণের আরোপ হইলে লেশ হইবেক।—

স্বচ্ছন্দে কাননে চরে যে বিহঙ্গচয়।
কখন কি কহে তারা কথা রসময়॥
পিঞ্জরে হইয়া বদ্ধ হে শুক বিহঙ্গ।
কত শত মিষ্ট বাক্যে বিতরিছ রঙ্গ॥

বক্রোক্তি। শ্লেষ বা কাকু দ্বারা যদ্যপি পরস্পর কথোপকথনে অন্যার্থ আরোপিত হয়,—তবে বক্রোক্তি হইবেক।—

শ্লেষ—

প্রশ্ন। বলহে পথিক হেথা কি কার্য্যেতে আসা।
উত্তর। কহিতেছি ধ্রুব মম নাহি কোন আশা॥
প্রশ্ন। ভাল ত বুঝিলে প্রশ্ন, কোথায় উত্তর।
উত্তর। যে দিকেতে ধ্রুবতারা সে দিক্ উত্তর॥
প্রশ্ন। মরি মরি কি চাতুরী কত জান ছন্দ।
উত্তর। ছন্দ মঞ্জরীতে মম জ্ঞান নহে মন্দ॥
প্রশ্ন। থাক থাক কাজ নাই অত বাঁকা চাল।
উত্তর। টেনে সোজা কর যদি বাঁকা থাকে চাল॥

ব্যাঘাত। যে বস্তু কর্ত্তৃক যাহার অন্যথা হয়, সেই বস্তু কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার তাহার সংস্থান হইলে তাহাকে ব্যাঘাত কহা যায়।—

যে নয়নে দগ্ধ হেতু হত মনসিজ।
সেই নয়নেতে পুনঃ প্রাণ প্রাপ্ত নিজ॥
অতএব মহেশ জয়িনী যারা ভাই।
হেন বামনেত্রাগণে বলিহারি হাই॥

ব্যাজস্তুতি। নিন্দা দ্বারা স্তুতি এবং স্তুতি দ্বারা নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজ স্তুতি হইবেক।—

যে হয় তোমার ভক্ত অনুরক্ত জন।
সে পায় অনন্ত সুখ স্বর্গে নিকেতন॥

অসহায় যদি তুমি না হও সহায়।
তবে তব দীননাথ নাম কেন হায়॥

ধন্য ধন্য তোরে সই, তোর চেয়ে বন্ধু কই
মোর তরে তার কাছে গেলি।
দশন নখর ক্ষত, বেদনা পাইলে কত,
হায় এত দুঃখ পেয়ে এলি॥

বিষম। কারণ হইতে যদি বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এবং কার্য্যারম্ভ পরে তাহা নিষ্ফল হওনান্তে যদ্যপি অর্থোৎপত্তি হয়, এবং দ্বিবিধ বিরূপ পদার্থের একত্রে সমাবেশ হয় তবে বিষমালঙ্কার হইবেক।—

নিধি নিধি জলনিধি সৃজন করিল বিধি
রত্নাকর নাম ভূমণ্ডলে।
ডুবিলাম সাধ করে, রত্নলাভ থাক দূরে
মুখ পুড়ে গেল নোণাজলে॥

এই গ্রন্থে রঙ্গলাল সংস্কৃত কাব্যে প্রচলিত নান প্রকার ছন্দের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা শ্লোকাদিং রচনা করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ রঙ্গলালের এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ এবং প্রকাশিত হ নাই।

পক্ষাঘাত ও পরলোক গমন। রঙ্গ লাল রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর মাতৃভাষা

সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়োগ করিবার যে সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নিয়তি তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। মধ্যে একটু সুস্থ হইয়া ইনভ্যালিড চেয়ারে বসিয়া একটু একটু বেড়াইতেন এবং অভ্যাসমত কবিতাদিও লিখিতেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইয়া তিনি একবারে শয্যাগত হইলেন এবং দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১২৯৪ সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবার গঙ্গাতীরে নয় রাত্রি বাস করণানন্তর অমৃত-ধামে প্রস্থান করিলেন।

উত্তর পুরুষগণ। রঙ্গলালের দুই পুত্র জহরলাল ও পান্নালাল তাঁহার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই এখন পরলোকে।

জহরলালের পুত্র চিক্কণলাল বেঙ্গল নাগপুর রেল-ওয়ে অফিসে হিসাবরক্ষক ছিলেন এবং কয়েক মাস হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। চিক্কণলালের দুই পুত্র শিবলাল ও শঙ্করলাল বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে অফিসেই কর্ম্ম করেন। রঙ্গলালের কনিষ্ঠ পুত্র পান্না-লালের এক পুত্র মোহনলাল এখনও জীবিত আছেন। তিনি আলিপুর জজ আদালতে ওকালতী করেন।

চরিত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাস। রঙ্গলাল সরল, অমায়িক ও উদারপ্রাণ ছিলেন। তিনি অসাধারণ বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং পরকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার আতিথেয়তার পরিচয় নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের গোচরীভূত করিয়াছি। সাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনায় তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। নানা দেশের ইতিহাস ও কাব্যপাঠে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতের নানা ভাষা ও নানা জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এবং সাহিত্যের উন্নতিবিধান করিয়া জাতিকে ও দেশকে গৌরবের সমুচ্চ শিখরে স্থাপন করিতে আজীবন চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-বিশ্বাসে তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন কিন্তু আচারে তিনি অতিরক্ষণশীল ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের প্রভাব তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনার কোনও কোনও স্থলে নিরাকার একেশ্বরবাদিতায় বিশ্বাসের নিদর্শন পাওয়া যায়; যথা,—

"যিনি নিরাকার কি আবার তাঁর" ইত্যাদি।

"যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী॥"

বঙ্গসাহিত্যে রঙ্গলালের স্থান।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ সমূহে রঙ্গলালের কাব্যাদি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। নির্ভীক, সমপক্ষপাতী, ও সুপণ্ডিত সমালোচকগণ তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের মন্তব্যসহ যথাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রামগতি, রাজনারায়ণ, চন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ, কৃষ্ণদাস, লাল-বিহারী, সাটনকার প্রভৃতি মহামনীষিগণ রঙ্গলালের কাব্য সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে বাঙ্গালার কিরূপ শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আজ বাঙ্গালী যদি রঙ্গলালের কবিতার উপযুক্ত সমাদর না করেন, সে দোষ রঙ্গলালের নহে, সে দোষ আমাদেরই।

রঙ্গলাল বাঙ্গালা সাহিত্যকে কি দিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান কোথায় আজি তাহা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে।

রঙ্গলাল সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডীয় কাব্যের সুরুচিপূর্ণ রসধারা আনিয়া মুমূর্ষু বাঙ্গালা কাব্যকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে আর কেহ এরূপ সাফল্যসহকারে এই কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বরেণ্য কবিগণ তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যল্প কালের মধ্যে কিরূপ অপূর্ব্ব সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। রঙ্গলালকে সেই জন্য বহু কবির গুরু স্থানীয় বলিতে পারা যায়। তিনি 'কবির কবি'।

দ্বিতীয়তঃ, রঙ্গলাল প্রতীচ্য কাব্যের নিকট তাঁহার ঋণ অসঙ্কোচে স্বীকার করিলেও তিনি এমন কোনও বিজাতীয় ভাব স্বদেশীয় সাহিত্যে আনয়ন করেন নাই যাহাতে আমাদের জাতীয়তা নষ্ট হয়। যে সময়ে আধুনিক সাহিত্যিকগণ বিদেশীয় সাহিত্যের অনুকরণে নবসাহিত্য রচনার চেষ্টায় নিযুক্ত, এবং প্রতিভাশালী লেখকগণও স্বদেশীয়গণকে তুচ্ছ করিয়া বিদেশীর যশোমাল্য লাভ করিবার ও তাঁহাদের মনোহরণের জন্য উন্মত্তপ্রায়, তখন রঙ্গলালের এই বিশেষত্বটুকুর বিষয় সুধীগণের সতর্ক

আলোচনার যোগ্য বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত যাঁহার কোনও পরিচয় নাই তিনি রঙ্গলালের কাব্য পড়িয়া ধারণাই করিতে পারিবেন না রঙ্গলাল বিদেশীয় সাহিত্যের নিকট ঋণী। মাইকেল, নবীনচন্দ্র বা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক রচনা পড়িলেই বুঝা যায় তাঁহারা বিদেশীয় সাহিত্যের নিকট কতদূর ঋণী। ইহার কারণ এই যে, যে সকল ভাব বিশ্বজনীন বা যে সকল ভাব আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী নহে তাহা বিদেশীয় হইতে স্বদেশীয় সাহিত্যে আনয়ন করিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় বলিতে গেলে—সাহিত্যের জাতি মারা যায় না। "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" প্রভৃতি পদ যে সাহিত্য হইতেই আনীত হউক না কেন আমরা বলিব উহা বাঙ্গালীর জাতীয় কবির হৃদয়-শঙ্খ হইতে ধ্বনিত হইয়াছে!

তৃতীয়তঃ, স্বদেশীয় সাহিত্যে, কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত, উৎকলীয়, হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রঙ্গলালের কাব্যকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বগামীদের অনেকের রচনা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। রঙ্গলাল বিশুদ্ধ সুরুচিসম্পন্ন রচনাদ্বারা অশ্লীলতার স্রোতে ভাসমান

কাব্য-সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখে প্রধাবিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কাব্যের জাতীয় ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের সলীলগতি ছন্দঃ সমূহ, নানা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার সমস্তই দেশীয় সাহিত্যের ধারার অনুসরণ করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, রঙ্গলাল এমন কোনও রচনা প্রকাশ করেন নাই, যাহাতে পাঠকের মন উন্নত না হইয়া ক্ষণকালের জন্যও মলিন হয়। তাঁহার কাব্য পাঠ করিয়া কাহার হৃদয় স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিবে না, কাহার হৃদয় সতীর মহিমময়ী মূর্ত্তির নিকট অবনত হইবে না? রঙ্গলালের কাব্য পাঠে কত পাঠকের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ ও আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে!

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু কাঁঠালপাড়া সাহিত্য সম্মিলনে ১৩৩০ সালে পঠিত সাহিত্যশাখার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের 'মিউটিনী' প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও যিনি নব্য বঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন,

তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?' আবৃত্তি করিয়া বাঁখারী ঘুরাইয়া আমি একদিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।"

বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে তাহার নবযুগের প্রারম্ভে রঙ্গলালের ন্যায় কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—যিনি প্রেমের পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশ-ধারিণী লালসার স্তুতিগান না করিয়া, সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ চণ্ডীদাসের দেশে আন্তরিকতা-শূন্য ও অর্থহীন প্রলাপের অবতারণা না করিয়া, জাতিকে মহান্ ভাবে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—যিনি প্রকৃত কবিদের ন্যায় বলিতে পারিতেন—

রঙ্গলাল

"আমরা জীবন গড়ি
মরণে মধুর করি,—
নিরাশায় দেই আশা,
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা।"

আমরা প্রস্তাবারম্ভে রঙ্গলালকে ঊষার সহিত তুলনা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের এক অন্ধকারময় যুগের অবসানে তিনি ঊষার পবিত্রতা, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য ও শান্ত মাধুর্য্য আনিয়াছিলেন। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল একটি সনেটে রঙ্গলালের প্রতিভার এই স্নিগ্ধ আলোককে সুধাকরের নির্ম্মল কিরণের সহিত তুলনা করিয়াছেন—

"মথিয়া কবিত্ব-সিন্ধু বঙ্গ-কবিগণ
লইল বাঁটিয়া সুধা, অমরা-বিভব।
রঙ্গলাল নিল শশী—নির্ম্মল কিরণ,
নিল ঐরাবতে মধু—দ্বিতীয় বাসব;
হেম নিল উচ্চৈঃশ্রবা—গতি অতুলন,
নবীন ধরিল বক্ষে কৌস্তুভ দুর্লভ;
বিহারী করুণা-লক্ষ্মী—করুণ-লোচন,
রবি নিল পারিজাত—ত্রিদিব-সৌরভ।"

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

কিন্তু কবি-প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনায় কোনও ফল নাই। বাঙ্গালা-কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত কাব্য-সাহিত্যের উদ্ভবকালে, যাঁহার প্রতিভা কাব্য-সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তিনি চির দিনই সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণীর সম্মান প্রাপ্ত হইবেন। যখন ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী বাঙ্গালা কাব্যের সেবা দূরে থাক্, বাঙ্গালা কাব্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, যখন মাইকেলের ন্যায় প্রতিভাশালী কবি ইংরাজী কাব্য রচনায় উন্মুখ হইয়া ছিলেন, তখন যাঁহার সাধনা নব্য-বাঙ্গালীকে মণি-পরিপূর্ণ মাতৃভাষারূপ খনির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাঁহার নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন সসম্মানে উল্লেখিত হইবে। নির্ভীক সংবাদপত্র সম্পাদনে, জাতীয় বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত রচনায়, বাঙ্গালার প্রথম (Mock-heroic) উপকাব্য,প্রণয়নে, নানা ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতার অনুবাদ দ্বারা মাতৃ-ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করণে, স্বদেশ-প্রেমিক বীর ও সতী রমণীগণের কীর্ত্তি কাহিনী শুনাইয়া জাতিকে সুমহান ভাবে উদ্বোধিত করণে রঙ্গলাল যে অদ্ভুত কৃতিত্ব, অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও

মুগ্ধকরী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সগৌরবে লিপিবদ্ধ হইবে। তিনি আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম যুগে যে অতি উচ্চ আসন প্রতিভাবলে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কোন ঐতিহাসিক যদি আজি তাহার পরিচয় দিতে বিস্মৃত হন তাহা হইলে তিনি সত্যের ঘোর অমর্য্যাদা ও অপলাপ করিবেন।

উপসংহার। বাঙ্গালা কবিত্বের ধারা বহুধা বিভক্ত হইয়া এক্ষণে নানা দিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং নানা রূপ ধারণ করিয়া কাব্যরসিকগণের আনন্দ বর্দ্ধিত করিতেছে। প্রথমে যে সংকীর্ণ পথে উহা গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় রজত-সূত্রাকারে ঝরিতেছিল, এখন তাহা লোকের আর কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এখন শত শত নদ-নদী সাগরোদ্দেশে প্রধাবিত হইয়া দশ দিক প্লাবিত করিতেছে। লোকের দৃষ্টি স্বভাবতঃ নূতন বস্তুর অন্বেষণে ব্যাপৃত। নূতন নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাই সকলে কৌতূহলের সহিত দর্শন করিতেছে। যাহা পুরাতন তাহা পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে এবং ক্রমশঃ দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইতেছে।

যাহা এক কালে অতি আদরের বস্তু ছিল, তাহা ক্রমে আবর্জ্জনার মধ্যে পতিত হইতেছে। যাহা নূতন তাহাই প্রিয়, যাহা পুরাতন তাহাই হেয় বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু যাহা বহু দিনের পুরাতন তাহা আবার কালের গতিতে কখন কখন পরিচয়াভাববশতঃ নূতন হইয়া দেখা দেয়। তখন তাহা আবার সমাদর লাভ করে। যাহা যথার্থ সুন্দর তাহা কখনও একবারে লুপ্ত হইবার নহে। আমাদের বিশ্বাস, কবি রঙ্গলালের কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন বলিয়া চিরদিন পরিগণিত হইবে। আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও পুনরাবিষ্কৃত হইয়া পুনরাদৃত হইবে। আজি কালিকার ক্ষণভঙ্গুর জড়োয়া গহনার ন্যায় বিবিধ বর্ণের মণি-খচিত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য-সমন্বিত কবিতার সহিত একাসন না পাইলেও, সেকালের খাঁটি সোণার মোটা গহনার ন্যায় উহার মূল্য কখনও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না।

সমাপ্ত